বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-০৭ ॥ ২২ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৯ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৩ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দেশে ৮ হাজার চিকিৎসক সংকট: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : এই মুহূর্তে দেশে ৮ হাজার চিকিৎসক সংকট রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। বিশেষ বিসিএস-এর মাধ্যমে দ্রুতই দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর সুষ্ঠু ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এ সব কথা জানান।

পলাতক সব এমপি-মন্ত্রীকে আইনের আওতায় আনা হবে: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : যারা হত্যা ও দুর্নীতি করে বিদেশে পালিয়ে গেছেন, তাদের সবাইকে ফেরত চাইবে সরকার। পাশাপাশি পলাতক সব এমপি ও মন্ত্রীকে আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। সোমবার (২১ এপ্রিল) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

আমলযোগ্য অপরাধে অবশ্যই মামলা নিতে হবে: ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনায় অবশ্যই মামলা নিতে হবে। কোনো ঘটনা আড়াল করা যাবে না। মামলার রহস্য উদঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সোমবার (২১ এপ্রিল) রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে মার্চ মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ডিএমপির পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার (২১ এপ্রিল) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় চীনের ইউনান প্রদেশের গভর্নর ওয়াং ইউবো'র সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এটি কেবল শুরু। আমরা এত কাছাকাছি, অথচ এত দূরে। চলুন, এই ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলি। আশা করি আপনি (ওয়াং ইউবো) আবারও বাংলাদেশে আসবেন। আমরা শুধু ভালো প্রতিবেশিই নয়, আরও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হতে চাই। বৈঠকে উভয়পক্ষ যুব বিনিময়, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং বাণিজ্যসহ বিভিন্ন সহযোগিতামূলক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা ২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার কাছে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে খসড়া প্রতিবেদন জমা দিয়েছে শ্রম বিষয়ক সংস্কার কমিশন। সোমবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় কমিশনের সদস্যরা এ প্রতিবেদন জমা দেন। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, শ্রম বিষয়ক সংস্কার কমিশন আজ প্রধান উপদেষ্টার কাছে তাদের খসড়া প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এখানে অনেকগুলো সুপারিশ আছে। তারমধ্যে আমার যেটি বেশি পছন্দ হয়েছে তা হলো - 'কর্মপরিবেশে শ্রেণিক্ষমতায় তুই-তুমি সম্বোধন চর্চা বন্ধ করা। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদকে প্রধান করে গত নভেম্বরে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় যেয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। সেই লক্ষে গত অক্টোবর প্রথম ধাপে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।

সেনা প্রধানের সঙ্গে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারির সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে জাতিসংঘের শান্তি কার্যক্রম বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যাঁ-পিয়ের লাক্রোয়া সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের শান্তি কার্যক্রম বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যাঁ-পিয়ের লাক্রোয়া। সোমবার (২১ এপ্রিল) সকালে ঢাকা সেনানিবাসে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) জানায়, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে জাতিসংঘের শান্তি কার্যক্রম বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যাঁ-পিয়ের লাক্রোয়ার সৌজন্য সাক্ষাতের এ বৈঠকে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন। পাশাপাশি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারত্ব ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মোতায়েন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, তিনি বর্তমানে ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার এ মোতায়েনরত সেনাবাহিনীর সদস্যদের পেশাদারত্ব ও বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়মিত ও ভবিষ্যৎ মোতায়েনের বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং আগামী দিনেও এই অঙ্গীকার অটুট থাকবে বলে আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে অবহিত করেন।

পোপ ফ্রান্সিস মারা গেছেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মের সর্বোচ্চ নেতা পোপ ফ্রান্সিস মারা গেছেন। সোমবার (২১ এপ্রিল) ৮৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট পদত্যাগ করার পর ২০১৩ সালের মার্চ মাসে তিনি পোপ হয়েছিলেন। সোমবার তার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ ফ্রান্সিস মারা গেছেন বলে ভ্যাটিকান জানিয়েছে। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। পোপ ফ্রান্সিসের প্রকৃত নাম ছিল জর্জ মারিও বারগোলিও। ২০১৩ সালের মার্চে তিনি পোপ নির্বাচিত হন। মূলত তৎকালীন পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট পদত্যাগ করার পরই তিনি এই পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভ্যাটিকানের দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, পোপ ফ্রান্সিস ইস্টার মানডে (২১ এপ্রিল ২০২৫), স্থানীয় সময় সকাল ২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার কাতার সফরে যেসব বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল সোমবার (২১ এপ্রিল) কাতার সফরে গেছেন। সেখানে তিনি আর্থনা (আমাদের পৃথিবী) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিলেও সফরকালে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন ড. ইউনূস। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয় উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। কাতার আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির আমন্ত্রণে কাতার যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির সঙ্গে আগামী ২৩ অথবা ২৪ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে কাতারে জনশক্তি রপ্তানি, কাতার থেকে এলএনজি আমদানি, ব্যবস্যা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা উঠতে পারে। এর আগে গত বছর ২৩ এপ্রিল ঢাকা সফরে এসেছিলেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থান। সে সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কাতারের আমির বৈঠক করেছিলেন। বৈঠকের পর বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে ১০টি চুক্তি ও সমঝোতা সই হয়। এবার প্রধান উপদেষ্টার কাতার সফরে সেসব চুক্তি ও সমঝোতার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এদিকে জানা গেছে, বাংলাদেশের ৪ জন জাতীয় নারী ক্রীড়াবিদ প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে কাতারে যাচ্ছেন। তারা হলেন- ফুটবলার আফিদা খন্দকার ও শাহেদা আখতার রিপা এবং ক্রিকেটার সুমাইয়া আখতার ও শারমিন সুলতানা। কাতারের দোহাতে আগামী ২২-২৩ এপ্রিল আর্থনা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে স্পিকার থাকবেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সূত্র জানায়, কাতার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও শুষ্ক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে করণীয় নির্ধারণে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ছাড়াও জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ইব্রাহিম থিওয়া, ইরিনার ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরি সিং, আইইউসিএন'র ডিরেক্টর জেনারেল ড. গ্রিথেল এগুইলার প্রমুখ ২-এর পাতায় দেখুন

লন্ডনে বিয়ের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের পলাতক সাবেক মন্ত্রী-এমপিরা

স্টাফ রিপোর্টার : গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর আত্মগোপনে আছেন বাংলাদেশের সেই সময়ের মন্ত্রী-এমপিরা। তাদের প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না বহুদিন। এর মধ্যে মাঝে মধ্যে বিদেশের মাটিতে কাউকে কাউকে এক ঝলক দেখা গেছে। এবার যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমানের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা গেছে গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সাবেক মন্ত্রী-এমপিদের।২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় লন্ডনের ওটু এরিনার প্রেস্টিজিয়াস ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে বিয়ের এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান, সাবেক প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, ২-এর পাতায় দেখুন

৩৩ বছরে রাষ্ট্রপতিরা কতজনের দণ্ড মওকুফ করেছেন, জানতে হাইকোর্টের রুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত ৩৩ বছরে দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রপতিরা কতজনের দণ্ড মাফ করেছেন, তার তালিকা প্রকাশের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সোমবার (২১ এপ্রিল) বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার যৌথ হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার ওমর ফারুক।

এর আগে, ১৯৯১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত সাড়ে ৩৩ বছরে দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রপতিরা কতজনের দণ্ড মওকুফ করেছেন, তা জানতে চেয়ে গত ২৫ আগস্ট মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের জনবিভাগের সচিবের কাছে আইনি নোটিশ পাঠান তিনি। ওই নোটিশে বলা হয়, ১৯৯১ সাল থেকে চলতি বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে কতজন দণ্ড পাওয়া আসামির কারাদণ্ড স্থগিত বা মওকুফ করেছেন, সেই তালিকা ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হলো। নোটিশে আরও বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায়, কাদের সুপারিশ বা তদবিরে দাগী, ঘৃণিত, কুখ্যাত সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষমা করেছেন, তা জানার অধিকার আছে। কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রপতি বহু অপরাধী, হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্তদের ক্ষমা ২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি আনার হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পিছিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণের মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পিছিয়ে আগামী ২৭ মে দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলাম এদিন ধার্য করেন। এদিন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। মামলার তদন্ত সংস্থা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) সংস্থা প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এজন্য বিচারক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এদিন ধার্য করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। তারা হলেন- সৈয়দ আমানুল্লাহ আমান ওরফে শিমুল ভূঁইয়া, ফয়সাল আলী সাজী ওরফে তানভীর ভূঁইয়া, সিলিস্তি রহমান, ২-এর পাতায় দেখুন

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন পুনর্গঠন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার দাবি এবি পার্টির

স্টাফ রিপোর্টার : নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংস্কার কমিশনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পুণর্গঠন করার দাবি জানিয়েছে এবি পার্টি। সংস্কার প্রস্তাবের বিতর্কিত অংশ ও সুপারিশগুলো বাদ দিয়ে পুরো প্রতিবেদনটি পরিমার্জনেরও আহ্বান জানিয়েছে দলটি। গতকাল সোমবার এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ গণমাধ্যমে পাঠানো এক যুক্তি বিবৃতিতে এই প্রতিক্রিয়া জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন, গত ১৯ এপ্রিল শনিবার 'সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলুপ্তি এবং নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ' শিরোনামে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন। নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন যথেষ্ট ২-এর পাতায় দেখুন

পারভেজ হত্যার ঘটনায় রাজধানীর বনানীতে বিক্ষোভ করেন প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এতে যোগ দেন বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন।

ডিবির হাতে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগসহ আ.লীগের ৯ সদস্য

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের আরও ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। সোমবার (২১ এপ্রিল) ডিএমপির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো ছাত্রলীগের বংশাল থানা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মো. বাপ্পি (৩০), ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল শাখার নাট্য ও বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক দীপম সাহা (২৬), ছাত্রলীগের ডেমরা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী ইসমাইল হোসেন (৪২), ছাত্রলীগ কর্মী মো. মুহতাসিন ফুয়াদ ওরফে পিয়াল, আওয়ামী লীগের দক্ষিণ বাড্ডা বাজার ইউনিটের সহ-সভাপতি মো. মহিবুর রহমান (৫০), কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ থানার আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ (৪৭), বংশাল থানা ২-এর পাতায় দেখুন

চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করতে চাওয়া দেশগুলোর প্রতি পাল্টা ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি চীনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলমান বাণিজ্য যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করতে কোনো দেশ যদি এমন কোনো চুক্তি করে, যা চীনের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তাহলে সেই দেশের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেবে বেইজিং। সোমবার (২১ এপ্রিল) এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটি। সম্প্রতি কিছু সংবাদমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি দেশকে চাপ দিচ্ছে যেন তারা চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে বাধা দেয়। এর বিনিময়ে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে শুল্ক ছাড় পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এরই মধ্যে বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। গত সপ্তাহে জাপানের একটি প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন সফর করেছে এবং এই সপ্তাহেই দক্ষিণ কোরিয়া আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছে। চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, আত্মসমর্পণ কখনো শান্তি আনতে পারে না, আপস করলে সম্মানও পাওয়া যায় না। যদি কেউ চীনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করে, চীন তা মেনে নেবে না এবং উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম চায়না ডেইলিতেও সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এ ধরনের 'আপসের' বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতির কারণে বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলো চড়া শুল্কের মুখে পড়ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষণা অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৭০টির বেশি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় বসতে চেয়েছে। জাপানের অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম মনেক্স গ্রুপের জেসপার কোল বলেন, জাপানের লাভের প্রায় ২০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে, ১৫ শতাংশ আসে চীন থেকে। ফলে জাপান চাইবে না তাদের এই দুই শক্তিধর অর্থনীতির মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হোক। দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হান ডাক-সু এ সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসার ঘোষণা দিয়েছেন। একই সময়ে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা গেছে। চুক্তি না হলে ভারতকে ২৬ শতাংশ শুল্কের মুখে পড়তে হতে পারে। ভ্যান্স সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাজ্যের নতুন সরকারপ্রধান কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে চুক্তির ভালো সম্ভাবনা ২-এর পাতায় দেখুন

আসছে বিশেষ বিসিএস পদসংখ্যা ২ হাজার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে অন্তত ৮ হাজার চিকিৎসকের সংকট রয়েছে বর্তমানে। চিকিৎসা খাতের বড় এই সংকট দূর করার জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই বিশেষ বিসিএস আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে নিয়োগ পাবেন দুই হাজার চিকিৎসক। সোমবার (২১ এপ্রিল) সকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন ১০টি হাসপাতাল সুষ্ঠু ও যৌথভাবে পরিচালনার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ ২-এর পাতায় দেখুন

বাজেট ২০২৫-২৬

কৃষিপণ্য সরবরাহে উৎসে কর কমাতে ইতিবাচক এনবিআর

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন বাজেটে কৃষিপণ্য সরবরাহের উৎসে কর পুরোপুরি প্রত্যাহার চান ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে তারা দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে আসছেন। পুরোপুরি তুলে না দিলেও ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে উৎসে কর শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ করতে পারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ সিদ্ধান্ত যদি কার্যকর হয় তাহলে স্বল্প আয়ের মানুষ কিছুটা স্বস্তি পাবে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এ সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর আগে চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রায় ৩০ ধরনের কৃষিপণ্যে উৎসে কর ২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়। মূল্যস্ফীতির সামগ্রিক দিক বিবেচনায় আগামী অর্থবছরের বাজেটে বেশ কয়েক বছরের জন্য উৎসে কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বিগত কয়েক বছর ধরে দ্রব্যমূল্যে ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি। মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের মানুষ দিনাতিপাত করছে কষ্টে। গত বছরের ৫ আগস্ট গণ ২-এর পাতায় দেখুন

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ঘিরে পিএসসির জরুরি ৪ নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৮ মে শুরু হতে যাচ্ছে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা; চলবে ১৯ মে পর্যন্ত। সরকারি প্রথম শ্রেণির চাকরির প্রবেশদ্বার বলে পরিচিত এ পরীক্ষা ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য চারটি জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে এসব নির্দেশনা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় বই, ঘড়ি, মুঠোফোন, অলংকার ও কোনো ধরনের ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মডেল: ধর্ম উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মডেল। এদেশে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের যে আবহ বিরাজ করছে সেটি আমাদের পার্শ্ববর্তী কোনো রাষ্ট্রে খুঁজে পাওয়া যাবে। সোমবার (২১ এপ্রিল) বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এ কথাগুলো বলেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ২-এর পাতায় দেখুন

চানখারপুলে গণহত্যা সাবেক ডিএমপি কমিশনারসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে বৈষম?্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর চানখারপুলে হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় সাবেক ডিএমপি কমিশনারসহ আট জনের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। গতকাল সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি। তাজুল ইসলাম বলেন, ঘটনার সময়কাল ছিল ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট। এ সময় ঢাকা মহানগরীর চানখারপুল এলাকায় এক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর প্রাণঘাতী ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২২ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৯ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

২০২৩ সালে কর ফাঁকির পরিমাণ ২ লাখ ২৬ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা: সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার : কর ফাঁকির কারণে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ২ লাখ ২৬ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ হারিয়েছে করপোরেট কর ফাঁকির কারণে। ২০২৩ সালে আনুমানিক করপোরেট কর ফাঁকির পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ১১৮ কোটি টাকা। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ সাল থেকে কর ফাঁকির পরিমাণ বেড়েছে, ২০১২ সালে ৯৬ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা এবং ২০১৫ সালে তা ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকায় পৌঁছায়। গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট তামিম আহমেদ। তিনি বলেন, বৈশ্বিক অবস্থার মতো বাংলাদেশেও করপোরেট কর কমতির দিকে। পোশাক, আইসিটিসহ অনেক খাত কর সুবিধা পেয়ে থাকে। ২ লাখ ৮৮ হাজার কোম্পানি রেজিস্ট্রার্ড, কিন্তু ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশন করেছে মাত্র ৯ শতাংশ কোম্পানি বা ২৪ হাজার ৩৮১ কোম্পানি। এটা একটা বড় বৈষম্য। যারা কর দিচ্ছে তাদের ওপর করের বোঝা বাড়ছে। সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আগামী দিনে সরকার যদি উচ্চমাত্রায় রাজস্ব না পান তাহলে ভর্তুকি, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ, দক্ষ জনবল তৈরি করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে না। প্রত্যক্ষ কর, অপ্রত্যক্ষ কর ও কর বহির্ভূত আয় এই তিন উৎস থেকে মূল রাজস্ব আদায় করি। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসে করপোরেট খাত থেকে। প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত রাজস্ব এখান থেকে আসে। আর ভ্যাট থেকে আসে ৪০ শতাংশ রাজস্ব। এই দুই উৎস থেকে প্রায় ৬০ ভাগ রাজস্ব প্রতিবছর আসছে। এ জন্য করপোরেট কর ও ভ্যাটের সংস্কার নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। তিনি বলেন, প্রতিবছর বাজটে আসলে প্রেশারগ্রুপ সরকারের উপর চাপ দিতে থাকেন তার কর হার কমানোর জন্য। এর ফলে কর নিয়ে সরকারের যে লক্ষ্য তা প্রায়শই বিচ্যুত হয়, এটা খোলস আকারে থেকে যায়। যার পরিণতি ভালো হয়না। কর জিডিপির বাড়ানোর লক্ষ্যে আগামী দিনে একটি কাঠামো প্রণোয়ন করা প্রয়োজন। খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমাদের গবেষণায় দেখতে পেয়েছি, ২০২৩ সালে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি কর ফাঁকি হয়েছে। এনবিআর কি পরিমাণ প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করছে। শুধু যে কর ফাঁকি তা নয়, করজালের বাইরেও অনেক খাত ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যাদেরকে করজালের মধ্যে আনা যায়নি। এই বিপুল পরিমাণ ফাঁকি রোধ করতে পারলেও বড় পরিমাণ অর্থ বা রাজস্ব আদায় সম্ভব। তিনি বলেন, ডিজিটালাইজেশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ব্যবসায়ী ও এনবিআরের স্বার্থে এটা করা প্রয়োজন। অথচ এনবিআর ও ব্যবসায়ীদের এক ধরনের অনীহা রয়েছে। বাংলাদেশে যে কোনো লেনদেন একক ডিজিটাল সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যাতে করে যে কোনো লেনদেন ট্রেস ও ট্র্যাক করা যায়। সেটার আলোকে দাখিলকৃত রিটার্নকে ভেরিফাই করা যায়। ক্রিশ্চিয়ান এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর নুজহাত জাবিন বলেন, বেশিরভাগে নিম্ন আয়ের দেশ প্রত্যক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল। এটা পরিবর্তন করতে হবে। আমরা যখন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করছি প্রত্যক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা ৭-এর পাতায় দেখুন

হাসিনাসহ শেখ পরিবারের ১০ সদস্যের 'এনআইডি লক'

স্টাফ রিপোর্টার : গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ শেখ পরিবারের ১০ সদস্যের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) লক করেছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অধীন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, একটি চিঠির মাধ্যমে এ তালিকাভুক্ত ১০ জনের এনআইডি লক করা হয়। নথিপত্র অনুযায়ী, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীরের মৌখিক নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। তবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সরাসরি নির্দেশ ছিল কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যাদের এনআইডি লক করা হয়েছে তারা হলেন- শেখ হাসিনা, সজীব আহমেদ ওয়াজেদ, সায়মা ওয়াজেদ, শেখ রেহানা, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক, শাহিন সিদ্দিক, বুশরা সিদ্দিক, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক এবং তারিক আহমেদ সিদ্দিক। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যান এবং এখনো সেখানেই অবস্থান করছেন। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকায় শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন নিষিদ্ধ হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটার প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) মধ্যে নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প স্থাপন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি করবে পরিবেশ মন্ত্রণালয়। সোমবার (২১ এপ্রিল) সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সভাপতিত্বে জাতীয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কমিটির নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সুন্দরবনের পরিবেশগত সুরক্ষায় ২০১৭ সালের জাতীয় পরিবেশ কমিটির ৩.৪.৪ নম্বর সিদ্ধান্ত এবং ২০২১ সালের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটার ইসিএ এলাকার মধ্যে স্থাপিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা হবে। আদালতের আদেশ থাকার কারণে প্রভাব নিরূপণের পর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এ ছাড়া সভায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট বিধিমালা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশোধনের পর সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও এনজিওগুলো যৌথভাবে প্রকল্প প্রস্তাব দিতে পারবে। শব্দদূষণ রোধে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে সব মন্ত্রণালয় থেকে মতামত নেওয়া হবে। সভায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের এনফোর্সমেন্ট বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হবে। বন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের ঝুঁকিভাতা চালু ও বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠানো হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি ভবন নির্মাণে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ব্লক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়ে মে মাসে সচিব পর্যায়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম (বীরপ্রতীক) এবং কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সচিব ফারজানা মমতাজ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াত নেতা আজহারের আপিল শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য আজ মঙ্গলবার কার্যতালিকায় আসবে। গতকাল সোমবার আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের আপিল শুনানির জন্য আবেদন করেন তার আইনজীবী ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, আইনজীবী শিশির মনির। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। এর আগে সকাল ১০টা ১৭ মিনিটে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের শুনানি শুরু হয়। গত ২৩ জানুয়ারি মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের শুনানি পিছিয়ে ২০ ৭-এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কেমন হবে, কীভাবে কাজ করবে

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় বহুল প্রত্যাশিত বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় হচ্ছে। যা 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়' নামে অভিহিত হবে। সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে প্রধান বিচারপতির হাতে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। পৃথক সচিবালয়ের অধ্যাদেশ জারির কাজ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলছে। তিনি বলেন, পৃথক সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে সহায়ক। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিচারিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিচার বিভাগের প্রধান। জানা গেছে, এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া অনুযায়ী সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে প্রধান বিচারপতির হাতে। এটি সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তরের আওতাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে না। সচিবালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা অর্থ ব্যয় অনুমোদনে প্রধান বিচারপতিকে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে এ সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রণীত এ খসড়ার ওপর ইতোমধ্যে মতামত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এখন সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারির কাজ চলছে বলে আইন মন্ত্রণালয় ও সুপ্রিম কোর্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোয়াজ্জেম হোছাইন বলেন, বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয়ের অধ্যাদেশ জারির বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এখন ৭-এর পাতায় দেখুন

আমু-আনিসুল-শাজাহানসহ ৭ জন নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর পৃথক থানার মামলায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানসহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। অন্য আসামিরা হলেনড়সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, কামাল আহমেদ মজুমদার, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের এমডি দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ। সোমবার (২১ এপ্রিল) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এর মধ্যে, রাজধানীর শাহবাগ থানাধীন এলাকায় ক্ষুদ্র ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির হত্যা মামলায় আমির হোসেন আমু, আনিসুল হক, শাজাহান খানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। একই থানার পলিটেকনিক শিক্ষার্থী ইসমাইল হোসেন রাব্বি হত্যা মামলায় আনিসুল হক, জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। এছাড়া রাজধানীর মিরপুর থানার এক মামলায় কামাল আহমেদ মজুমদার, মিরপুর মডেল থানার আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী হত্যা মামলায় তুরিন আফরোজ ও শেরে বাংলা নগর থানার এক মামলায় দিলীপ ৭-এর পাতায় দেখুন

যৌথভাবে ১০ হাসপাতাল পরিচালনা করবে স্বাস্থ্য ও রেল মন্ত্রণালয়, সমঝোতা স্মারক সই

স্টাফ রিপোর্টার : সেবার মান বাড়িয়ে রেলওয়ের ১০টি হাসপাতাল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে। সোমবার (২১ এপ্রিল) সকালে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমঝোতা স্মারকে সই করেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান। এ সময় রেলপথ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালগুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য দুই মন্ত্রণালয়ের সচিবের উদ্যোগে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে রেলপথ উপদেষ্টা জানান, সবাইকে যথাযথ চিকিৎসা সেবা দিতে রেলওয়ের ১০টি হাসপাতালকে আরও আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এছাড়া দেশের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা।

চলতি সপ্তাহেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির আশা ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ খুব শিগগিরই বন্ধের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার প্রত্যাশা, যুদ্ধরত দেশ দুটির মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন সম্ভব হবে চলতি সপ্তাহেই। অবশ্য কোন শর্ত মেনে এই চুক্তি হতে পারে, তা জানাননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সোমবার (২১ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, খুব শিগগিরই রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি চাই, এই সপ্তাহেই দুই পক্ষ একটি সমঝোতায় পৌঁছাক। একইদিন নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, দুই দেশ যদি একটি চুক্তিতে পৌঁছে যায়, তাহলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বড় ব্যবসা করতে পারবে। আর এই ব্যবসা থেকে বিশাল অংকের মুনাফা অর্জন করবে সবাই। যুক্তরাষ্ট্র এখন ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের ৮ দাবি 'অ্যাগ্রি ব্লকেড' কর্মসূচিতে খামারবাড়ির সব ফটকে তালা

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চশিক্ষার সুযোগসহ ৮ দফা দাবিতে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সব ফটক বন্ধ করে বিক্ষোভ করছেন কৃষি ডিপ্লোমার শিক্ষার্থীরা। সোমবার (২১ এপ্রিল) সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা রাজধানীর ফার্মগেটের খামারবাড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সামনে 'অ্যাগ্রি ব্লকেড' নামে এ কর্মসূচি শুরু করেন। অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষার্থীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাউকেই ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। ঢুকতে না পেরে তারা সবাই বাইরে অপেক্ষা করছেন। গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ চালানোয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে রোববার (২০ এপ্রিল) সকালে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে 'কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্র অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে এ ৭-এর পাতায় দেখুন

সোমবার দুপুরে রাজু ভাস্কর্যের সামনে প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পারভেজ হত্যার ঘটনায় হত্যাকারী সবাইকে দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা ছাত্রদল।

ইন্টারনেটের দাম কমালো সবাই, বাকি ৩ মোবাইল অপারেটর

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন করে তিন স্তরে ইন্টারনেটের দাম কমানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি বলেছেন, 'সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরগুলোতে পাইকারি পর্যায়ে ইন্টারনেটের দামও কমানো হয়েছে। এখন জাতীয় স্তরের পালা।' জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে তিনি মোবাইল ইন্টারনেটের দাম কমানোর বিষয়ে জোর দিয়েছেন। বেসরকারি তিনটি মোবাইল অপারেটর কোম্পানির কাছে মোবাইল ইন্টারনেটের দাম কমানোর দুটি প্রত্যাশিত দাবি তুলে ধরেছেন। সোমবার (২১ এপ্রিল) সকালে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এসব দাবি ৭-এর পাতায় দেখুন

কোনো অবস্থাতেই যেন ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে না আসে : আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, আর যেন কোনো অবস্থাতেই ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে না আসে। জনগণ যেন অনুধাবন করতে পারে নাগরিক হিসেবে তার সব অধিকার সুরক্ষিত আছে। সোমবার (২১ এপ্রিল) সংসদ ভবনের এলডি হলে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ ছাড়াও কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঁচটি কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করেছে খেলাফত মজলিস। খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন দলটির মহাসচিব জালাল আহমেদ এবং যুগ্ম মহাসচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়াজী। কমিশনের সহ সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, সংস্কার কমিশনগুলো গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের অধিকার নিশ্চিত এবং দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠা করা। আর যেন কোনো অবস্থাতেই ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে না আসে। পাশাপাশি জনগণ ৭-এর পাতায় দেখুন

শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শেয়ারবাজারে অব্যাহত ঢালাও দরপতন চলছে। আগের কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবারও (২১ এপ্রিল) শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতন হয়েছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার পাশাপাশি সবকটি মূল্যসূচক কমেছে। তবে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার পাশাপাশি কমেছে সবকটি মূল্যসূচক। সেইসঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। এর মাধ্যমে টানা ছয় কার্যদিবস শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতন হলো। সোমবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলে। লেনদেনের প্রথম এক ঘণ্টা সূচকের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু সকাল ১১টার পর থেকে বাজারের চিত্র বদলে যেতে থাকে। দাম বাড়ার তালিকা থেকে একের পর এক প্রতিষ্ঠান দাম কমার তালিকায় নাম লেখাতে থাকে। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের দাম কমার প্রবণতা অব্যাহত থাকে। এতে দিনের লেনদেন শেষে সব খাত মিলে ডিএসইতে ১০৩টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট দাম বাড়ার তালিকায় নাম লেখাতে পেরেছে। বিপরীতে দাম কমেছে ২৩৪টির। আর ৬০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ অথবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪৯টির শেয়ার দাম বেড়েছে এবং ১৪১টির দাম কমেছে। আর ২৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি মানের বা ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া ৩১টি কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার বিপরীতে ৪২টির দাম কমেছে এবং ১০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এছাড়া বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ার কারণে পচা 'জেড' গ্রুপে স্থান হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ২৩টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৫১টির এবং ২১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। আর ৪টি মিউচুয়াল ফান্ডের দাম বাড়ার বিপরীতে দাম কমেছে ২২টির এবং ১০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। সার্বিকভাবে দাম কামার তালিকায় বেশি প্রতিষ্ঠান থাকায় ৭-এর পাতায় দেখুন

গুলশান-বনানীতে ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর গুলশানে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্তের পর থেকে সংশ্লিষ্ট চালকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গত দুই দিন ধরে তারা বিভিন্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করলেও গতকাল সোমবার কোথাও কোথাও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সোমবার নিষেধাজ্ঞার তৃতীয় দিন সকাল থেকে গুলশান, বনানী ও আশপাশের এলাকায় অটোরিকশা চালকরা আগের থেকে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ আসছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অটোরিকশা চালকরা গুলশান-বনানীর বিভিন্ন সড়কে ও আশপাশের প্রধান সড়কে অবস্থান নিয়ে চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেন। কয়েকটি স্থানে প্যাডেলচালিত রিকশা ও বাইক চালকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। এসব ঘটনার কিছু ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ এসেছে, বনানী ২১ নং ৭-এর পাতায় দেখুন

আফতাবনগরে কোরবানির পশুর হাট না বসাতে দক্ষিণ সিটিকে চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে রাজধানীর আফতাবনগর আবাসিক এলাকায় পশুর হাট না বসাতে এবং এ সংক্রান্ত কোনো টেন্ডার না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনকে (ডিএসসিসি) চিঠি দিয়েছে জহুরুল ইসলাম সিটি সোসাইটি। সোমবার (২১ এপ্রিল) সোসাইটির নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। তারা জানান, সম্প্রতি সোসাইটির পক্ষ থেকে ডিএসসিসির প্রশাসক বরাবর একটি চিঠি দেওয়া

হয়, যা গতকাল (২০ এপ্রিল) করপোরেশনের সম্পত্তি বিভাগ গ্রহণ করে। চিঠির শুরুতেই বলা হয়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ফুল বেঞ্চ আফতাবনগর এলাকায় পশুর হাট বসানোর ওপর স্থগিতাদেশ (স্টে অর্ডার) জারি করেছিল। চিঠির সঙ্গে আদালতের রায়ের কপিও সংযুক্ত করা হয়। চিঠিতে বলা হয়, বাড্ডা থানাধীন আফতাবনগর একটি বৃহৎ আবাসিক এলাকা, যেখানে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। এখানে বিচারপতি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবীসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ এবং একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোস্টেল, হাসপাতাল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়, অতীতে হাট বসানোর কারণে এলাকাবাসীকে নানা ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে পানি লাইন স্থাপন ও পরবর্তী সময়ে তা ঠিকভাবে মেরামত না করায় অনেককে নোংরা পানি ব্যবহার করতে হয়েছে। রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকায় মৃতদেহ ৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো তুরিন আফরোজকে

স্টাফ রিপোর্টার : হত্যাচেষ্টার পর এবার হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজকে। সোমবার (২১ এপ্রিল) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার দেখান। এদিন সকাল ১০টা ৩০মিনিটে তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। আদালতে ওঠার সময় হাস্যজ্জ্বল ছিলেন তিনি। পরে কাঠগড়ার মাঝামাঝি অংশে কামাল মজুমদারের পেছনে দাঁড়ান। বৈষম্যববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় মিরপুর থানাধীন গোল চত্বর এলাকায় গুলিতে নিহত আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী। সেই হত্যা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সিআইডি পুলিশের ইন্সপেক্টর নাসির উদ্দিন সরকার। ৭-এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে বাঁধ দিচ্ছে বাংলাদেশ মহা দুঃশ্চিন্তায় ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের বিলোনিয়া সীমান্ত শহরের বিপরীতে দক্ষিণ ত্রিপুরা বরাবর মুহুরি নদীর তীরে আরেকটি বড় বাঁধ নির্মাণ করছে বাংলাদেশ সরকার। বাঁধটির কারণে মৌসুমি বন্যার শঙ্কায় ভুগছেন ওপার সীমান্তের বাসিন্দারা। ফলে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ওই এলাকায় একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে ত্রিপুরা প্রশাসন। সোমবার (২১ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে এনডিটিভি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, বর্ষার বন্যার সময় গ্রামগুলোতে বন্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে বাঁধটি। এ জন্য নির্মাণস্থল পর্যবেক্ষণের জন্য রোববার (২০ এপ্রিল) উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে ত্রিপুরার রাজ্য সরকার, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ত্রিপুরা পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের সচিব কিরণ গিত্তে। প্রতিবেদনে বলা বলেছে, পরিদর্শনের সময় দুদেশকে বিভক্তকারী মুহুরি নদীর তীরে বাংলাদেশ সরকারের নির্মিত বাঁধটির কারণে ভারতে কেমন প্রভাব পড়তে পারে, সেই বিষয়টি যাচাই করে দেখেছে প্রতিনিধিদল। ইতোমধ্যে গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা করার পরে বিলোনিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে প্রতিনিধি দলটি। কিরণ গিত্তে বলেছেন, দক্ষিণ ত্রিপুরার সদর বিলোনিয়া এবং আশপাশের গ্রামগুলোকে সুরক্ষা দিতে ভারত সরকারও বাঁধ নির্মাণ এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যেই মেরামত ও নির্মাণের সব কাজ শেষ হবে। কাজ চলবে ২৪ ঘণ্টা ধরে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কাজের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় অতিরিক্ত পাঁচজন প্রকৌশলী সেখানে নিয়োগ দেয়ার কথাও জানান তিনি। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের কর্মকর্তা আরও বলেন, ২০২৪ সালের আগস্টে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে মুহুরি নদীর পাড়ঘেঁষে নির্মিত বহু বাঁধ ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকার ইতোমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৪৩টি ক্ষতিগ্রস্ত স্থান চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরাও রয়েছে। প্রতিনিধিদলের সীমান্ত এলাকা ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

পোপ ফ্রান্সিস মারা গেছেন

৭টা ৩৫ মিনিটে ভ্যাটিকানের কাসা সান্তা মার্তা বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কার্ডিনাল ফ্যারেল বলেন, “প্রিয় ভাই ও বোনেরা, গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের পবিত্র পিতা ফ্রান্সিস প্রয়াত হয়েছেন। সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে রোমের বিশপ ফ্রান্সিস ‘পিতার ঘরে’ ফিরে গেছেন। তার পুরো জীবন ছিল প্রভু ও গির্জার সেবায় নিবেদিত।” তিনি আরও বলেন, “পোপ ফ্রান্সিস আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে বিশ্বাস, সাহস ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে গসপেলের মূল্যবোধে বাঁচতে হয়-বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে।” কার্ডিনাল ফ্যারেল বলেন, “যিশু খ্রিস্টের একজন প্রকৃত শিষ্য হিসেবে তার জীবনের জন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার আত্মাকে আমরা অসীম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করছি।” উল্লেখ্য, পোপ ফ্রান্সিস ২০১৩ সালে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ২৬৬তম পোপ হয়েছিলেন। তিনি পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের উত্তরসূরি নির্বাচিত হন। গত ১০০০ বছরে পোপ ফ্রান্সিসই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইউরোপীয় না-হওয়া সত্ত্বেও ক্যাথলিক ধর্মের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছেছিলেন। প্রসঙ্গত, ভ্যাটিকান সিটির আয়তন মাত্র ০.৪৪ বর্গকিলোমিটার। এটি ইতালির রোম শহরের মধ্যস্থলে প্রাচীরবেষ্টিত একটি এলাকা এটি। ভ্যাটিকান সিটির অভ্যন্তরে কোনও প্রাকৃতিক জলাশয়ই নেই। শহরটি মূলত একটি ছোট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত, যার নাম ভ্যাটিকান পাহাড়। ভ্যাটিকান সিটি ১৯২৯ সালে অস্তিত্ব লাভ করে। পোপ (বাংলায় ধর্মযাজক বা পাদ্রি) এখানকার রাষ্ট্রনেতা এবং তারা রাষ্ট্র শাসন করেন। ভ্যাটিকান সিটি সারাবিশ্বের রোমান ক্যাথলিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিশ্ব সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করে।

যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করতে চাওয়া

রয়েছে। ট্রাম্প সম্প্রতি চীনা পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসিয়েছেন এবং অন্যান্য দেশগুলোর জন্য ১০ শতাংশ বেজলাইন শুল্ক চালু করেছেন, যা আগামী জুলাই পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নতুন শুল্ক কার্যকর হলে কিছু চীনা পণ্যের ওপর মোট শুল্ক দাঁড়াবে ২৪৫ শতাংশ। চীন পাল্টা জবাবে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে এবং বলেছে, তারা ‘শেষ পর্যন্ত লড়বে।’

আসছে বিশেষ বিসিএস পদসংখ্যা ২

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমান। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে রেলের দশটি হাসপাতাল রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ যৌথভাবে পরিচালনা করবে। রেলওয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য এই হাসপাতালগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। এই হাসপাতালগুলো পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ হতে প্রয়োজনমতো জনবল পাওয়া না গেলে রেলপথ মন্ত্রণালয় পিএসসির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগে ব্যবস্থা নেবে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। এ সময় চিকিৎসকের সংকট আছে জানিয়ে অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, আশা করছি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হবে। এর আগে, গত ১৩ মার্চ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমান জানান, বর্তমানে চিকিৎসকদের বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর। এটাকে দুই বছর বাড়িয়ে চিকিৎসকদের জন্য বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বয়সসীমা ৩৪ বছর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বে সাম্প্রদায়িক

ভূমিকা’ শীর্ষক ঢাকা জেলা কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ধর্ম উপদেষ্টা। খালিদ হোসেন বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ, কিছু সমস্যা আছে। মন্দিরে যেমন পাথর ছোড়ে আবার মাজারেও ভাঙচুর করে। জুলাই বিপ্লব পরবর্তী সময়ে বেশ মন্দিরে যেমন হামলা চালানো হয়েছে, তেমনি ৫০টির বেশি মাজারে ভাঙচুর করা হয়েছে। এরূপ ঘটনাগুলো যতটা না সাম্প্রদায়িক তার চেয়ে বেশি পলিটিক্যাল। এই ঘটনাগুলো নিয়ে বহির্বিশ্বেও প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। তিনি আগামীদিনে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যকে আরও মজবুত ও দৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, এদেশে সবার অধিকার সমান। রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার পাবেন। এদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিটি অর্জনে সব ধর্মের মানুষের অবদান রয়েছে। শিষ্টাচার তৈরিতে ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ঘটলে শিষ্টাচার ফুলে ফুলে শতদলে শোভিত হয়। আমরা একটি নৈতিকতার পরিবেশ তৈরি করতে চাই। প্রত্যেকে তার ধর্মের মূল শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দিলে দেশে নৈতিকতার আবহ তৈরি হবে। তিনি মন্দিরভিত্তিক মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানান। প্রকল্পের শিক্ষকদের সম্মানি বৃদ্ধির দাবির বিষয়ে ধর্ম উপদেষ্টা ড. খালিদ বলেন, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষকদের সম্মানি বৃদ্ধি করা হলে এই প্রকল্পের শিক্ষকদের সম্মানিও বৃদ্ধি করা হবে। এবিষয়ে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চত্বরে যে শুচিতা ও স্নিগ্ধতা বিরাজ করে সেটা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। আদিকাল থেকেই মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডার ছায়ায় শিক্ষা কার্যক্রম চলে আসছে। এখনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় উপাসনালয় রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান তপন চন্দ্র মজুমদার ও ট্রাস্টের সচিব দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও। অন্যান্যের মধ্যে প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক নিত্য প্রকাশ বক্তব্য দেন। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ঢাকা জেলার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের শিক্ষক, জেলা প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য, শিক্ষার্থী অভিভাবক, শিক্ষা কেন্দ্রের সভাপতি/সম্পাদক, সনাতন ধর্মীয় প্রতিনিধি, হিন্দু ধর্মীয় ট্রাস্টি, সাংবাদিকসহ মোট ১৫০ জন অংশগ্রহণ করে। এ চলতি পর্বে এ পর্যন্ত ৬৪ জেলার মধ্যে চল্লিশ জেলার কর্মশালা শেষ হয়েছে।

সাবেক ডিএমপি কমিশনারসহ ৮

অস্ত্র ব্যবহার করে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। এতে শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ মাহদি হাসান জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক এবং মানিক মিয়া শাহরিক নিহত হন। ৯০ পৃষ্ঠার এ তদন্ত প্রতিবেদন ১৯৫ দিনের তদন্ত শেষে গত রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া আসামিরা হলেন ইন্সপেক্টর আরশাদ, কনস্টেবল মো. সুজন, কনস্টেবল ইমাজ হোসেন ইমন, কনস্টেবল নাসিরুল ইসলাম। এছাড়া সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ আরও কয়েকজন পলাতক রয়েছেন। তদন্তে উঠে এসেছে, পলাতক আসামি হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য আসামিরা ঘটনাস্থলে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন অথবা তা তত্ত্বাবধান করেছেন। তারা অধীনস্তদের নির্দেশ দেন, সহযোগিতা ও সহায়তার মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটনে ভূমিকা রাখেন। এছাড়া তারা এসব অপরাধ সংঘটন থেকে অধীনস্তদের বিরত রাখেননি বা পরবর্তী সময়ে কোনও ব্যবস্থাও নেননি। এসব কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রসিকিউটর জানান, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট ৭৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সংযুক্ত আছে ১৯টি ভিডিও, ১১টি পত্রিকার প্রতিবেদন, দুটি অডিও, ১১টি বই ও প্রতিবেদন এবং ছয়টি মৃত্যু সনদ রয়েছে।

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে যদি এসব নিষিদ্ধ সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে পিএসসির সব নিয়োগ পরীক্ষার জন্য তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।

লিখিত পরীক্ষায় মানতে হবে যেসব নির্দেশনা:

১. পরীক্ষার হলে বইপুস্তক, ঘড়ি, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন না। ২. পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে প্রবেশপত্র এবং মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে মুঠোফোন, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ নিষিদ্ধ সামগ্রী তল্লাশির মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হবে।

৩. পরীক্ষার দিন উল্লিখিত নিষিদ্ধ সামগ্রী সঙ্গে না আনার জন্য সব পরীক্ষার্থীর মুঠোফোনে এসএমএস পাঠানো হবে। এসএমএসের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। ৪. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, কান খোলা রাখতে হবে। কানে কোনো ধরনের হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শপত্রসহ আগেই কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে। উল্লেখ্য, ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় গত বছরের ৯ মে। এ ধাপের মাধ্যমে ১০ হাজার ৬৩৮ প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয় লিখিত ধাপের পরীক্ষার জন্য। পরবর্তীতে সম্ভাব্য বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নির্বাচিত প্রার্থীদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচনা করে আবার ফল ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানে উত্তীর্ণ হন ২১ হাজার ৩৯৭ জন। আগের ১০ হাজার ৬৩৮ জন প্রার্থীর সঙ্গে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নতুন করে সুযোগ পান আরও ১০ হাজার ৭৫৯ জন প্রার্থী। ৪৬তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এর মধ্যে সহকারী সার্জন পদে ১ হাজার ৬৮২ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৬ জন নেওয়া হবে। এরপর সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে শিক্ষা ক্যাডারে। বিভিন্ন বিষয়ে এ ক্যাডার থেকে বিসিএস শিক্ষায় ৫২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

কৃষিপণ্য সরবরাহে উৎসে কর

আন্দোলনের মুখে পতন ঘটে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের। ওই সময় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৪৯ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি কমে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ হলেও অক্টোবরে তা আবার দুই অঙ্কের ঘর ছাড়ায়। বাজার নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন পণ্যে শুল্ক-কর হ্রাসসহ নানা পদক্ষেপে গত জানুয়ারি মাসে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের নিচে নেমে আসে। এ অবস্থায় বাজার সহনীয় রাখতে আগামী বাজেটে কমানো হতে পারে কৃষিপণ্য সরবরাহের উৎসে কর। এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, ধান, চালসহ সব ধরনের কৃষিপণ্য সরবরাহে উৎসে কর হবে দশমিক ৫ শতাংশ। এনবিআর সংশ্লিষ্টরা জানান, ধান, চাল, গম, ভুট্টা, পাটসহ নানা ধরনের কৃষিপণ্যের ব্যবসায় ব্যাপকভাবে জড়িয়েছে বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো। সাধারণত এক শ্রেণির এজেন্টের মাধ্যমে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে কোম্পানিগুলো। আবার সরকারও মজুত রাখতে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ করে। এই প্রক্রিয়ায় যারা সরবরাহকারী তাদের কাছে উৎসে কর আদায় করে এনবিআর। এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, সরবরাহকারী কৃষক আলাদা। ফলে কর থাকলে কৃষকের ওপরও প্রভাব পড়বে না। উৎসে কর তুলে দিলে এজেন্ট গোষ্ঠী করের আওতার বাইরে চলে যাবে। জানতে চাইলে এনবিআরের শীর্ষ এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, ‘সাধারণ মানুষের স্বস্তির বিষয়টি বিবেচনা করে এবারের বাজেট প্রণয়নের চিন্তা-ভাবনা চলছে। ভোক্তা যাতে কম খরচে পণ্যটি পেতে পারে সে জন্য কৃষিপণ্য সরবরাহে উৎসে কর আমরা কমানোর প্রস্তাব করবো।’ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী এই কর পুরোপুরি প্রত্যাহার সম্ভব নয় জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বড় বড় কোম্পানির কয়েক হাজার নিজস্ব সরবরাহকারী আছেন। তারা তাহলে করের আওতা থেকে বাদ যাবেন। কৃষক ও সরবরাহকারী যেহেতু আলাদা, সামান্য উৎসে কর এ সরবরাহে প্রভাব পড়বে না।’ তবে এ খাতে উৎসে কর কমানো নয়, পুরোপুরি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার মোল্লাহ আসেফ হোসেন। তিনি বলেন, ‘কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫০ বা শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ নয়, আমরা পুরোটাই প্রত্যাহার চাই। কেননা কৃষিপণ্য আমরা হাটবাজার থেকে সংগ্রহ করি। সেখানে উৎসে কর কর্তনের কোনো সুযোগই নেই।’ বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসান বলেন, ‘আমরা খুচরা বাজার থেকে নগদে পণ্য কিনি। সেখানে আসলে উৎসে কর কর্তন সম্ভব নয়। কারণ বিক্রেতা বা কৃষকদের টিআইএন নেই। তারা আয়করের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ কারণে কৃষিপণ্যের সরবরাহে এই করটা না থাকলেই ভালো।’ বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশনও (বাপা) কৃষিপণ্য সরবরাহে উৎসে কর প্রত্যাহার চায়। বাপার সভাপতি আবুল হাশেম বলেন, ‘কৃষিপণ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমদানি পর্যায়ে উৎসস্থলে কর কর্তন অব্যাহতি রয়েছে। অথচ প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকদের ওপর স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উপকরণ সংগ্রহের পরিবর্তে আমদানিনির্ভর হয়ে পড়লে এদেশে কৃষি বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।’ তিনি বলেন, ‘চাতাল মালিক, আড়তদার কিংবা মিলাররা প্রোপাইটরশিপ ব্যবসায়ী। তারা উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ নয়। তারা বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য কর কর্তন ব্যতিরেকে কেনে। উৎসে কর এড়াতে লিমিটেড কোম্পানির কাছে কেউ কৃষিপণ্য বিক্রি করতে চায় না। এতে কৃষি শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার সরাসরি কৃষক বা আড়তদারদের কাছ থেকে কেনা পণ্যের মূল্য নগদে পরিশোধকালে উৎসস্থলে কর আদায় করার কোনো সুযোগ নেই। এসব কারণে আমরা উৎসে কর পুরোপুরি প্রত্যাহার চাইছি।’

৩৩ বছরে রাষ্ট্রপতিরা কতজনের দণ্ড

করেছেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা পেয়ে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়া অপরাধীরা জেল থেকে বেরিয়ে আবার মাফিয়া ডন হিসেবে সমাজে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতি কোন প্রক্রিয়ায় সাজাপ্রাপ্তদের দণ্ড মওকুফ করেন, দণ্ড মওকুফের মানদণ্ড কী, সেটা মানুষের জানা দরকার। কিন্তু, নোটিশের জবাব না পেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক।

ডিবির হাতে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগসহ

৩২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বাবু আহাম্মেদ (৫৫), ২২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল খালেক (৫৫) এবং কলাবাগান থানা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. কবির হোসেন (৪৮)। ডিবি সূত্রে জানায়, রোববার সকাল থেকে রাত ৩টার মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। নানাভাবে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সাবেক এমপি আনার হত্যা মামলার

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবু, মোস্তাফিজুর রহমান ও ফয়সাল আলী। তাদের মধ্যে মিন্টু ছাড়া ছয়জনই দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। বর্তমানে আসামিরা কারাগারে রয়েছেন। বাড়ি থেকে বেরোনোর পাঁচ দিন পর গত বছরের ১৮ মে কলকাতার বরাহনগর থানায় আনোয়ারুল আজীম নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন তার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। এরপরও খোঁজ মেলেনি তিন বারের এ সংসদ সদস্যের। ২২ মে হঠাৎ খবর ছড়ায়, কলকাতার পার্শ্ববর্তী নিউটাউন এলাকায় সঞ্জীবা গার্ডেনস নামে একটি আবাসিক ভবনের বিইউ ৫৬ নম্বর রুমে আনোয়ারুল আজীম খুন হয়েছেন। ঘরের ভেতর পাওয়া যায় রক্তের ছাপ। তবে ঘরে মেলেনি লাশ। এ ঘটনায় ২২ মে ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৯ মে রাত ৮টার দিকে আমার বাবা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের সংসদ সদস্য ভবনের বাসা থেকে গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১১ মে ৪টা ৪৫ মিনিটে বাবার সঙ্গে মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বললে বাবার কথাবার্তায় কিছুটা অসংলগ্ন মনে হয়। এরপর বাবার মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলে বন্ধ পাই। ১৩ মে আমার বাবার ভারতীয় নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ আসে। মেসেজে লেখা ছিল ‘আমি হঠাৎ করে দিল্লি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে ভিআইপি আছে। আমাকে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। পরে ফোন দেবো। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বাবার খোঁজখবর করতে থাকি। কোনও সন্ধান না পেয়ে বাবার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস কলকাতার বরাহনগর পুলিশ স্টেশনে সাধারণ ডায়েরি করেন। বাবাকে খোঁজাখুঁজি অব্যাহত রাখি। পরবর্তীতে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানতে পারি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাবাকে অপহরণ করেছে। বাবাকে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও পাইনি। এছাড়া আরও কয়েকটি মেসেজ আসে। মেসেজগুলো বাবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অপহরণকারীরা করে থাকতে পারে, এজাহারে উল্লেখ করেন ডরিন।

লন্ডনে বিয়ের অনুষ্ঠানে আওয়ামী

সাবেক নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও সিলেট-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস?্য হাবিবুর রহমান হাবিব। দেশে গণহত্যা ও দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগে তাদের নামে রয়েছে অসংখ্য মামলা। তবে তারা কবে কোন পথে লন্ডনে পাড়ি জমালেন, সে ব্যাপারে কোনো তথ্যই জানা যায়নি। তাদের ছবি এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে বেশ হাসিখুশি ছিলেন তারা। তারা বিয়েতে আসা নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন, অনেকের সঙ্গে ছবি তোলেন। এর আগে হাসান মাহমুদ, আব্দুর রহমান, শফিকুর রহমানের কফির আড্ডার ছবি ভাইরাল হয়।

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন পুনর্গঠন

কষ্ট ও পরিশ্রম করে এই প্রতিবেদন তৈরি করছেন, সে জন্য? তাদের ধন?্যবাদ জানাই। এই প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের আগে জনসমক্ষে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা দরকার। সুপারিশগুলো নিয়ে প্রকাশ?্য আলোচনা, সমালোচনা, যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সুযোগ রাখা দরকার। এবি পার্টি জানায়, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনটি ইনক্লুসিভ (অন্তর্ভুক্তিমূলক) ছিল না, এতে বিশেষ চিন্তা ও দর্শনের সদস?্যরাই কেবল অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমাদের বহুমাত্রিক নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব এই কমিশনে না থাকায় পুরো সংস্কার প্রস্তাবনাই একপেশে ও বিতর্কিত হিসেবে বিবেচিত হবে। দলটির প্রশ্ন, কোন সুপারিশগুলো অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়ন করবে? কোনগুলো পরবর্তী নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করবে? কোন সুপারিশগুলোর মাধ্যমে নারী আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। দুই শীর্ষনেতা বলেন, সুপারিশমালায় বিয়ে-তালাক, উত্তরাধিকারে সমান অধিকার, বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা, যৌনপেশাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত না করা, শ্রম আইন সংশোধন করে যৌনকর্মীদের মর্যাদা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করাসহ বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল?্যবোধের বিবেচনায় খুবই সংবেদনশীল। বিবৃতিতে বলা হয়, এসব বিষয়ে অতীতেও পাশ্চাত্য সমাজ সংস্কৃতির আদলে বহু পরিবর্তন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে কিন্তু আমাদের সমাজ কাঠামো ও ধর্মীয় ঐতিহ্যভিত্তিক ব?্যবস্থাপনাকে উত্তম হিসেবে সংখ?্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিবেচনা করেছে। অতএব বর্তমান সময়ে এ ধরনের প্রস্তাব আলোচনা নতুন করে এনে বিতর্ক ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেওয়া মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সুপারিশে ধর্ষণের শিকার হওয়া অন্য লিঙ্গের মানুষের বিচার ও আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিতে আইনে ধর্ষণ ধারায় সংস্কার আনা, যেকোনও উপস্থাপনায় অহেতুক নারীর প্রসঙ্গ টেনে নারীবিদ্বেষী বয়ান, বক্তব্য ও ছবি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা, নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি নেওয়া, সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছয় মাস ছুটি দেওয়া এবং পূর্ণ বেতনসহ পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া, প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ যেসব প্রয়োজনীয় সুপারিশ রয়েছে আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। দুই নেতা বলেন, সংস্কার কমিশনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করে পুণর্গঠন ও সংস্কার প্রস্তাবের বিতর্কিত অংশ এবং সুপারিশগুলো বাদ দিয়ে পুরো প্রতিবেদনটি পরিমার্জন করা দরকার। এবি পার্টি বলে, ২০১৩ সালে নারী নীতিমালার নাম করে যে উদ্ভট প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল, তা অনেকেরই স্মৃতিতে বিদ্যমান। সে সময় এটাকে কেন্দ্র করে অযথা একটা সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা আশা করি, সরকারসহ সব মহলের সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। দলটি মনে করে, জাতীয় সংসদকে ৬০০ আসনে উন্নীত করা ও নারীদের জন্য ৩০০ আসন সংরক্ষিত করে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাবটি খুবই বিপ্লবী প্রস্তাবনা। রাজনৈতিক দলগুলোতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব সংরক্ষণের নির্দেশনা এখনও কোনও দল পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে পারেনি। সে বিবেচনায় নির্বাচন সংস্কার কমিশন ১০০ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের যে প্রস্তাব দিয়েছে তা পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নের মধ?্য দিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে অগ্রসর হতে পারি।

প্রধান উপদেষ্টার কাতার সফরে

বক্তব্য রাখবেন। আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজকরা জানিয়েছেন ‘উত্তরাধিকার গড়ে তোলা: স্থায়িত্ব, উদ্ভাবন এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান’-শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে এবারের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কাতারের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অনন্য বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল উষ্ণ এবং শুষ্ক পরিবেশে স্থায়িত্বকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হবে এই সম্মেলনে। এই শীর্ষ সম্মেলনটি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতিগুলো কীভাবে আধুনিক স্থায়িত্বকে আরও স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গঠন করতে পারে তা অন্বেষণ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে।উল্লেখ্য, আর্থনা সেন্টার ফর এ সাসটেইনেবল ফিউচার (আর্থনা) হলো একটি অলাভজনক নীতি গবেষণা এবং অ্যাডভোকেসি সেন্টার, যা কাতার ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই সম্মেলন থেকে পরিবেশগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতির প্রচার করা হবে।

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও গভীর

করেন। গভর্নর ইউবো জানান, ইউনান প্রদেশের একটি চীনা ব্যাংক ইতোমধ্যে ড. ইউনূস প্রবর্তিত ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। চীনের বহু মানুষ এই পদ্ধতির সুফল ভোগ করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুই দেশের মধ্যে সামাজিক লক্ষ্যগুলোর মিল থাকার কথাও উল্লেখ করেন। এ সময় পেশাগত প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল ও ভাষা শিক্ষা এবং সামুদ্রিক খাবার, আম ও কৃষিপণ্যসহ বিভিন্ন খাতে বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে এবং আমাদের অঞ্চলগুলোকে আরও কাছাকাছি আনতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা গভর্নরের সব প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বলেন, আমরা এগুলো আগের চেয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরা ঘনিষ্ঠ অংশীদার এবং প্রকৃত বন্ধু হতে চাই। স্বাস্থ্য খাত নিয়ে ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশি রোগীদের জন্য চীনের কুনমিংয়ে চারটি হাসপাতাল নির্ধারণসহ চিকিৎসা পর্যটন চালু করতে চীনের সহযোগিতা নতুন এক অধ্যায় তৈরি করেছে। এই সহযোগিতা আমাদের অংশীদারত্বের এক নতুন সূচনা। চীনে সাম্প্রতিক সফরের বিষয়ে তিনি বলেন, এই সফর ছিল দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। গভর্নর ইউবো বলেন, আমার এই সফরের লক্ষ্য হলো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা।

গোপালগঞ্জে শেখ রাসেল শিশু কিশোর পরিষদ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জে শেখ রাসেল শিশু কিশোর পরিষদ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শিমুল হাসানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোটালীপাড়া থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ। ওসি জানান, গত রোববার দিবাগত রাতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার ঘাঘর বাজার এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিমুল হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তার শিমুলকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গতকাল সোমবার গোপালগঞ্জ সদর থানায় পাঠানো হয়েছে। সদর থানা পুলিশ তাকে আদালতে পাঠাবে। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু, আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বজ্রপাতে এক কৃষক মারা গেছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই কৃষক। তারা পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের চরকাওনা মইষাকান্দা এলাকায় বৃষ্টির সঙ্গে হঠাৎ বজ্রাঘাত শুরু হলে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া আবু তাহের মিয়া (৪৮) মইষাকান্দা গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে। পাকুন্দিয়া থানার ওসি সাখাওয়াৎ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার সকালে আবু তাহের মিয়াসহ তিন জন কৃষক বাড়ির পাশে কৃষি জমিতে কাজ করতে যান। সকাল ৭টার দিকে বৃষ্টি শুরু হলে জমিতে সেচ দেওয়ার মেশিনের টিনের ঘরে তারা আশ্রয় নেন। এ সময় বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রাঘাত হলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাহের মিয়ার। এ ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা বাকি দুই জন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। তিনি আরও জানান, বর্তমানে আহত দুই জন সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতের লাশ উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নতুন মামলায় আমুসহ গ্রেপ্তার ৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কয়েকটি থানার পৃথক মামলায় আওয়ামী প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমুসহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। অন্য আসামিরা হলেন, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, কামাল আহমেদ মজুমদার, আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগারওয়াল ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ। গতকাল সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান শুনানি শেষে তাদের গ্রেপ্তার আবেদন মঞ্জুর করেন। রাজধানীর শাহবাগ থানাধীন এলাকায় ক্ষুদ্র জুট ব্যবসায়ী মো. মনির হত্যা মামলায় আমীর হোসেন আমু, আনিসুল হক, শাজাহান খান, একই থানাধীন পলিটেকনিক শিক্ষার্থী ইসমাইল হোসেন রাব্বি হত্যা মামলায় আনিসুল হক, জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। এছাড়া রাজধানীর মিরপুর থানার এক মামলায় কামাল আহমেদ মজুমদার, অন্য আরেক মামলায় তুরিন আফরোজ ও শেরে বাংলা নগর থানার এক মামলায় দিলীপ কুমার আগারওয়ালকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

পাহাড়ে সন্ত্রাসীদের গোপন আস্তানায় সেনাবাহিনীর অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : খাগড়াছড়ি থেকে অপহৃত পাঁচ শিক্ষার্থীকে উদ্ধারের লক্ষ্যে গতকাল সোমবার ভোরে জেলার ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের (পূর্ণকারবারি পাড়া) এলাকায় অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। অভিযানে ইউপিডিএফের (মূল) সন্ত্রাসীদের একটি গোপন আস্তানার সন্ধান পায়। সেনা সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তিন জোড়া পোশাক ও ১৯টি ইউনিফর্মের প্যান্ট, পিস্তলের গুলি, একটি ল্যাপটপ, কয়েকটি ওয়াকিটকি, দুটি মোবাইল ফোন, একটি মাইক্রোফোন, একটি ক্যামেরা, একটি প্রিন্টার, সেলাই মেশিন, তাঁবু, নেট, জিম্মি ধরে রাখার লোহার চেন, ক্যাপ, খাবারের তৈসজপত্র ও খাবারের কাঁচামাল, প্রোপাগান্ডা সামগ্রী, সন্ত্রাসীদের চাঁদা আদায়ের রশিদসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পূর্ণকারবারি পাড়ার কারবারি জানায়, এটি ইউপিডিএফের সমন্বয়ক অংগ্য মারমার একটি অস্থায়ী গোপন আস্তানা। এটি অন্য সাধারণ ঘরের মতোই দেখতে। তালা বন্ধ দেখে সেনাবাহিনীর সন্দেহ হলে পাড়ার লোকজনের সাহায্যে তালা ভেঙে ঘর তল্লাশি করে উল্লেখিত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। অপহরণের শিকার কাউকে না পাওয়া গেলেও নিরাপত্তা বাহিনী জানায়, তাদের উদ্ধারে প্রয়োজনে প্রতি ইঞ্চি জমি তল্লাশি করা হবে। উল্লেখ্য, গত ১৬ এপ্রিল খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে অপহরণ করা হয়। অপহরণের অভিযোগ তোলা হয় ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে। যৌথ বাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে, পাহাড়ের শান্তি বিনষ্টকারী ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি প্রদানকারী সব সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চলমান থাকবে।

আসামি গ্রেপ্তারে পূর্বানুমতির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা রিটের শুনানি বুধবার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি বিষয়ে অফিস আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের শুনানির জন্য আগামীকাল বুধবার দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। গতকাল সোমবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিট আবেদনটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে বলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের পক্ষে স্বাক্ষরিত অফিস আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গত রোববার হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. জসিম উদ্দিন। রিটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিব, পুলিশের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল ডিএমপির এক অফিস আদেশে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজাহার নামীয় আসামির সংখ্যা বেশি। এসব মামলার এজাহারনামীয় কিংবা তদন্তে প্রায় আসামি গ্রেপ্তারের নিমিত্তে উপযুক্ত প্রমাণসহ (ভিকটিম/বাণী/প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, ঘটনা সংশ্লিষ্ট ভিডিও/অডিও/স্থির চিত্র ও সিডিআর ইত্যাদি) অবশ্যই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গ্রেপ্তার করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বৈষম্যবিরোধী মামলার এজাহারনামীয় কিংবা তদন্তে প্রাপ্ত কোনও আসামি গ্রেপ্তার না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ তদন্তে এনসিপির কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ তদন্তের জন্য ১২ সদস্যের ‘শৃঙ্খলা কমিটি’ গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। ১৯ এপ্রিল এনসিপি’র তৃতীয় সাধারণ সভার নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিটি অনুমোদন দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন। এতে কমিটির প্রধান করা হয়েছে অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল-আমিনকে। আর সদস্য হিসেবে রয়েছেন- ডা. তাজনূভা জাবীন, অর্পিতা শ্যামা দেব, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, মীর আরশাদুল হক, ফারহাদ আলম ভুঁইয়া, অ্যাডভোকেট আলী নাছের খান, আকরাম হোসেন (রাজ), আরমান হোসাইন, মো. আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল, সানাউল্লাহ খান ও সাইয়েদ জামিল। গত রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় এনসিপির যুগ্ম আহবায়ক (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা বিজ্ঞপ্তিতেতে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

রাজাকাররা ক্ষমতায়, মুক্তিযোদ্ধারা জেলখানায়: শাজাহান খান

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর শাহবাগ থানার মো. মনির হত্যা মামলায় সাবেক নৌমন্ত্রী শাহজাহান খানকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার হাজত খানা থেকে আদালতের কাঠগড়ায় নেওয়ার পথে তিনি বলেন, রাজাকার থাকে ক্ষমতায়, আর মুক্তিযোদ্ধারা জেলখানায়। গতকাল সোমবার বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্যদের সঙ্গে শাহজাহান খানকে আদালতে এনে হাজত খানায় রাখা হয়। এরপর সকাল সাড়ে ১০টায় হাজত খানা থেকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালতে আনা হয় তাকে। আদালতে আনার পথে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, রাজাকাররা ক্ষমতায়, মুক্তিযোদ্ধারা জেলখানায়। নির্বাচনের বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, অবশ্যই নির্বাচন করবো। পরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় শাহবাগে জুট ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় শাজাহান খানকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও শাহবাগ থানার মাইনুল ইসলাম খান পুলক। আদালত গ্রেপ্তারের আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর হাজতখানায় নিয়ে যাওয়ার পথে শাজাহান খান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, তোমরা কিছু বলো না। শুধু আমাকে দিয়ে বলাতে চাও। এ সময় আবারও বলেন, রাজাকাররা ক্ষমতায়, মুক্তিযোদ্ধারা জেলখানায়। গত রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দুই পুলিশ সদস্যকে হুমকি দেন শাজাহান খান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, আমি সত্য বলেছি। যা ঘটেছে তাই বলেছি। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সঙ্গে অবিচার করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট শাহবাগ থানার চানখারপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র জুট ব্যবসায়ী মো. মনির। দুপুরে আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী গত ১৪ মার্চ শাহবাগ হত্যা মামলা করেন। গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর দিবাগত মধ্যরাতে ধানমন্ডির বাসা থেকে শাজাহান খানকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ। এরপর একাধিক মামলায় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়।

কুড়িগ্রামে আওয়ামী লীগের ৩১ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামে ‘নাশকতা বিরোধী’ অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় আওয়ামী লীগের ৩১ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার সকাল ১০টা থেকে গতকাল সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সোমবার জেলা পুলিশ থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। জেলা পুলিশ জানায়, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে বিগত সময়ে কুড়িগ্রাম জেলায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৩১ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে রৌমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শৌলমারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, উলিপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রচারণা সম্পাদক ও কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক নির্মল চন্দ্র রায়, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা ফরহাদ হোসেন মোল্লা, সদরের মোগলবাসা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তাফসির আহমেদ, কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম রয়েছেন। এ ছাড়াও রাজারহাট, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী ও রাজিবপুর উপজেলা থেকেও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলা পুলিশের মিডিয়া অফিসার ও গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) ওসি বজলার রহমান বলেন, ‘নাশকতা বিরোধী বিশেষ অভিযানে জেলায় ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা সবাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী। তারা জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী, সহযোগী ও পরিকল্পনাকারী। এই অভিযান নিয়মিত চলমান থাকবে।

বাংলাদেশে ঢুকে জলকেলি উৎসব করে গেছেন আরাকান আর্মির সদস্যরা

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের থানচির রেমাক্রি ইউনিয়নের ঝিরিমুখ এলাকায় জলকেলি উৎসব করেছে আরাকান আর্মির সদস্যরা। এ সময় অনুষ্ঠানে বিজিবি সদস্যদেরও নির্বিকার থাকতে দেখা গেছে। এর কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগা?যোগমাধ?্যমে ভাইরাল হ?য়ে?ছে। গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল পাহাড়িদের নিয়ে আরাকান আর্মির সদস্যরা এ জল?কে?লি উৎসবে অংশ নেন। স্থানীয়রা জানান, বান্দরবান সীমান্তের ১০ কিলোমিটার ভেতরে আরাকান আর্মির সদস্যরা অনুপ্রবেশ ক?রে। প?রে তারা থানচি উপজেলার তিন্দু ইউনিয়নের রেমাক্রি ঝি?রিমুখ এলাকায় স্থানীয় পাহাড়িদের নিয়ে গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল জল?কে?লি উৎসবে অংশ নেন। উৎসব শেষে আরাকান আর্মির সদস্যরা সামাজিক মাধ্যমে এটি শেয়ার করে। তারা আরও জানান, বান্দরবানের থানচির রেমাক্রি মুখ এলাকায় মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি ও তাদের রাজনৈতিক শাখা ইউনাইটেড লীগ অফ আরাকানের (ইউএলএ) অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে আরাকান ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল নামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবিতে দেখা গেছে, উৎসবে আরাকান আর্মির ইউনিফর্মধারী ও অস্ত্রধারী সদস্যরা প্রকাশ্যে অংশ নেন এবং মঞ্চে অবস্থান করেন। অনুষ্ঠানের আশে পাশে ছিল রাখাইনের ইউএলএ ও আরাকান আর্মির পতাকা। আর এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি মারমা ও অন্য স্থানীয় পাহাড়ি সম্প্রদায় ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিতি ছিলেন। ঘটনাস্থলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদেরও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। তবে জাতীয় নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্যই সেখানে বিজিবি সদস্যরা অবস্থান করেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও স্থানীয় রেমাক্রি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মুইশৈ থুই মারমা ও তিন্দু ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মং প্রু অংকেও অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অনেক দিন ধরে আমরা এ ধরনের একটি সম্মিলিত মিলনমেলার আয়োজনের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে আরাকান আর্মির সহায়তায় আমরা স্বাধীনভাবে এই উৎসবের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। এ সময় আগত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তারা বলেন, এখন সময় এসেছে আমা?দের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। অতীতে আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ ঐক্য। আসুন সব বিভেদ ভুলে আমরা একত্রিত হই এবং সম্মিলিতভাবে সামনে এগিয়ে যাই। এ বিষয়ে বান্দরবানের পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার বলেন, আরাকানরা বান্দরবানের থান?চি?তে বৈসা?বি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে এমন একটি তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। তবে বিষয়টি কতটুকু সত্য তা উদঘাটন করতে আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে। জায়গাটি দুর্গম, তাই তথ্য উদঘাটনে সময় লাগবে। সেখানে দায়িত্বে থাকা এক কর্মকর্তা বলেন, রেমাক্রি এলাকায় আগে থেকেই আরাকানদের বসতবাড়ি রয়েছে। মিয়ানমারে যুদ্ধ চলাকালে আহত আরাকানরা সেখানেই অবস্থান নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছে।

এবার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তুরিন আফরোজ

স্টাফ রিপোর্টার : হত্যাচেষ্টার পর এবার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজকে। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেপ্তার দেখান। এদিন সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। আদালতে ওঠার সময় হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন তিনি। পরে কাঠগড়ার মাঝামাঝি অংশে কামাল মজুমদারের পেছনে দাঁড়ান। বৈষম্যববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় মিরপুর থানাধীন গোল চত্বর এলাকায় গুলিতে নিহত আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সিআইডি পুলিশের ইন্সপেক্টর নাসির উদ্দিন সরকার। পরে আদালত তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। গত ৭ এপ্রিল রাতে উত্তরার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তুরিন আফরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আব্দুল জব্বার নামে এক শিক্ষার্থীকে হত্যাচেষ্টা মামলায় ৮ এপ্রিল তার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে ১২ এপ্রিল তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আওয়ামী সরকারের পতনের দিন ৫ আগস্ট মিরপুর গোলচত্বর এলাকায় গুলিতে নিহত হন আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী। এ ঘটনায় তার বাবা আল আমিন পাটোয়ারী মিরপুর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন।

সীমান্তে বাঁধ দিচ্ছে বাংলাদেশ

পরিদর্শনের সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এনডিটিভির দাবি, এর আগেও উত্তর ত্রিপুরার উনাকোটি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় একইভাবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই বাঁধের কারণে বর্ষার সময় কৈলাশহর শহর ও আশপাশের গ্রামগুলোতে প্লাবনের আশঙ্কা বাড়ছে।

গুলশান-বনানীতে ব্যাটারিচালিত

রোডে দুই জন প্যাডেলচালিত রিকশাচালককে খালের পাশে ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। এসব ঘটনায় স্থানীয় জনতা ও ব্যবসায়ীদের মাঝেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তারাও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। গুলশান ও বনানীর কয়েকটি এলাকায় স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে কিছু বিক্ষুব্ধ অটোচালকরা এসে যেখানে প্যাডেলচালিত রিকশারচালকদের দেখছেন তাদের ওপর চড়াও হচ্ছেন। এ সময় আশপাশে থাকা বাইকরা বাধা দিলে তাদের ওপরও চড়াও হন অটোরিকশাচালকরা চালকদের দাবি, রাজধানীর অন্যান্য এলাকার মতো গুলশান-বনানীতেও তাদের চলাচলের সুযোগ থাকা উচিত। তারা চাইছেন, নিয়মের আওতায় এনে তাদেরকে চলাচলের সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে কর্মসংস্থানের পথটি বন্ধ না হয়। প্রসঙ্গত, গত ১৯ এপ্রিল থেকে গুলশানে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধ করা হয়। এর আগে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট রঙের ও নিবন্ধিত প্যাডেলচালিত রিকশা চলতে পারত গুলশানে। তবে গত কয়েক মাস ধরে বাইরের ব্যাটারিচালিত রিকশা এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করলে যানজট ও বিশৃঙ্খলা বাড়ে বলে স্থানীয়রা জানান। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি), গুলশান সোসাইটি ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) যৌথভাবে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়।

আফতাবনগরে কোরবানির পশুর হাট

দাফনে বিলম্ব ঘটে। হাট শেষে মাসের পর মাস ময়লা-আবর্জনা না সরানোয় দূষণ ও মশার উপদ্রব বেড়ে যায়। এছাড়া রামপুরা ব্রিজ ও প্রধান সড়কে ভয়াবহ যানজট সৃষ্টি হয়। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, এসব দুর্ভোগের প্রেক্ষিতে এলাকাবাসী ঈদুল আজহা-২০২৪ এর আগে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করে এবং আদালত আফতাবনগরে পশুর হাট বসানোর ওপর স্থগিতাদেশ দেন। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগেও ওই আদেশ বহাল থাকে এবং ২০২৪ সালের কোরবানির ঈদে দুই সিটি করপোরেশনই হাটের টেন্ডার বাতিল করে। চিঠিতে, আদালতের আদেশ ও পূর্বের অভিজ্ঞতা বিবেচনায়, আসন্ন কোরবানির ঈদ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আফতাবনগর এলাকায় কোনো পশুর হাট বসানোর অনুমতি না দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো

পরে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন। গত ৭ এপ্রিল রাতে উত্তরার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তুরিন আফরোজকে গ্রেফতার করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আব্দুল জব্বার নামে এক শিক্ষার্থীকে হত্যাচেষ্টা মামলায় ৮ এপ্রিল তার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে ১২ এপ্রিল তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আওয়ামী সরকারের পতনের দিন ৫ আগস্ট মিরপুর গোলচত্বর এলাকায় গুলিতে নিহত হন আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী। এ ঘটনায় তার বাবা আল আমিন পাটোয়ারী মিরপুর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন।

কোনো অবস্থাতেই যেন ফ্যাসিবাদী

যেন অনুধাবন করতে পারে নাগরিক হিসেবে তার সব অধিকার সুরক্ষিত আছে। তিনি বলেন, আর যেন কেউ গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার না হয়। মানুষ যেন তার জীবনাচরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি না হয়। আইনের শাসন যেন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করতে পারে।

আমু-আনিসুল-শাজাহানসহ ৭ জন

কুমার আগারওয়ালাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মামলা সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৫ অগাস্ট শাহবাগ থানাধীন চানখারপুল এলাকায় ছাত্রজনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির। দুপুরে গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী গত ১৪ মার্চ বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। আনোয়ার হোসেন হত্যা মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বৈষম্যববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আওয়ামী সরকারের পতনের দিন ৫ অগাস্ট মিরপুর গোলচত্বর এলাকায় গুলিতে নিহত হন আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী। এ ঘটনায় তার বাবা আল আমিন পাটোয়ারী মিরপুর মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতন

ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ২৯ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৪৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১২৬ পয়েন্টে নেমে গেছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৯ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৮৬৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সবকটি মূল্যসূচক কমলেও ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৩৫৯ কোটি ৪ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৫১ কোটি ৮ লাখ টাকা। সে হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ৭ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। এ লেনদেনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বিচ হ্যাচারির শেয়ার। টাকার অঙ্কে কোম্পানিটির ২৩ কোটি ৪২ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১৫ কোটি ৩২ লাখ টাকার। ১২ কোটি ৩১ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- শাহিনপুকুর সিরামিক, উত্তরা ব্যাংক, শাহজিবাজার পাওয়ার, বেক্সিমকো ফার্মা, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্ট, ফাইন ফুডস এবং দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স। অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ৬২ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৯৮ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৫টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১১৫টির এবং ৩৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৩ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

চলতি সপ্তাহেই ইউক্রেন-রাশিয়া

উন্নতির পথে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে ওয়াশিংটন। রাশিয়া ও ইউক্রেন-দুই দেশের সঙ্গেই সমঝোতার পথ খুঁজতে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন চালানোর পর থেকেই যুদ্ধ চলছে দুদেশের মধ্যে। এতে উভয় পক্ষেই ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে। তিন বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চললেও এখন পর্যন্ত কোনও স্থায়ী শান্তিচুক্তি হয়নি দুইপক্ষের মধ্যে।

ইন্টারনেটের দাম কমালো সবাই

তুলে ধরেন। ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন থেকে সরকারি মোবাইল সেবা কোম্পানি টেলিটক ১০ শতাংশ মূল্য ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছিল। সরকার আশা করে অতি দ্রুতই তিনটি বেসরকারি মোবাইল অপারেটর কোম্পানি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে মোবাইল ইন্টারনেটের মূল্য পতনের ঘোষণা দেবে। সরকার এখানে দুই ধরনের মূল্যছাড় আশা করে বলেও জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টার এ বিশেষ সহকারী সেই দুটি প্রত্যাশিত দাবিও তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন, 'প্রথমত মার্চ মাসে এসআরও অ্যাডজাস্টমেন্ট বাবদ মোবাইল কোম্পানিগুলো যে মূল্য বাড়িয়েছিল সেটা কমাবে। আর দুই নম্বর হলোঃআন্তর্জাতিক গেটওয়ে বা আইটিসি, আইআইজি ও ন্যাশনাল ট্রান্সমিশন পর্যায়ে যতটুকু পাইকারি দাম কমানো হয়েছে, তার সমানুপাতিক হারে গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেটের দাম কমাবে।' বিবেচনা করছে মোবাইল অপারেটরগুলো সরকারের চাপের মুখে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরগুলোতে সব অংশীজন যখন ইন্টারনেটের দাম কমাচ্ছে, তখনও নিরব বেসরকারি তিন মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন, বাংলালিংক ও রবি। বিশেষ সহকারীর প্রত্যাশিত দাবির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে তিন অপারেটরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে কিছু বলতে রাজি হননি। প্রত্যেকেই জানান, তারা বিষয়টি বিবেচনা করছেন। অ্যামটবেও আলোচনা করবেন তারা। শিগগির একটা সিদ্ধান্ত জানাবেন। একটি অপারেটর কোম্পানির কর্মকর্তা নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে বলেন, 'সরকার স্পষ্টই তাদের চাপে রেখেছে। সব পক্ষ থেকে দাম কমানোর বিষয়টি এলে আমাদের চুপ থাকার উপায় নেই। কিছু তো করতে হবে। সেটা আলোচনা করে সব দিক বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হয়তো শিগগির এটা (কত শতাংশ দাম কমানো হবে) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হতে পারে।' ফেসবুক পোস্টে আরও যা জানালেন বিশেষ সহকারী এদিকে, ফেসবুক পোস্টে ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব জানান, নতুন তিনটি স্তরে ইন্টারনেটের দাম কমছে। ফাইবার অ্যাট হোমের ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করেছেন যে, আইটিসি পর্যায়ে ১০ শতাংশ, আইআইজি পর্যায়ে ১০ শতাংশ, এনটিটিএন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূল্যহ্রাস করবেন তারা। এর আগে আইএসপি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলোর অ্যাসোসিয়েশন থেকে ৫ এমবির পরিবর্তে ৫০০ টাকায় ১০ এমবি ইন্টারনেট দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তারও আগে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে পর্যায়ে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি সকল আইআইজি এবং আইএসপি গ্রাহকদের জন্য ১০ শতাংশ এবং পাইকারি গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত ১০ শতাংশসহ মোট ২০ শতাংশ দাম কমিয়েছে। তিনি আরও লেখেন, এ নিয়ে ইন্টারনেট লাইসেন্স রেজিমের মোট তিন থেকে চারটি স্তরে ইন্টারনেটের মূল্য কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাকি আছে শুধুমাত্র মোবাইল সেবা দাতা ৩টি বেসরকারি কোম্পানির দাম কমানোর ঘোষণা। ইতিমধ্যে সরকার মোবাইল কোম্পানিগুলোকে ডিডব্লিউডিএম এবং ডার্ক ফাইবার সুবিধা দিয়েছে। এমতাবস্থায় বেসরকারি মোবাইল কোম্পানিগুলোর ইন্টারনেটের দাম না কমানোর কোন ধরনের যৌক্তিক কারণ কিংবা অজুহাত অবশিষ্ট থাকে না। সরকার ইন্টারনেটের দাম কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জানিয়ে ফয়েজ আহমদ বলেন, 'বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের দাম নিয়ে মানে ব্যাপক প্রশ্ন রয়েছে। মানের তুলনায় দাম অনেক বেশি। এমতাবস্থায় গ্রাহকস্বার্থে যৌক্তিক পদক্ষেপ নিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

'অ্যাগ্রি ব্লকেড' কর্মসূচিতে

কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে সারাদেশের কয়েকশ ডিপ্লোমা শিক্ষার্থী অংশ নেন। সেই কর্মসূচি থেকে আন্দোলনরত কৃষি শিক্ষার্থীরা আজকের এ 'অ্যাগ্রি ব্লকেড' কর্মসূচির ঘোষণা দেন। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্র অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়কারী আসাদুজ্জামান আবির জানান, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষাসহ যৌক্তিক আট দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কোনো সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করেনি। মিথ্যা আশ্বাস বা অযৌক্তিক রেজ্যুলেশনের নামে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণার প্রতিবাদে অ্যাগ্রি ব্লকেড কর্মসূচি করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কৃষির সৈনিকদের দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ধরনের কৃষি কার্যক্রম চলতে দেওয়া হবে না। কৃষি ডিপ্লোমার সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী, সব পেশার ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। জানা যায়, কৃষিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য বাংলাদেশে সরকারি ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ ২৫০টি বেসরকারি কৃষি কলেজ রয়েছে, যেখানে কৃষিতে চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়ন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। খামারবাড়ির সামনে উপস্থিত সাংবাদিকদের কথা হয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. মুরাদুল হাসানের সঙ্গে। তিনি বলেন, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ দাবি ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে মেনে নেওয়া হয়েছে। তারপরও কারও ইন্ধনে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আলোচনায় বসার কথা জানালেও তারা (শিক্ষার্থীরা) রাজি না।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কেমন হবে,

চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই চলছে। আশা করছি দ্রুতই সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি করবে সরকার। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় যেসব কাজ করবে অধ্যাদেশের খসড়া অনুযায়ী, ক. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় দেশের বিচার প্রশাসন পরিচালনায় সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা প্রদান করবে অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। খ. সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে রাজস্ব আদালতগুলো ব্যতীত হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের সব অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা, এখতিয়ার, ক্ষমতা ও গঠন নির্ধারণ করবে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়। গ. হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সব আদালত বা ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। ঘ. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, শৃঙ্খলা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করবে। ঙ. অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, শৃঙ্খলা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়। চ. অধস্তন আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা করবে। ছ. অধস্তন আদালত ও বিচারকদের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান করবে। জ. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ঝ. অধস্তন আদালতের বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। ঞ. বিচার সেবার মানোন্নয়ন ও বিচার বিভাগের সংস্কারে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা। ট. অন্যান্য দেশের বিচার বিভাগীয় সংস্থা, সাংবিধানিক আদালত এবং বিচার বিভাগ ও মানবাধিকার সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন ও সহযোগিতা প্রদান। ঠ. প্রাসঙ্গিক কোনো আইনের অধীনে অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন। উল্লিখিত কার্যাবলী ছাড়াও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় দেশের বিচার প্রশাসন পরিচালনায় বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন করবে এবং ৮ এর অধীন গঠিত কোনো কমিটি কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে। সচিবালয়ের সার্বিক কর্তৃত্ব প্রধান বিচারপতির হাতে, অধ্যাদেশের খসড়ায় বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং সচিব সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হবেন। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব সরকারের সিনিয়র সচিবের সমমর্যাদা ও সুবিধাদি ভোগ করবেন। যেভাবে কাজ করবে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়, অধ্যাদেশের খসড়ায় বলা হয়েছে, ১. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় সরকারের যেকোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা অফিসের সঙ্গে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবে। ২. কোনো ব্যক্তি বা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সঙ্গে কোনো বিষয়ে যোগাযোগের প্রয়োজনবোধ করলে সরাসরি সচিবের সঙ্গে বা তার দায়িত্ব পালনরত অপর কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। ৩. প্রধান বিচারপতি বিধি বা স্থায়ী আদেশ দ্বারা সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার ব্যবস্থা করতে পারবেন। বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত কমিটি, ১. এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণে প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগীয় নীতি নির্ধারণ, কর্মকৌশল উদ্ভাবন এবং দেশের বিচার প্রশাসনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতির সমন্বয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখপূর্বক বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবেন। ২. কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য কমিটির সভাপতি হবেন। ৩. কমিটি তার নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। ৪. কমিটি তার কাজ সম্পর্কে সময় সময় প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের বাজেট ১. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য তার কার্যপরিচালনাসহ দপ্তর ও আদালতগুলোর জন্য অনুমিত ব্যয় সম্বলিত একটি বিবৃতি ওই অর্থ বছর শুরু হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে প্রেরণ করবে। ২. উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিবৃতিতে বিচার কর্ম-বিভাগে নিযুক্ত বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদেয় বেতন ও ভাতাদি এবং দেশের বিচার প্রশাসন পরিচালনার প্রশাসনিক ব্যয়সহ গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ৩. প্রধান বিচারপতি উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বিবৃতি অর্থমন্ত্রণালয়ের কাছে সরকারের বর্ধিত আর্থিক বিবৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য প্রেরণ করবেন। ৪. বিচার কর্ম-বিভাগে নিযুক্ত বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি : সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়সহ দেশের বিচার প্রশাসনের সব প্রশাসনিক ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হবে। ৫. উপ-ধারা (৩) মোতাবেক সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বাৎসরিক বাজেটে বরাদ্দ করা অর্থ থেকে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না। ৬. এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব-নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অর্থ ব্যয়, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা অর্থ ব্যয় অনুমোদনের প্রধান বিচারপতি চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিচারপতি আদেশ দ্বারা আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব বা অন্য কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ওই বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য থেকে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা এবং সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য থেকে সচিবালয়ের কর্মচারী পদায়ন করতে পারবেন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির সাধারণ শর্তাবলি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চাকরির শর্তাবলি সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে নিযুক্ত সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য প্রণীত আইন ও বিধিগুলো প্রযোজ্য হবে। বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য প্রণীত আইন ও বিধিমালা প্রযোজ্য হবে। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অধস্তন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য শৃঙ্খলা ও আপিল সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অধস্তন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের ক্ষেত্রে এতদ্সংক্রান্ত প্রণীত বিধি প্রযোজ্য হবে। সচিবের দায়িত্ব, ১. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য সচিব প্রধান বিচারপতির কাছে দায়ী থাকবেন। ২. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রধান বিচারপতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণে সচিবের অধীন থাকবেন এবং সচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় ও অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো ১. প্রধান বিচারপতি স্বউদ্যোগে কিংবা ওই আইনের ধারা ৮ অনুসারে গঠিত কোনো কমিটির মাধ্যমে সময় সময় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনসহ অধস্তন আদালতের বিচারকের পদ, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় ও অধস্তন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজন, বিলোপ বা নিয়মিত করার জন্য সুপারিশমালা প্রস্তুত করবেন। ২. প্রধান বিচারপতি উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রস্তুত ওই সুপারিশমালা সচিবের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রেরণ করবেন। জানতে চাইলে বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, প্রধান বিচারপতি অনেকগুলো প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। এরই মধ্যে অনেকগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে। বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠাও বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। তিনি বলেন, আমার মনে হয় বিগত ৫০ বছরে যা হয়নি তা চারদিকে সংস্কার কার্যক্রম যেটি হয়েছে বিচার বিভাগে। এটি বাস্তবায়ন হলে দেশের মানুষ সুফল পেতেই থাকবে। এখানে একটি মামলা পরিচালনা, দুটি মামলার আদেশ দেওয়ার চেয়ে একজনকে জামিন দেওয়া বা না দেওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দক্ষ ও আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা। পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের মানুষ একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ পাবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

জামায়াত নেতা আজহারের আপিল

ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৪ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। বেঞ্চে এক বিচারপতি না থাকায় আদালত শুনানির দিন পিছিয়ে দেন। ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আর অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধ সংক্রান্ত ৫ নম্বর অভিযোগে ২৫ বছর জেল ও ৬ নম্বর অভিযোগে নির্যাতনের দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া ১ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে রায়ে উল্লেখ করে ট্রাইব্যুনাল। পরে আজহারুল ইসলাম খালাস চেয়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিল দায়ের করা হয়। ওই আপিলের ওপর ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর রায় ঘোষণা করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ। আপিলের রায়ে বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়। পাশাপাশি ৬ নম্বর অভিযোগের দণ্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। আর ৫ নম্বর অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আজহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ৬টি। প্রথম অভিযোগে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ভাসানী (ন্যাপ) নেতা ও রংপুর শহরের বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবী এ ওয়াই মাহফুজ আলীসহ ১১ জনকে অপহরণ করে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এরপর তাদের ৩ এপ্রিল রংপুর শহরের দখিগঞ্জ শ্মশানে নিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একাত্তরের ১৬ এপ্রিল তার নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জ থানার ধাপপাড়ায় ১৫ জন নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। তৃতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একই বছরের ১৭ এপ্রিল নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জের ঝাড়ুয়ারবিল এলাকায় ১২শ'র বেশি নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। চতুর্থ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের ১৭ এপ্রিল কারমাইকেল কলেজের ৪ জন অধ্যাপক ও ১ জন অধ্যাপকের স্ত্রীকে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করে দমদম ব্রিজের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। পঞ্চম অভিযোগে বলা হয়, ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে রংপুর শহর ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারীদের ধরে এনে টাউন হলে আটকে রেখে ধর্ষণসহ শারীরিক নির্যাতন চালান। একইসঙ্গে মহিলাসহ নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের অপহরণ, আটক, নির্যাতন, গুরুতর জখম ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ আসামি। ষষ্ঠ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রংপুর শহরের গুপ্তপাড়ায় একজনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। একই বছরের ১ ডিসেম্বর রংপুর শহরের বেতপট্টি থেকে এজজনকে অপহরণ করে রংপুর কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাসে আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন ও গুরুতর জখম করেন।

সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে

নজরুল ইসলামসহ কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে গত সভার সিদ্ধান্ত ও সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন কমিটির সদস্য সচিব ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) ড. ফাহমিদা খানম।

২০২৩ সালে কর ফাঁকির পরিমাণ ২

কমাতে হবে। সিপিডি বাংলাদেশের ক্রমাগত কর ফাঁকি সমস্যার পেছনে বেশ কয়েকটি মূল কারণ চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে উচ্চ করের হার, দুর্বল প্রয়োগ, জটিল আইনি কাঠামো এবং কর ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি। সিপিডি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, কর ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে, উচ্চ মাত্রার কর ফাঁকি সৎ করদাতাদের নিরুৎসাহিত করে এবং যারা আইন অনুসরণ করে তাদের ওপর বোঝা বাড়িয়ে দেয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশের একাধিক স্থানে যানবাহন বিকল এবং সড়ক দুর্ঘটনার কারণে কুমিল্লাগামী লেনে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এতে দীর্ঘ সময় আটকে থেকে দুর্ভোগ পোহান যানবাহন চালক ও যাত্রীরা। জানা গেছে, গতকাল সোমবার ভোরে গজারিয়া অংশের বাউশিয়া এলাকায় পিকআপ ও মাইক্রোবাসের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি বাউশিয়া এবং বালুয়াকান্দি এলাকায় দুটি মালবাহী ট্রাক বিকল হওয়ায় কুমিলাগামী লেনে যানজটের সৃষ্টি হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে গাড়ির জট বাড়তে থাকে। সকাল ৯টার মধ্যে যা মহাসড়কের প্রায় ৯ কিলোমিটার অংশে ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লাগামী প্রাইভেটকার চালক উজ্জ্বল হোসেন বলেন, ভাটেরচর ব্রিজ পার হওয়ার পর থেকে যানজট পেয়েছি। গোমতী ব্রিজ পর্যন্ত যানজট রয়েছে। এই ৯ কিলোমিটার পথ আসতে আমার দেড় ঘণ্টার মত সময় লাগলো। ট্রাক চালক ইব্রাহিম হোসেন বলেন, কী কারণে যানজট তা বলতে পারছি না। দীর্ঘ সময় ধরে যানজটে আটকে আছি, জানি না কখন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো। গজারিয়া ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শওকত হোসেন বলেন, বিকল হওয়া গাড়িগুলো মহাসড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

টঙ্গীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের টঙ্গীতে শত্রুতার জেরে (আধিপত্য বিস্তারকে) এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গত রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানার রেল কলোনি বস্তি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক সিজন (২৫) কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার কান্দিরপাড়া গ্রামের স্বপন মিয়ার ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে টঙ্গীর পূর্ব থানার মরকুন পশ্চিম পাড়া রেল কলোনি এলাকায় বসবাস করতেন। স্থানীয়রা জানান, সিজন টঙ্গীর রেলওয়ে কলোনি এলাকার একটি পুরাতন মালামাল বেচাকেনার দোকানে কাজ করতেন। ঘটনার রাত সাড়ে ৮টার দিকে টঙ্গীর রেলওয়ে কলোনি এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় দুই যুবক চায়ের দোকানে আসেন। এ সময় তাকে ডেকে বাইরে নিয়ে ধারালো চাপাতি দিয়ে বুকের বাম পাশে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। স্বজনেরা তাকে রাজধানীর উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম বলেন, সিজনের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নারায়ণগঞ্জ আ. লীগের কার্যালয় দখল করে বাকরখানির দোকান বসানোর অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় দখল করে বাকরখানির দোকান বসানো হয়েছে। বিএনপির কর্মী পরিচয়ে দোকানটি বসানো হয়। গত রোববার রাতে শহরের দুই নম্বর রেলগেট এলাকার দলীয় এ কার্যালয়ে বাকরখানি তৈরি ও বিক্রি করতে দেখা যায়। সরেজমিনে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সমনের অংশে দোকান বসিয়ে বাকরখানি বানিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। দোকানের পেছনের অংশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাঙাচোরা প্রতিকৃতি দেখা গেছে। সেখানে অনেকগুলো পোস্টার লাগানো হয়েছে। ভবনের ভেতরে প্রবেশের পথ টিন দিয়ে আটকে দেওয়া রয়েছে। জুম্মান ও সুমন মিয়া নামে দুজন বিএনপি কর্মী পরিচয়ে গত তিন দিন আগে কার্যালয়ের সামনের অংশে বাকরখানির দোকান বসিয়েছেন বলে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়। এ বিষয়ে বাকরখানি দোকানের কারিগর মনা মিয়া বলেন, আমি দোকানের কারিগর, টাকার বিনিময়ে দোকানে কাজ করি। গত তিন দিন আগে সুমন ও জুম্মান ভাই দোকানটি বসিয়েছেন। তারা এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। দোকানে প্রতিদিন প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার বাকরখানি বিক্রি হয়। দোকান মালিক মো. সুমন মিয়া বলেন, গত ৫ আগস্টের পরে কার্যালয়টি আবর্জনার ডাস্টবিন হিসেবে পড়ে ছিল। মাদকসেবীরা রাত্রিযাপন করতো। সেই স্থানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) জেলার এক নেতা এখানে দোকান বসিয়ে দিয়েছেন। তবে নেতার নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। স্থানীয় ও একাধিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর এটি আওয়ামী লীগের কার্যালয় ছিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে কার্যালয়টি ফের ভাঙচুর করা হয়। ওই সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আত্মগোপনে চলে যান। সেই থেকে এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। উচ্ছৃঙ্খল লোকদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। এ ছাড়া এর চারদিকে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হতো। সম্প্রতি বিএনপির কিছু লোকজনের চোখ পড়ে কার্যালয়ে। পরে জাসাসের জেলার এক নেতার মদতে দোকান বাসিয়ে বাকরখানি বিক্রি শুরু হয়। জুম্মান ও সুমন নিজেদের বিএনপি নেতা হিসেবে পরিচয় দেন। এ ছাড়া দলীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মিছিলে তাদের দেখা যায়। তবে তারা দলীয় কোনও পদে নেই বলে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির নেতারা। পাশের ফ্ল্যাক্সিলোডের দোকানের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের দেখভাল করতেন মো. সবুজ মিয়া। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরে দলের নেতাকর্মীরা সবাই আত্মগোপনে চলে যান। ভাঙচুর করা কার্যালয়টি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এ অবস্থায় বিএনপির লোকজন এসে বাকরখানির দোকান বসিয়েছেন। এখন এ নিয়ে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আমি প্রতিবাদ করলে উল্টো নানা ঝামেলায় পড়তে হবে। আর আমি কোনও দলের লোক নই। তবে বিএনপির কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয় উল্লেখ করে নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে কার্যালয়টি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে অনেকে সেখানে ময়লা ফেলেছেন। এখন শুনছি কে বা কারা সেখানে দোকান বসিয়েছে। তবে আমাদের দলের কেউ দোকান বসায়নি। জুম্মান ও সুমন দলের কোনও পদে নেই।

মডেল মেঘনা আলমের ব্যাংক হিসাব তলব

স্টাফ রিপোর্টার : আলোচিত মডেল মেঘনা আলমের সব ধরনের ব্যাংক হিসাব ও হিসাবের যাবতীয় তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা (বিএফআইইউ)। গত রোববার সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে এই তথ্য চেয়ে চিঠি দেয় বিএফআইইউ। গতকাল সোমবার এ তথ্য জানান বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। বিএফআইইউয়ের ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, মেঘনা আলমের ব্যক্তিগত তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে। *প্রধান উপদেষ্টাকে ২৭ বিশিষ্ট নারীর স্মারকলিপি:* এদিকে মডেল মেঘনা আলমকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট ২৭ জন নারী। তারা মেঘনার মুক্তিরও দাবি করেছেন। গত রোববার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে তারা এই উদ্বেগ জানান। আইনজীবী, অধিকারকর্মী, শিক্ষক, গবেষক ও শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার নারী প্রতিনিধিরা এই স্মারকলিপিতে সই করেন। তারা দাবি করেছেন, মেঘনাকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা তার মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। তারা সরকারের কাছ থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে বলেন, প্রথমে আটক তারপর গ্রেপ্তার দেখানোর জুলুমবাজি প্রক্রিয়া কেন অনুসরণ করা হলো; কে এই আটকের নির্দেশ দিয়েছে; কেন ৩০ জন কর্মকর্তা একজন নারীর আটকের জন্য মোতায়েন করা হলো; যখন সারা দেশেই নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান; কী তদন্তের ভিত্তিতে তাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; আটকের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং হেফাজতে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? স্মারকলিপিদাতারা সরকারের কাছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন। একই সঙ্গে তারা মেঘনা আলমের অবিলম্বে মুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানান। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, ৯ এপ্রিল মেঘনা আলমকে তার বাসা থেকে কোনও পরোয়ানা ছাড়াই আটক করা হয়। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রায় ৩০ জন কর্মকর্তা এ অভিযানে অংশ নেন। ঘটনার সময় মেঘনা আলম ফেসবুক লাইভে ছিলেন। তার অবস্থান জানতে পেরে কয়েকজন নারী অধিকারকর্মী ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন। আটকের প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর তাকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি', 'কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করা' ও 'অর্থনৈতিক ক্ষতির ষড়যন্ত্র' -এই অভিযোগে তাকে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়। স্মারকলিপিতে সইকারীদের মধ্যে রয়েছেনঃআইনজীবী ইশরাত জাহান ও তাবাসসুম মেহেনাজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীর্জা তাসলিমা সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা, নৃবিজ্ঞানী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা নাসরিন সিরাজ, সংগীতশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান, আলোকচিত্রী পদ্মিনী চাকমা এবং লেখক ও গবেষক পারসা সানজানা প্রমুখ।

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের ৫ কর্মকর্তাকে বদলি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের পাঁচ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন হিসাব শাখার কর্মকর্তা, একজন সহকারী সচিব এবং অন্য দুজন বিদ্যালয় শাখার কর্মকর্তা। গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব মো. মাহবুব আলম (সরকারি কলেজ-২) এর সই করা এক প্রজ্ঞাপনে তাদের বদলি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আগামী ২৮ এপ্রিলের মধ্যে তারা বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত হবেন। অন্যথায় একই তারিখ অপরাহ্নে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত মর্মে গণ্য হবেন। বদলি হলেন যারা- চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক ড. বিপ্লব গাঙ্গুলিকে বদলি করা হয়েছে দিনাজপুর সরকারি কলেজে। ওই পদে আসছেন চট্টগ্রামের বাকলিয়া সরকারি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক আবুল কাশেম। বোর্ডের হিসাব ও নিরীক্ষা শাখার উপ-পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইনকে বদলি করা হয়েছে কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জিকু দত্তকে বদলি করা হয়েছে গাইবান্ধার পলাশবাড়ি সরকারি কলেজে। তাঁর জায়গায় আসছেন রাঙামাটি সরকারি মহিলা কলেজের অর্থনীতির প্রভাষক মো. ওয়াসিম হাসান। এছাড়া, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. আবুল বাসারকে বদলি করা হয়েছে রংপুরের বেগম রোকেয়া সরকারি কলেজে। বোর্ডের সহকারী সচিব (১) সম্পা তালুকদারকে বদলি করা হয়েছে গাইবান্ধা সরকারি কলেজে।

হাতিরঝিলে গুলিতে আহত যুবদল কর্মীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিলে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত যুবদল কর্মী আরিফ শিকদার (৩৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরাতন ভবনের চারতলায় আইসিইউতে তিনি মারা যান। নিহত আরিফের বাবা গিয়াস উদ্দিন সিকদার জানান, তার মুখে গুলি করা হয়েছিল। আইসিইউতে ভর্তি ছিল গত ২ দিন। সেখানে সকালে আরিফ মারা গেছেন। তাদের বাড়ি মাদারিপুরের শিবচর উপজেলায়। স্ত্রীকে নিয়ে রাজধানীর ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় থাকতেন তিনি। সেখানে গ্রিলের ওয়ার্কশপ রয়েছে তার। তার বাবা গিয়াস উদ্দিন সিকদার বলেন, আমার ছেলেরে ডেকে নিয়ে গুলি করা হয়েছে। কয়েকজনকে পুলিশ ধরেছে। জানি না কেন আমার ছেলেকে তারা মারল। আমার একটাই ছেলে। আমারতো আর কেউ রইল না। এরআগে, শনিবার দিবাগত রাতে হাতিরঝিল মোড়ল গলিতে এ গুলির ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিকেল মর্গে উপস্থিত আরিফের পরিচিতরা জানান, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে যবুদলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন আরিফ। হাতিরঝিল থানার এসআই মো. রাসেল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের বোন রিমা বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন।

চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে নির্মাণাধীন বহুতল ভবন ভাঙা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : পাহাড় কেটে নকশা বহির্ভূত ভবন নির্মাণের অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে নগরের এস এস খালেদ রোডে সিডিএ চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনটি ভাঙার কাজ শুরু হয়। অভিযোগ রয়েছে, ৩০ কাঠার জমিতে স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ জায়গা খালি রেখে ভবন নির্মাণের শর্তে সিডিএ অনুমোদন দেয়। পাশাপাশি পাহাড়ের কোনও ক্ষতি না করে স্থাপনা নির্মাণের শর্ত ছিল অনুমোদনে। কিন্তু সিডিএ'র এসব শর্ত না মেনে টিনের বেস্টনি দিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে পাহাড় কাটে ভবন মালিক। পাশাপাশি শর্ত না মেনে পুরো জায়গাজুড়ে ভবন নির্মাণকাজ শুরু হয়। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, স্বপ্নের ফ্যামিলি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি সমিতি এ ভবনটি নির্মাণ করছে। পাহাড় কেটে পরিবেশের ক্ষতি করায় সিডিএ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেয়। কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন করে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে। ২০ এপ্রিল তাদের আবেদন খারিজ করে দিলে আজ (গতকাল সোমবার) অভিযানে এসেছি। ভবন ভাঙার কাজ চলছে। ২০২৩ সালের ১৩ এপ্রিল ইমারত নির্মাণ কমিটির কাছ থেকে তিনটি বেজমেন্ট ও ১৪ তলা ভবনের অনুমোদন নেয় ভবন মালিকরা। নগরীর আসকার দীঘির পাড়ের ওই পাহাড়ের ঢালের সর্বোচ্চ চূড়া ১২৭ ফুট উঁচু। বাস্তবে পাহাড় হলেও সরকারের রেকর্ডে বাড়ি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জামালখানের এস এস খালেদ রোডে এ পাহাড়টি গ্রিন্ডলেজ ব্যাংকের পাহাড় বলে পরিচিত।

ভ্যানের ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে পড়ে গাড়িচাপায় শিশু নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ভ্যানের ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ার পর কাভার্ডভ্যানের চাপায় আলেয়া (৩) নামে একটি শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে গাইবান্ধা- পলাশবাড়ী উপজেলার ঢোলভাঙ্গা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশু আলেয়া উপজেলার পবন-াপুর ইউনিয়নের পূর্বগোপিনাথপুর গ্রামের মাহামুদ মিয়ার মেয়ে। মাহমুদ সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। শিশুটির দাদা শাহজাহান মিয়া বলেন, দুপুরে স্বামী মাহামুদ মিয়ার কর্মস্থল সিরাজগঞ্জে যাওয়ার জন্য আলেয়াকে নিয়ে ব্যাটারি চালিত ভ্যানে করে পলাশবাড়ী আলহামরা বাস কাউন্টারে যাচ্ছিলেন তার মা। পথে ঢোলভাঙ্গা বাজারের কাছে বেপরোয়া গতির আরেকটি ভ্যানের ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায় আলেয়া। এসময় গাইবান্ধাগামী একটি কাভার্ডভ্যান শিশুটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে পলাশবাড়ী থানার এসআই মাহফুজ জানান, ঘটনাস্থল থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করা হলেও চালক পালিয়ে গেছেন।

চিকিৎসকের বাড়িতে ডাকাতি, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় এক চিকিৎসকের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোরে উপজেলার বাহ্রা ইউনিয়নের বলমন্তচর এলাকায় ডা. রফিকুল ইসলামের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী চিকিৎসক ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, গতকাল সোমবার ভোর ৪টার দিকে সাত/আটজনের ডাকাতদল বাসার গ্রিল কেটে ঘরে ঢোকে। এরপর ডাকাতদল ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তার (রফিকুল), তার স্ত্রী, ছেলে ও শাশু-ড়ির হাত-পা ও মুখ বেঁধে ফেলে। পরে ঘরের আলমারি ভেঙে নগদ দেড় লাখ টাকা ও প্রায় ১০ ভরি সোনার গহনা লুট করে নিয়ে যায়।

সম্পাদকীয়

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি

পণ্যের দাম বেড়ে যাবে

নতুন শিল্পের জন্য গ্যাসের দাম ৩৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিশ্রুত শিল্প গ্রাহকদের অনুমোদিত লোডের ৫০ শতাংশের বেশি ব্যবহারে বাড়তি দাম দিতে হবে। অন্যদিকে পুরোনো শিল্প-কারখানায় অনুমোদিত লোডের বাইরে অতিরিক্ত ব্যবহারে গ্যাসের বাড়তি দাম আরোপিত হবে। ব্যাংকঋণের সুদের চড়া হার, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা- এসবের কারণে শিল্পের নতুন মূল্যহারকে বৈষম্যমূলক আখ্যায়িত করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)। এতে নতুন বিনিয়োগ অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়বে বলে মনে করছে তারা। সংগঠনটির মতে, নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন গ্রাহক, প্রতিশ্রুত গ্রাহক ও বিদ্যমান গ্রাহকদের জন্য আলাদা গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই দ্বৈত মূল্যনীতি শুধু ন্যায্য প্রতিযোগিতার নীতিই লঙ্ঘন করে না, বরং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি অনিশ্চিত করে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে নতুন বিনিয়োগ ও শিল্প সম্প্রসারণ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা বলছেন, এভাবে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বাংলাদেশে আর কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে না। নতুন বিনিয়োগ আসবে না, কর্মসংস্থানও হবে না। বিদেশি বিনিয়োগও আসবে না। বড় ধরনের প্রভাব পড়বে রপ্তানি শিল্পে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। ঘোষণা অনুযায়ী যেকোনো নতুন গ্যাস সেলস অ্যাগ্রিমেন্টে নতুন সংযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস ব্যবহার করে আসা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও চলতি চুক্তি শেষ হলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত গ্যাস ট্যারিফের স্ল্যাবে ফেলতে পারবে। এ ধরনের বিধান ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ভবিষ্যতে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ব্যবসায়ীদের এই উদ্বেগ যৌক্তিক এবং জরুরি। একটি দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা আবশ্যক। এই অবস্থায় যদি গ্যাসের অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তবে তা অর্থনীতি ও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় রকমের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। মনে রাখতে হবে, যখন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় সেই চাপ ঘুরেফিরে জনগণের কাঁধেই পড়ে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, আরেক দফা পণ্যমূল্য বাড়বে।

সংগঠনটির মতে, নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন গ্রাহক, প্রতিশ্রুত গ্রাহক ও বিদ্যমান গ্রাহকদের জন্য আলাদা গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই দ্বৈত মূল্যনীতি শুধু ন্যায্য প্রতিযোগিতার নীতিই লঙ্ঘন করে না, বরং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি অনিশ্চিত করে

বিনা টেন্ডারে কোটি কোটি টাকা: স্বচ্ছতা কোথায়?

নাটোর জেলার সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প ঘিরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-এর কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ ও গভীর উদ্বেগজনক। ১৭৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়ে তা ব্যয় করা হয়েছে শুধুমাত্র কোটেশনের মাধ্যমে–যা সরকারি ক্রয়বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কাগজে-কলমে 'স্বচ্ছতা' রক্ষা করা হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার বেশি ব্যয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান বাধ্যতামূলক। অথচ, 'ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন' নামের একটি পছন্দের ঠিকাদারকে ১৭টি কাজ দেওয়া হয়েছে দরপত্র ছাড়াই। বিষয়টি কেবল পক্ষপাতিত্বই নয়, বরং দুর্নীতিরও ইঙ্গিত দেয়। বিশেষত, প্রতিটি ১০ লাখ টাকার করে একাধিক কোটেশনে প্রকল্প বিভাজন করে একই ঠিকাদারকে কাজ দেওয়ার কৌশল আদতে কোটেশনের সীমা পার করে প্রকৃত টেন্ডার প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়ার এক ধরনের কৌশলী কারচুপি। এর চেয়েও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বড়াইগ্রাম উপজেলার নতুনবাজার এলাকায় হাইড্রোলিক ড্যামের কাজ শেষ না হলেও কাগজপত্রে তা সমাপ্ত দেখিয়ে ঠিকাদারদের নামে পেছনের তারিখে চেক ইস্যু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদ শেষ দেখিয়ে অর্থ ছাড়ের অপচেষ্টা করা হয়েছে–যা সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার নীতি ও নৈতিকতার ঘোর লঙ্ঘন। প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে 'সব হয়েছে' বললেও বাস্তবতা তা বলে না। চেক ইস্যুর তারিখ, প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং বরাদ্দের ব্যবস্থাপনায় যে গরমিল রয়েছে তা প্রকল্পের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এ ধরনের অনিয়ম কেবল জনগণের করের টাকার অপব্যবহারই নয়, বরং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আস্থাহানির কারণ। এটি দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে ধীর করে দেয়, ব্যাহত করে নীতিগত শৃঙ্খলা। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচিত, অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কর্তৃক এ ঘটনার নিরীক্ষা হওয়া উচিত। উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তা কোনোভাবেই স্বজনপ্রীতি, গোপন চুক্তি বা নিয়ম ভাঙার ভিত্তিতে নয়। জনগণ স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং ন্যায্য ব্যবস্থাপনার মধ্যেই উন্নয়ন দেখতে চায়।

ফসলি জমি রক্ষায় কঠোর হোন

রাজশাহীর তানোরসহ বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি ও পরিবেশ আজ এক গভীর সংকটে। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নীরবে–বছরের পর বছর ধরে মাটি খুঁড়ে চলেছে এক সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট। চিরচেনা উর্বর কৃষিজমি এখন যেন মৃত্যুপুরী। প্রকৃতি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য–সবই আজ এই 'মাটিখেকোদের' লোভের শিকার। কৃষিজমির উপরিভাগের উর্বর মাটি কাটা আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু তানোরের গোয়ালপাড়া, হাপানিয়া, ঝিনাখৈর বা নেজামপুরে রাতভর চলছে মাটি কাটা, পরিবহন আর বিক্রি করা হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ তো আছেই। অথচ প্রশাসন বলছে, তারা অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেয়! এই চিত্র শুধু তানোরের নয়–রাজশাহীর পবা, মোহনপুর, বাগমারা ও গোদাগাড়ী উপজেলার মাঠেরও একই চিত্র। উঁচু জমির টিলা আকৃতির অস্বাভাবিক পরিবর্তন, উর্বর টপসয়েল কেটে সরাসরি ইটভাটায় সরবরাহ, পুকুর খননের নামে মাটি বাণিজ্য–সব মিলিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল যেন এক নিঃশব্দ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী ইটভাটা মালিক বা রাজনৈতিক নেতার ছত্রচ্ছায়ায় নির্বিঘ্নে চলছে মাটিখেকোদের 'ব্যবসা'। এমনকি যখন প্রশাসন অভিযান চালায়, তা যেন শুধু দিনের আলোর 'শোডাউন'। রাত হলেই আবার ফিরে আসে আগের চিত্র। এই অবস্থা যে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তা শুধু প্রাকৃতিক দিক থেকেই নয়–সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও স্পষ্ট। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মুখ খুলছেন, বলছেন 'মনে হয় দেশে কোনো সরকার নেই।' প্রশাসনের দায়িত্ব শুধু তথ্য পেলে ব্যবস্থা নেয়া নয়, বরং তথ্য সংগ্রহ করাও প্রশাসনের কর্তব্য। জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের উচিত সমন্বিতভাবে বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটিখেকো সিন্ডিকেট নির্মূলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তানোর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্যে কিছু আশার আলো দেখা গেলেও, শুধু অভিযানের প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়। প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। মাটিখেকো সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িতদের, তাদের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা যাই থাকুক, আইনের আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে, ইটভাটার মাটির চাহিদা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ এবং কৃষিজমি সংরক্ষণে কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।

মাটি কাটার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ সংগঠিত করাও এখন সময়ের দাবি। কৃষিজমি নষ্ট হলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে, পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে দেখা দেবে দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ। আর এই দায় কেউ এড়াতে পারবে না।

শিক্ষকতা: পেশা নয়, নৈতিকতার প্রতিশ্রুতি

রাজু আহমেদ

শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে চাইলে দেশের শিক্ষা চিত্রকে আরও আকর্ষণীয়, মানসম্মত ও নৈতিকতার ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব ছিল। দেশে শিক্ষার হার সন্তোষজনক, কিন্তু নীতিবাদী মানুষের সংখ্যা আশাব্যঞ্জক নয়। পরীক্ষার হলে দুর্নীতি, উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভুলনীতি এবং শিক্ষার মাধ্যমে দলীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের রাজনীতি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাকে বারবার বিঘ্নিত করেছে। শতভাগ পাশের পেছনে রাষ্ট্র কর্তৃক ছাত্র-শিক্ষককে লেলিয়ে দেওয়ার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে, তার চিত্র বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি হাতেগোনা, পাশ না করলে শিক্ষকদের বেতন আটকে যাওয়ার যন্ত্রণা এবং যেকোনো উপায়ে পাশ করে যাওয়ার ধারণা শিক্ষার সম্যক ব্যবস্থাকে হযবরল পরিস্থিতিতে পরিণত করেছে। চলছে এসএসসি পরীক্ষা। সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মন্তব্যে এবার পরীক্ষার হলের পরিস্থিতি স্মরণকালের মধ্যে সুন্দর। প্রায় নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে। বাংলা বিষয় দিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং কমন-আনকমন মিলিয়ে পরীক্ষা সুন্দর হয়েছে। বাংলা ভাষায় গল্প মনের মাধুরী মিশিয়ে বানিয়ে লিখলেও হয়। তাতে নিরীক্ষণকারী নম্বর দেবেন কি দেবেন না, তা পরের ব্যাপার; কিন্তু পরীক্ষার্থী যা সৃষ্টি করবে তা কথাসাহিত্য! সাহিত্যের ইতিহাসে অদূর ভবিষ্যতে এর মূল্য অমূল্য হতে পারে, যদি পুড়ে না যায়। বাদাম ও চানাচুর বিক্রেতার হাতে ঠোঙা হিসেবে পৌঁছালেও অন্তত তার জীবিকা নিশ্চিত হয়ে যাবে। সমস্যা বেঁধেছে ইংরেজি পরীক্ষার দিন। ইংরেজিতে বাঙালি বারবার আটকে যায়। শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কয়েকজন শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদরদী শিক্ষক! তারাই পরীক্ষার হলে উত্তর লিখে দিতে, কারেকশন করে দিতে কিংবা বই ছিঁড়ে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রয়াসে বাঁধা এল সাংবাদিক ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তারা তো আর শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদরদী নন! শিক্ষার্থীদের সাথে আগে যোগাযোগ না থাকাতে, শ্রেণিকক্ষে দেখা না হওয়াতে সম্পর্ক জন্মে নি। বহিষ্কৃত হলো, জরিমানা দিতে হলো। অথচ যে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে অনৈতিক সুযোগ দিলেন, তারাই সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছে একসময় গালাগালির শিকার হবেন। কেন? পরে বলছি। পাশ না করলে প্রতিষ্ঠানের বেতন বন্ধ হয়ে যায়, শিক্ষার্থী অন্য স্কুলে চলে যায় কিংবা পাশাপাশি স্কুলের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা–তাতে পাশের হারের হ্রাসবৃদ্ধি সম্মান-অসম্মানের ব্যাপার। বিষ্ঠা কেন উপকারী–যুক্তি খুঁজলে এর পেছনেও হাজারখানেক যুক্তি দেওয়া যাবে। যুক্তি এবং কুযুক্তির তফাত কতিপয় শিক্ষক রাখেন কি না, সেটাও এখন সংশয়ের। নয়তো, যিনি শিক্ষকের তকমা মেখেছেন, তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের অনৈতিক সুবিধা দেওয়া, নকলে সহায়তা করা, পরীক্ষার হলে প্রশ্ন বলে দেওয়া–এসব খুবই লজ্জাজনক কাজ। সাংবাদিক ও প্রশাসনের কাজ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। অথচ তারা যখন শিক্ষকদের অসদুপায়ে সহায়তা চিত্র আবিষ্কার করেন, নকলের মচ্ছব জনগণের সামনে আনেন–সেই লজ্জায় অসৎ শিক্ষকদের আত্মসমালোচনায় লজ্জিত হয়ে সরে দাঁড়ানো উচিত। শিক্ষক যখন অন্যায়ের সহায়ক হয়, তখন তার মতো ভণ্ড এবং জাতির জন্য বিপথগামী আর কেউ হয় না। প্রফেশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার বাসনা থাকলে শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য পেশায় শিফট করা উচিত। সমাজে অনেক কাজের কাজী আছে, যে-সব পেশায় শিক্ষকের তুলনায় বেশি যোগ্যতা লাগে না। সেসব কাজ করলে অর্থের ক্ষুধা মিটবে, মনের অসততাও বাস্তবায়ন করা যাবে। বাই চয়েজ কিংবা বাই চান্স–যেভাবেই একজন শিক্ষকতায় আসুক না কেন–ক্লাসে, পরীক্ষার হলে কিংবা সমাজের সামনে দাঁড়ানোর আগে তার শুদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। সমাজের অসংগতি, দুর্নীতি এবং যাবতীয় কু-রীতির বিরুদ্ধে জীবনভর তার যুদ্ধ করা উচিত। পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থী দেখাদেখি করার চেষ্টা করে–এটাতে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদের দোষ দেখি না। এই দেখাদেখি বন্ধ করার জন্য শিক্ষক সেখানে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত হয়। উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা একজন শিক্ষকের তো কেবল নৈতিক দায় নয়, বরং যেহেতু এটার জন্য সম্মানী আছে, সেহেতু এটা রিজিকের হালাল-হারামের সাথেও সরাসরি সংযুক্ত। সম্মানিত শিক্ষকগণের সততা-নৈতিকতা এবং দায়িত্বশীলতার ওপর নির্ভর করে এই সমাজের গন্তব্য। অসংখ্য অসংখ্য ভালো শিক্ষক আছেন। মন্দের সংখ্যা সর্বত্রই সামান্য সংখ্যা। তবে সমস্যা হচ্ছে, শিক্ষকদের গোটা পরিবারটাই সাদা মোড়কে আবদ্ধ। এই পোশাকের কোথাও যখন সামান্য দাগ লাগে, তা বহু দূরদূরান্ত থেকে দেখা যায়। সারা বাংলাদেশের কয়েক হাজার পরীক্ষা কেন্দ্রের দু-চারটিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। শতাংশের বিচারে এসব সামান্য হলেও প্রভাবক হিসেবে মোটেও উপেক্ষা করার নয়। শিক্ষকদের সৎ হতেই হবে। জীবিকা বিভিন্নভাবে উপার্জন করা যায়। শিক্ষক হিসেবে সৎ, দায়িত্বশীল থাকতে না পারলে শিক্ষা পরিবার থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেওয়া উচিত। সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণ একটু আন্তরিক হোন। সমাজ বিনির্মাণে, ত্রুটি সংশোধনে কিংবা ছিদ্রপথ দেখিয়ে দিতে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তারাই যদি অপতৎপরতায় জড়িয়ে যান, তবে সেই সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা দুঃখ দূর হবে না।

শিক্ষিত প্রজন্মের চাইতে আমাদের নৈতিক শিক্ষিত প্রজন্ম বেশি দরকার। সবার সার্টিফিকেটধারী হওয়ার দরকার নাই। কেউ কেউ নীতিবাদী কৃষক হোক, সৎ ব্যবসায়ী হোক। যারা পরিশ্রমী ও পড়ুয়া, তারা যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে শিক্ষার বৈতরণি পার হোক। শিক্ষক পরীক্ষার হলে উত্তর বলে দিচ্ছেন, লিখে দিচ্ছেন কিংবা উত্তরপত্রে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি নম্বর দিচ্ছেন-এসব মানায় না, শিক্ষকদের সাথে একদম যায় না। সমাজ কর্তৃক শিক্ষকদের থেকে কাম্য আচরণ পরিমাপের মানদণ্ড আছে।

যদিও শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা বিস্তর, বঞ্চনার অভিযোগ ও স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের উপায় ও অভাব ঊর্ধ্বমুখী–তবুও শিক্ষকতা মহান পেশা। এখানে প্রত্যেক পদক্ষেপ সামাজিক কাম্যতার দ্বারা মাপা হয়। প্রজন্মের ভবিষ্যৎ যারা গড়েন, তাদের মনে অনৈতিকতার কালিমা থাকলে সর্বনাশ। ত্রুটি শুধরে যাওয়া উচিত। রাষ্ট্রও যাতে শিক্ষকতার বাধাগুলো এবং মেধাবীদের শিক্ষকতায় আসতে না পারার অন্তরায়গুলো মনোযোগী হয়ে ভাবে। শিক্ষা সংস্কারের জন্য একটি কমিশন জাতির পরম আরাধ্য ছিল। অথচ কোন এক অজানা কারণেই সেটা যেন হলো না। সমাজকে শুধরে দিতে শিক্ষক ও শিক্ষকতাও শুধরে যাক। পাশের হার কম হলেও যাতে রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হয়–শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেমন প্রোডাক্ট জাতির সামনে প্রোডিউস করুক। দক্ষ ও নীতিবাগীশ শিক্ষকগণই কেবল গণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রোডিউসার হতে পারেন। **লেখক: রাজু আহমেদ; প্রাবন্ধিক**

বাংলাদেশে ঘটনা অঘটন: প্রায় সবক্ষেত্রেই ইস্যু নির্বাচন

আনোয়ারুল হক

বাংলাদেশের সরকার প্রধানরা স্পর্শকাতর কোনো ইস্যু নিয়ে দেশ অভ্যন্তরে যে সুরে কথা বলে থাকেন বিদেশে যেয়ে অথবা বিদেশি সংবাদমাধ্যমে ভিন্ন সুরে কথা বলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টাও বিকল্প পথে না যেয়ে সে ধারাবাহিকতাই অনুসরণ করছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে দেশ অভ্যন্তরে তিনি বলছেন– হয় ডিসেম্বরের মধ্যে অথবা জুনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে। তবে তার কথার সুরে নির্বাচন কতটা সামনে টেনে নেয়া যায় সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পায়। অবশ্য পরবর্তীতে তার স্মার্ট মুখপাত্র যে ব্যাখ্যা দেন তাতে আর বিষয়টি প্রচ্ছন্ন থাকে না। প্রধান উপদেষ্টা যখন বিদেশি গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন তখন বলে থাকেন, ডিসেম্বরেই নির্বাচন। আবার দেশে যখন কথা বলেন, তখন সংস্কারই অগ্রাধিকার (আধা সংস্কার হলে ডিসেম্বরে ও পূর্ণ সংস্কার হলে জুনে)। বিমসটেক সম্মেলনে বললেন দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং নির্বাচিতদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই তার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। রাজনীতিবিদরা তো বটেই! দেশবাসীও কিন্তু নির্বাচন নিয়ে ধন্দে আছেন। নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট পথরেখা ঘোষণা না করে, ডিসেম্বর-জুনের এক্কাদোক্কা খেলা রাজনীতির পরিবেশটাকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। বিশেষ করে প্রফেসর ইউনূসের 'নিয়োগ কর্তাদের' কথা বার্তায় মানুষ সন্দিহান হয়ে পড়ছে এবং গুজবের ডালপালা বিস্তার করছে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই এটাই দেখবো পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করার কারণেই সেদিনের পূর্ববাংলার মানুষ স্বায়ত্তশাসন-স্বাধিকারের সংগ্রামের ধারায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশে তখন সংগ্রামী দল ও নেতার অভাব ছিলো না। মাওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, আতাউর রহমান, মনি সিংহ প্রমুখ নেতারাও জনপ্রিয় ছিলেন এবং গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারাও অসামান্য অবদান রেখেছেন। ভাসানী, মোজাফফর, মনি সিংহ মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদেও ছিলেন। তবে কেউ পছন্দ করেন আর নাই করেন, ১৯৭০-এর ভোটের ফলাফলই দেশে এবং গোটা বিশ্বে শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তিনিই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ওয়াশিংটনে যে প্রথম সমাবেশ হয়েছিল সেদিন নিউইয়র্ক থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি তা ভুলে যাননি। অথচ আজ তিনি স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতেও তার নাম মুখে নিতে সংকোচবোধ করেন। এ সব বিষয় ভিন্ন প্রসংগ। আলোচনার বিষয় নির্বাচন এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনের গণরায়ের ফলাফল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এরপর ১৯৭৩-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগের বৃহত্তর অংশ এবং আওয়ামী লীগের এক ক্ষুদ্র অংশ মিলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে সরকারকে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা মুজিব বিরোধী নানা শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা সমর্থন পায়। মুজিব তার দল থেকে বের হয়ে যাওয়া বিরোধীদের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেন। তবে আওয়ামী লীগাররা জোরেসোরে স্লোগান তোলেন মশাল, ধানের শীষ আর কুঁড়েঘর ভেঙেচুরে নৌকায় ভর। সারাদেশে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ন্যাপ পার্টির প্রতীক কুঁড়েঘর ভাংচুর করা হয়। এভাবে ভোট অনুষ্ঠান পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পরেও কিছু আসনে ভোটের ফলাফলই পাল্টে দেওয়া হয়। ভোট আয়োজন এবং ফলাফল যথাযথভাবে ঘোষিত হলে ন্যাপ, জাসদ ও ভাসানী ন্যাপ বড়জোর ২০-২৫টি আসনে জয়লাভ করতো এবং তাতে করে গণতন্ত্রই শক্তিশালী হতো। কিন্তু পার্লামেন্টকে বিরোধী শূন্য করে মুজিব নিজেই দূর্বল হলেন। তার যে সর্বপ্লাবী নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হলো। এ সুযোগে ষড়যন্ত্রের ডালপালা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করতে জাতীয়ভাবে দেশে একটি দল প্রতিষ্ঠা এবং সেই একদলের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করায় অবাধ ভোটের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন বা অন্তত সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ রহিত হয়। ফলশ্রুতিতে ষড়যন্ত্রের শক্তিই জয়লাভ করে। পাকিস্তানিরা যার জন্য মিয়ানওয়ালি কারাগারে কবর খোঁড়া সম্পন্ন করেও বিশ্ব জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাতে পারেনি সেই বিশ্ব নন্দিত নেতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক ষড়যন্ত্রের বলি হলেন। সপরিবারে নির্মম হত্যাকা-ের শিকার হলেন। এক্ষেত্রেও ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে সীমিত হলেও অপ্রয়োজনীয় কারচুপি থেকে এবং পরবর্তীতে বহুদলের অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচনের সুযোগকে সংকুচিত করার মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রেও শক্তি দ্রুত তাদের ডালপালার বিস্তার করার সুযোগ পায়। জেনারেল জিয়ার হ্যাঁ-না ভোটে সারাদিন ভোট কেন্দ্র ভোটারশূন্য থাকলেও ভোটার উপস্থিতি দেখানো হয় ৮৮% এবং হ্যাঁ ভোট প্রাপ্তি দেখানো হয় ৯৯% যা জিয়ার ইমেজকে কিছুটা ক্ষুণ্ন করে। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিছু আসনে জাসদকে ছাড় দিয়ে জাসদের সাথে দূরত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করেন। সবচেয়ে বেশি ছাড় দেয়া হয় ইসলামপন্থিদের। আওয়ামী লীগকে চাপের মধ্যে না রাখলে তারা আরো কয়েকটি আসন পেতে পারত। অভিযোগ আছে 'নীল নকশা অনুযায়ী সবকিছুই নির্ধারিত হয়েছে নির্বাচনের আগে নেওয়া বিভিন্ন সংস্থার জরিপের ভিত্তিতে; যাই হোক নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে জিয়াউর রহমান কোন চ্যালেঞ্জ বা বিপদে পড়েননি। এক অস্থির পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীকে নিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েও সামরিক বাহিনীরই একাংশের হাতে তিনি নিহত হন। জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ সামরিক শাসন আমলে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের তত্ত্বাবধানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট দীর্ঘ সময় যাবৎ যুগপৎ লড়াই অব্যাহত রাখে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেওয়া হবে না বরং প্রতিরোধ করা হবে- এটাই ছিলো দুই জোটের প্রধান ক্যাম্পিং। তারপরেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে দুই জোটের সাথেই সামরিক সরকার নানা ধরনের আলোচনা ও সমঝোতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এবং তারা কৌশল গ্রহন করেন যাতে করে দুই জোট একত্রে নির্বাচনে না আসে। তারা সেই কৌশলে সফল হন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়। এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট বয়কট করে। ১৫ দলীয় জোটের এ সিদ্ধান্তে সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিশেষত শেখ হাসিনার ইমেজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরো বেশি ইমেজ সংকটে পড়ে ১৫ দলের শরিক সিপিবি। সিপিবি-র অবস্থান বাম মুনস্ক মানুষসহ সাধারণ মধ্যবিত্তকে হতাশ করে। এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বামধারার ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন সারাদেশে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে অনেকটা পিভোর্টাল ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮৬-এর নির্বাচনে অংশ নেয়ার প্রশ্নে ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থান তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছাত্রদের থেকে ছাত্র ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এবং সেই থেকে ছাত্র ইউনিয়নে যে ভাটার টান শুরু হলো যা আজও অব্যাহত আছে। এক অর্থে '৮৬র নির্বাচন অঘটনই সৃষ্টি করে। তবে মজার বিষয় হলো নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি কার্যত ১৫ দলীয় জোটের কাছে পরাজিত হয়। ১৫ দলীয় জোটের প্রার্থীরা অধিকাংশ আসনে এগিয়ে থাকা অবস্থায় গভীর রাতে ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরদিন নানা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে জাতীয় পার্টিকে বিজয়ী দেখানো হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়েই যেহেতু মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছিলো তাই ১৫ দল বা আওয়ামী লীগ ফলাফল ঘোষণায় কারচুপির বিরুদ্ধে কার্যত কোনো প্রতিরোধ দাঁড় করাতে পারেনি। বরং নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়া আপোষহীন নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন।

পরবর্তীতে এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে ১৫ দলীয় জোটের সদস্যরা পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে পুনরায় ৭ দলীয় জোটের সাথে যুগপৎ আন্দোলনে শামিল হন এবং এক পর্যায়ে এরশাদ সরকারের পতন হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয় এবং তাদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন বিশ্লেষকরা বা কেউই এমনকি বিএনপি নেতৃত্বও ধারণা করেননি যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করবেন; কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটলো। আবার ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার বিষয়ে বিএনপি গড়িমসি করায় এবং তা মানুষের মাঝে দৃশ্যমান হওয়ায় শেষপর্যন্ত আন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপিকে পরাজিত হতে হয়। তেমনি ২০০৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিজ পক্ষে ব্যবহার করার যে ফন্দি-ফিকির বিএনপি করে তার জন্য 'এক-এগারোর' শাসন নেমে আসে এবং বিএনপিকে কড়া মূল্য দিতে হয়। ২০০৮ এর নির্বাচনে তাদের ৩০টি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আবার ২০০৮ এ ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যাবস্থাই বাতিল করে ও জনগণের ভোটাধিকার হরন করে বিনা ভোটে, নৈশ ভোটে এবং ডামি ভোটে পর পর তিনটি নির্বাচন করে আজ তার ভয়াবহ মাশুল তাদের গুনতে হচ্ছে। জনগণের ভোটাধিকার হরণের পরিনতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, জনগণের ভোটাধিকার হরণের পরিনতিতে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান, জনগণের ভোটাধিকার হরণের চক্রান্তের পরিনতিতে এক-এগারো, জনগণের ভোটাধিকার হরণের পরিনতি-এক স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণে শেখ হাসিনার অবমাননাকর দেশত্যাগ, জনগণের ভোটাধিকার হরণের পরিনতি- স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলের 'নাই' হয়ে যাওয়া। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। নোবেলজয়ী এই প্রবীণ মানুষটির শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক প্রস্থানের জন্যও দ্রুত অতিদ্রুত জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ করে দেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। আরেকটি অচলাবস্থার দিকে না যেতে চাইলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার পুরোনো কৌশল নিয়ে পর্দার আড়ালের খেলা বন্ধ করতে হবে। একটি ভালো নির্বাচনের জন্য বছরের পর বছর মানুষ অপেক্ষায় রয়েছেন এবং অনিশ্চিয়তা অস্থিরতার বিপরীতে অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু নির্বাচনই স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রে উত্তরণের সব থেকে গ্রহণযোগ্য পন্থা। এই সত্যটি সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন তত সবার জন্য মঙ্গল।

[লেখক : সাবেক ছাত্র নেতা]

সংকট ও সংক্রান্তির শক্তি

পাভেল পার্থ

গ্রামীণ নিম্ন বর্গের বর্ষপঞ্জিকা প্রাণ ও প্রকৃতির নির্দেশনাকে মেনেই গড়ে তুলেছিল নানা কৃত্য ও বাৎসরিক আয়োজন। সংক্রান্তি হলো বর্ষপঞ্জিকার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। প্রতি মাসের শেষ হলো সংক্রান্তি আর প্রতি মাসের শুরু হলো মাস-পয়লা। ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনে সমাজকে প্রস্তুত করবার সব আয়োজন গড়ে ওঠেছিল এ সময়টাতেই। এর ভেতর আবার চৈত্রসংক্রান্তি, ফাল্গুনসংক্রান্তি, পৌষসংক্রান্তি, ভাদ্রসংক্রান্তি, শ্রাবণসংক্রান্তি, কার্তিকসংক্রান্তির আয়োজন পার্বণময়। কারণ এ সময়গুলো মাস নয়, বদলে যায় প্রকৃতির ঋতুকাল। চলতি আলাপে আমরা বাঙালি ও আদিবাসী জীবনের অসুখ ও মহামারী সামাল দেয়ার সংক্রান্তিগুলো নিয়ে কথা বলব। আলাপের কেন্দ্রে রাখব বর্ষবিদায়ের সংক্রান্তিপরবগুলো। কারণ এ সময়টাতে সমাজ পরবর্তী ৩৬৫ দিনের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি নেয় শরীর ও মনে। আর এখানেই চৈত্রসংক্রান্তির শক্তি এবং প্রকৃতিপাঠের এক অনন্য সমন্বয়। চৈত্রসংক্রান্তি ও চইতপরব প্রকৃতিতে তিতা জাতীয় শাকের উপস্থিতি জানান দেয় চৈত্র মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, বৈশাখ সমাগত। এটি বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের সন্ধিস্থলের এক অনন্য চিহ্ন। তিতাশাক ছাড়া বাঙালি কী আদিবাসী সমাজে বর্ষবিদায়ের সংক্রান্তি কৃত্য হয় না। গিমা তিতা, নাইল্যা, গিমা, দন্ডকলস, আমরুল, থানকুনি, নিম, নিশিন্দা, তেলাকুচা, মালঞ্চ, কানশিরা এ রকমের ১৩ থেকে ২৯ রকমের তিতা স্বাদের শাক খাওয়ার চল আছে দেশের নানা জনপদে। আদিবাসী বেদিয়া-মাহাতোরা চৈত্রসংক্রান্তির দিন বথুয়া, কাঁটাখুঁড়ে, গিমাসহ নানা জাতের তিতাশাক খায়। হাওরাঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির দিন আয়োজিত এ কৃত্যের নাম 'বেগুন পাতার বর্ত'। হাওরাঞ্চলে ব্রতকে 'বর্ত' বলে। এ দিনটিকে অনেকে 'হার বিষুও' বলেন, কেউ বলেন 'চইত পরব'। চইত পরবে বর্তের আগ পর্যন্ত বাড়ির নারীরা উপবাস থাকেন। ভোররাতে ওঠে বাড়ি ঘর সাফসুতরো ও লেপামোছা করতে হয়। বেগুন পাতার বর্তের জন্য বাড়ির বিছরাখেতের (আঙ্গিনা বাগান) বেগুনগাছ থেকে ৫ থেকে ১৩টি পাতা সংগ্রহ করা হয়। পাতাগুলো ধুয়ে ১৩টি পাতায় ১৩ জাতের তরিতরকারি রান্না করে ভাতসহ দেয়া হয়। বর্ত শেষে বেগুন পাতাগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়। চাকমারা এ সময় আয়োজন করে বিজু। ফুল বিজু, মূল বিজু ও গয্যাপয্যা দিন এ তিন পর্বে বিভক্ত বিজুর মূলে থাকে নানাপদের পাহাড়ি শাকসবজির তৈরি পাজোন। বান্দরবানের চাকরা সাংগ্রাইংয়ের সময় কাইনকো বা নাগেশ্বর ফুল সংগ্রহে মুখরিত হয়ে ওঠেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা এ সময় বিষু আয়োজন করেন। মারমা ও রাখাইনরা সাংগ্রাই আয়োজনে পবিত্র জল দিয়ে আগত সবাইকে ভিজিয়ে শুদ্ধ করেন। চৈত্রসংক্রান্তির আরেক অনবদ্য চিহ্ন হলো গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো গাজন বা চড়কের দল। লাল সালু কাপড় পরিধান করে এবং শিব-গৌরি সেজে, কেউবা মুখোশ চাপিয়ে মাগন সংগ্রহ করেন। আয়োজনে বৈচিত্র্য থাকলেও চৈত্রসংক্রান্তির মূলে আছে সুস্থতার জন্য প্রকৃতির তিতারস গ্রহণ ও চারপাশের পরিচ্ছন্নতা। অনাগত রোগ ও মহামারী থেকে আসন্ন বছরকে সুরক্ষিত করতেই চৈত্রসংক্রান্তির সব আয়োজন। হাজরা ও বাইশাখী রবিদাসদের ভেতর বাইশাখী পূজা ও হাজরা-কৃত্যের মাধ্যমে বর্ষবিদায় পালিত হয়। এদিন যবের ছাতু ও কাঁচা আম একত্রে মিশিয়ে আম-ছাতুয়া খাওয়া হয়। মৌসুমি ফল আমকে বর্ষবিদায়ের এ রীতির ভেতর দিয়েই সমাজ গ্রহণ করে রোগব্যাধি সামাল দেয়ার জন্য। বছরের প্রথম দিন ঘরের দেওকুড়ি নামের পবিত্রস্থলে কর্মের পূজা করা হয়। রবিদাসদের ভেতর যে যে কর্মপেশায় জড়িত তারা সেই কর্মের সাথে জড়িত আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো দেওকুড়িতে রাখে। হাতুড়ি, কোদাল, শাবল, কাঁচি, ছুরি, বাটাল যার কর্মে যা লাগে সব। কেবল মানুষ নয় এ সময় পেশায় জড়িত সব উপকরণ ও গৃহস্থালী সব কিছু ধোয়ামোছা করতে হয়। চইত বিশমা দিনাজপুরের বিরলের কড়া আদিবাসীরা চৈত্রসংক্রান্তিতে আয়োজন করেন চইতবিশমা। সংক্রান্তির কয়েকদিন আগ থেকেই পাড়া গ্রাম পরিচ্ছন্ন করা হয়, বহিরাগতদের গ্রামে প্রবেশ সীমিত করা হয়। চইতবিশমার দিনে নিমপাতার কাঁচা রস ও নানাপদের তিতাশাক খাওয়া হয়। পেঁয়াজ-রসুন-শুকনো মরিচ ঝুলানো হয় ঘরের দরজায়। কড়াদের প্রতিটি বাড়িতে পিড়াঘার নামে এক পবিত্র পূজাস্থল থাকে। এখানে চইতবিশমা পূজা শেষে হাড়িয়া পান ও নৃত্যগীতের আয়োজন হয়। বাহা ফাগুন (ফাল্গুন) মাস থেকেই শুরু হয় সাঁওতালি বর্ষ। বর্ষ বিদায় ও বরণের উৎসব বাহাও পালিত হয় এ মাসেই। এ সময় গাছে গাছে সারজম, ইচাক, মুরুপ্ আর মহুয়া ফুল ফোটে। বাহা পরবের ভেতর দিয়েই সাঁওতাল সমাজ এসব ফুলের মধু পান ও ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রকৃতির কাছে। বাহার আগে এসব ফুলের ব্যবহার সামাজিকভাবে নিষেধ। বাহা পরবে রোগজরা নিরাময়ে নতুন ফুলের স্পর্শ গ্রহণের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করে সাঁওতাল সমাজ। হেচড়া গোপালগঞ্জ-মাদারীপুরের চান্দারবিল এলাকায় হেচড়া দেবী পূজিত হন বসন্তকালে খোস-পাঁচড়া, বসন্ত, চুলকানি নিরাময়ের মানতে। এদিনে গো-ফাল্গুন রীতিও পালন করা হয়। গোবরের দলায় বউন্যা (বরুণ) ও ভাটির (ভাঁট) ফুল গেঁথে দিয়ে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকাতে ফাল্গুন মাসে এবং কোথাও চৈত্রসংক্রান্তিতে ভাঁট এবং বরুণ ফুল দিয়ে এ কৃত্য পালিত হয়। পঞ্চমদোল ফাল্গুনসংক্রান্তিতে আয়োজিত পঞ্চমদোল উৎসব বেশ কয়েকটি পর্ব ও আচারকৃত্যে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে। প্রথম দোলভিটে মেরামত, তারপর দোলপূর্ণিমার প্রথম দিন কুড়া পোড়ান পর্ব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন দোলপূজা, চতুর্থ দিন হোলি, পঞ্চম দিন পূণ্যাহ বা সমাপ্তি। দোলভিটের সামনে পূবমুখী করে বগাঝোল, বাইল্যাবাত, মধুশাইল, নেপালদীঘা, ভাওয়াইল্যা, কইতরমণি, পোখরাজ এরকম স্থানীয় আমন ধানের পল (খড়) ও মুলী বাঁশ দিয়ে পুরুষেরা কুড়াঘর তৈরি করেন। পঞ্চমদোলের প্রথম দিন এই কুড়া পোড়ানো হয়। গ্রাম থেকে অশান্তি, রোগশোক ও অশুভ শক্তিকে দূর করার জন্য এই কৃত্য পালিত হয়। শীতলা পূজা বসন্তরোগবিনাশী দেবী শীতলা। সারা গায়ে গুটি বসন্তের দাগ। ফাল্গুন-চৈত্রে আয়োজিত শীতলা পূজা ঘিরে নরসিংদী, গাজীপুর, মৌলভীবাজার, সিলেট, সাতক্ষীরাসহ দেশের নানাপ্রান্তেই জমে ওঠে রকমভিন্ন আয়োজন ও মেলা।

গ্রামে গ্রামে শ্যাওড়া, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ষষ্ঠী বট, খেজুর, বকুল গাছতলায় গড়ে ওঠেছে শীতলাতলা ও শীতলাথান। শীতলা পূজায় ১০৮টি মাটির ছোট প্রদীপ লাগে। একটি দেবী ঘট, একটি ফুল-জলের হাড়ি লাগে। এতে দুধ-বাতাসা-বেলপাতা-তুলসীপাতা-ডাবের জল মিশানো হয়। পূজার পরে সবাইকেই এটি খেতে দেয়া হয়। কেউ কেউ এটি শরীরে মাখেন। শেষে হোম যজ্ঞের কালি ও ঘি একত্রে মিশিয়ে সবার মাথা-কপালে লাগানো হয়। সাতক্ষীরার সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতি বছর মানুষের হাম-বসন্ত-পাতলা পায়খানা-জ্বর হলে এবং গরু-ছাগলের পশ্চিমে-গায়ে গুটি বের হলে, সর্দি লাগলে-পাতলা পায়খানা করলে শীতলা পূজার মানসী (মানত) করা হয়। সারুল অসুখ ও অশুভশক্তি থেকে গ্রামকে মুক্ত রাখতে বসন্তকালে মুন্ডারা পালন করে সারুল/সারহুল কৃত্য। সুন্দরবন অঞ্চলে এ পূজায় সিন্দ্রি (সুন্দরী) গাছের পাতা লাগে। মাটির থানে ও ঘরের ভেতর পূজা হয়। কৃত্যকালীন সময়ে কঠোরভাবে বহিরাগতদের গ্রামে প্রবেশ সীমিত করা হয়। ঘাটাবান্ধাবর্ত হাওরাঞ্চলে বসন্তকালীন রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে এই ব্রত পালিত হয়। চালতাপাতা দিয়ে ঘাটা বাঁধা হয় এবং ঘরবাড়ির চারপাশ, জমিন ও গৃহপ্রবেশের মুখে এসব স্থাপন করা হয় যেন কোনো ব্যাধি ও অশুভ কিছু প্রবেশ না করতে পারে। একইভাবে কমপক্ষে আট রকমের শাকসবজি দিয়ে আটআনাজবর্তও পালিত হয় যাতে মানুষের শরীরে কোনো জরাব্যাধি প্রবেশ না করতে পারে। সংক্রান্তির শক্তি ষড় ঋতুর বাংলাদেশ এখন কত ঋতুর দেশ তা আরেক লম্বা তর্কের তল। প্রতিটি ঋতুর সন্ধিক্ষণ হলো সংক্রান্তি। আর এই সময়টা জরা-ব্যাধি জয় করে নতুন আরেক বছরের জন্য সঞ্জিবনী সঞ্চয়ের সময়। গ্রামীণ নিম্নবর্গ অসুখ ও মহামারীকে সামাল দিতেই সংক্রান্তির সময়গুলোতে নিজেদের নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। খাদ্য থেকে শুরু করে চারপাশের পরিচ্ছন্নতা, সাময়িক বিচ্ছিন্নতা থেকে নানামুখী সঙ্গনিরোধ এসব মিলিয়েই আমাদের সংক্রান্তি আয়োজন। সংক্রান্তি কেবল গাজনের গীত বা তিতাশাকের পরব নয়। মহামারী থেকে বাঁচার এক সামষ্টিক স্থানীয় কায়দা। প্রকৃতিকে জানা-বোঝার জন্য এক সামাজিক আহ্বান। সংক্রান্তিতেই সমাজ প্রকৃতির বিশেষ কিছু বিশেষভাবে গ্রহণ করে ও সামাজিক বিধিনিষেধগুলোর পাবলিক চর্চা করে। মূলত এর ভেতর দিয়ে সমাজ জানাতে চায় প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু করণীয় ও বিধি আছে। এসব বিধিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতেই সংক্রান্তির নানা কৃত্য আয়োজন। বাঙালি জনপদে চৈত্র মাসে শিমুইর (শিম), ফাল্গুনে মূলা, শ্রাবণে কচু, আষাঢ়ে ওল, জ্যৈষ্ঠে গিমাতিতা শাক, কার্তিকে ওল খায় না অনেকেই। গ্রামের প্রবীণ অনেকেই এখনও মনে করেন বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনো শস্য ফসল লাগাতে হয় না, কারণ এতে জ্যেষ্ঠ সন্তানের অমঙ্গল হয়। শ্রাবণ মাসে কলা গাছ লাগানোর নিয়ম নেই। শ্রাবণ মাসে মনসাবর্ত হয় এবং এর সাথে জড়িত বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনিতে বেহুলা কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে ছিল বলেই শ্রাবণ মাসে কলাগাছ পোঁতার নিয়ম নেই। শনি ও মঙ্গলবারে সাধারণত: কোনো শস্যফসল লাগানোর নিয়ম নেই। ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধ্যা, রাত ও ভোর রাতে কোনো কিছু লাগানোর নিয়ম নেই। সমতল অঞ্চলের বাঙালি মুসলিম পরিবারের অনেকেই বুধবারে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটে না, কারণ তারা বুধবারকে মাদারিয়া বার হিসেবে দেখে। মাদার পীরের বারকে মাদারিয়া বার বলে।

টাঙ্গাইলের চারান বিলের বাঙালি জেলে পরিবারে রাগা মাছ খাওয়া হয় না। অনেকে বিশ্বাস করেন এই মাছ সর্পদর্শনের পর ভেলায় ভাসমান লক্ষিন্দরের পায়ের টাখনুগিরা খেয়ে ফেলেছিল। ঠিক যেমন সিলেটসহ দেশের অনেক অঞ্চলের বাঙালি মুসলিম পরিবার হযরত শাহজালালের স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জালালি কবুতরের মাংস খান না। কিন্তু আমাদের তথাকথিত আধুনিক ও 'সভ্য' শহুরে সমাজে প্রতিদিন প্রকৃতির ব্যাকরণকে অমান্য ও তছনছ করা হয়। আমাদের নাগরিক জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ কোনো বিধিনিষেধ নেই। এখন সারা বছর বাজারমুখী শস্যফসল মেলে। কোনোকিছু দেখে বোঝার উপায় নেই এটা কোন ঋতু। আমরা তাহলে এমন করপোরেট ভোগবাদী উন্নয়ন দিয়ে কার লাভ আর কার ক্ষতি করছি? প্রকৃতির ধারাপাত চুরমার করে দিচ্ছি বলেই ইবোলা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, করোনা নানা মহামারীতে দুনিয়া বিপর্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের গ্রামীণ নিম্নবর্গের সংক্রান্তি পালনের ভেতর প্রকৃতির বিজ্ঞানকে মান্য করার এক অবিস্মরণীয় শক্তি ও দর্শন আছে। ব্যক্তি নয়, সমষ্টির অভিজ্ঞতা আর প্রকৃতির প্রতি নতজানু হওয়ার ভেতর দিয়েই সব সংকট থেকে মুক্তির জন্য লড়েছে নিম্নবর্গ। বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের পরবগুলোও সেই শক্তিই জানান দেয়।

চীনের শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীন তার শিক্ষাব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং শ্রেণিকক্ষে সরাসরি এআই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করতে যাচ্ছে দেশটি। গত বুধবার চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক সরকারি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এই উদ্যোগ কার্যকর হবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়েড়্যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এআই প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারবেন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন উদ্ভাবনকে আরো উৎসাহিত করতে এবং ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির নতুন দিক খুঁজতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের 'মৌলিক দক্ষতা' গঠনে সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যোগাযোগ এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়বে। এ ছাড়া এআই প্রযুক্তির সংযুক্তির ফলে শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠবে আরো উদ্ভাবনী ও চ্যালেঞ্জিংড়্যেখানে শেখার পদ্ধতি হবে আরো আধুনিক। এর আগে জানুয়ারিতে চীনা স্টার্টআপ 'ডিপসিক' আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হয়। 'ডিপসিক' চীনা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই চালিত চ্যাটবট। ডিপসিকের মূল প্রতিষ্ঠানটি বলছে, তাদের নতুন এআই মডেল বাজারের শীর্ষ এই মডেল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চ্যাটজিপিটির সমকক্ষ। তবে চ্যাটজিপিটির তুলনায় তাদের এআই মডেল তৈরিতে খরচ হয়েছে বহুগুণ কম। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এআইভিত্তিক কোর্স চালু ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। চীন প্রথমবারের মতো শক্তিশালী শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করাই এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সূত্র : রয়টার্স

টাইমের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় নেই কোনো ভারতীয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনের ২০২৫ সালের বার্ষিক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনূস থেকে শুরু করে প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের মতো ব্যক্তিত্বরা স্থান পেয়েছেন। তবে এবারের সংস্করণে কোনো ভারতীয় নাগরিকের নাম না থাকায় বিষয়টি আলোচনার জন্ম দিয়েছে। খবর এনডিটিভির। প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণত টাইম ম্যাগাজিনের এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি দেখা যায়। গত বছর ২০২৪ সালে বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট ও অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগির সাক্ষী মালিক এই তালিকায় ছিলেন। টাইম ম্যাগাজিন 'নেতৃত্বশীল ব্যক্তিত্ব (লিডারস), আইকনস ও টাইটানসসহ বিভিন্ন বিভাগে এই তালিকা প্রকাশ করে। তবে এবারের সংস্করণে 'লিডারস' বিভাগে ব্যতিক্রম হিসেবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক রেশমা কেওয়ালরামানি নিজের স্থান করে নিয়েছেন। ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রেশমা কেওয়ালরামানি ১১ বছর বয়সে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন। পরবর্তীতে তিনি দেশটির একটি বৃহৎ পাবলিক বায়োটেকনোলজি কোম্পানির প্রথম নারী সিইও হিসেবে ইতিহাস গড়েন। টাইম ম্যাগাজিনের জন্য রেশমা কেওয়ালরামানির মুখবন্ধ লিখেছেন জেসন কেলি। তিনি রেশমার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ওষুধ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় তার দক্ষ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে, টাইম ম্যাগাজিনে অধ্যাপক ইউনূসকে নিয়ে মুখবন্ধটি লেখেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন। মুখবন্ধে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গতবছর স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রীর পতন হলে বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এক সুপরিচিত নেতা শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এতে আরও বলা হয়, অনেক বছর আগেই গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের পথ দেখিয়েছিলেন ড. ইউনূস। তার এই উদ্যোগের সুফল পেয়েছে লাখো মানুষ, যাদের ৯৭ শতাংশ নারী। (গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে) তারা নিজ উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করেছে, পরিবারের ভরণপোষণ করেছে, নিজেদের মর্যাদা ফিরে পেয়েছেন। হিলারি ক্লিনটন আরও লেখেন, 'ইউনূসের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় আরকানসাসে। তখন এই অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ছিলেন বিল ক্লিনটন।

ভিনগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ত্বের শক্ত প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভিনগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ত্বের ব্যাপারে এ যাবৎকালের সবচেয়ে শক্ত প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এ প্রমাণ হাজির করেছেন বলে গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে বিবিসি। বিবিসি জানিয়েছে, কে২-১৮বি নামের একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণা করছিলেন ক্যামব্রিজের গবেষক দলটি। তারা ওই গ্রহে এমন অণুর লক্ষণ সনাক্ত করেছেন যা পৃথিবীতে কেবল সরল জীবের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে গ্রহের বায়ুমণ্ডলে জীবনের সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় এবং আরো আশাব্যঞ্জক সময় রাসায়নিক সনাক্ত করেছেন তারা।

অবশ্য গবেষক দল এবং স্বাধীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে বলছেন যে এই ফলাফলগুলো নিশ্চিত করার জন্য আরো তথ্যের প্রয়োজন। গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক নিক্কু মধুসূধন জানিয়েছেন, তিনি শিগগিরই চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়ার আশা করছেন। তিনি বলেছেন, "সম্ভবত প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে সে ব্যাপারে এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। আমি বাস্তবসম্মতভাবে বলতে পারি যে আমরা এক থেকে দুই বছরের মধ্যে এই সংকেতটি নিশ্চিত করতে পারব।" কে২-১৮বি হচ্ছে পৃথিবীর আড়াই গুণ আকারের এবং আমাদের থেকে ৭০০ ট্রিলিয়ন মাইল বা ১২৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এতোটাই শক্তিশালী যে এটি গ্রহের কক্ষপথে প্রদক্ষিণকারী ছোট লাল সূর্যের মধ্য দিয়ে আসা আলো থেকে গ্রহের বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করতে পারে। কেমব্রিজ গ্রুপটি আবিষ্কার করেছে যে, বায়ুমণ্ডলে জীবনের সাথে সম্পর্কিত ডাইমিথাইল সালফাইড ও ডাইমিথাইল ডাইসালফাইডের অণুর মধ্যে অন্তত একটির রাসায়নিক স্বাক্ষর রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবীতে এই গ্যাসগুলো সামুদ্রিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। অধ্যাপক মধুসূদন জানান, একটি মাত্র পর্যবেক্ষণে দৃশ্যত এতো গ্যাস সনাক্ত করা হয়েছে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেছেন।

ইস্টার উদযাপনের প্রস্তুতিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী রোববার ইস্টার উদযাপন করতে যাচ্ছেন ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট ও অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসবটি যিশুর মৃত্যু ও তাঁর পুনরুত্থানকে স্মরণ করে শতাব্দী প্রাচীন রীতিনীতির মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ইস্টারের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই। বসন্তকালীন পূর্ণিমার পরবর্তী রোববারেই এই দিনটি পালন করা হয়। এর আগে আসে চল্লিশ দিনের উপবাস ও প্রার্থনার সময় যিশুর মরুভূমিতে কাটানো সময়ের স্মরণে 'লেন্ট' পালন করা হয়। 'হলি উইক' শুরু হয় 'পাম সানডে' দিয়ে, যা প্রায় ২,০০০ বছর আগে যিশুর জেরুজালেমে প্রবেশ এবং ইহুদি পাসওভার উৎসবে অংশগ্রহণকে স্মরণ করে। 'মন্ডি থার্সডে' পালিত হয় যিশুর শেষ আহার 'লাস্ট সাপার'-এর স্মরণে। এই সময় তিনি তাঁর ১২ শিষ্যের সঙ্গে আহার করেন এবং মানবজাতির মুক্তির জন্য নিজের দেহ ও রক্ত উৎসর্গ করেন বলে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস। এরপর যিশুকে গ্রেপ্তার করা হয়, জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রোমান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন তিনি। 'গুড ফ্রাইডে' পালন করা হয় যিশুর 'প্যাশন' বা দুর্ভোগ ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্মরণে। খ্রিস্টান মতে, যিশুকে ইহুদি নেতারা ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করায় মিথ্যাচারের অভিযোগে এবং রোমানরা তাঁকে জনশৃঙ্খলা নষ্ট করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। পরে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়। বিশ্বাস করা হয়, যিশু বিকেল তিনটায় মারা যান। এরপর তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে সমাধিতে রাখা হয়। এই দুর্ভোগের স্মরণে রোমের আলো-আলোকিত কলোসিয়ামে সন্ধ্যাকালীন 'স্টেশন অব দ্য ক্রস' শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

হার্ভার্ডে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞার হুমকি ট্রাম্প প্রশাসনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারির হুমকি দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। স্থানীয় সময় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক বিবৃতিতে এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'হার্ভার্ড যদি তাদের প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলছে তা যাচাই করতে না পারে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ হারাবে।' এর আগে রাজনৈতিক তদারকি মানতে অস্বীকৃতি জানানোয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি গবেষণা চুক্তি বাতিলের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ট্রাম্প প্রশাসন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবাকে (আইআরএস) আনুষ্ঠানিকভাবে হার্ভার্ডের কর-মুক্ত মর্যাদা বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে।

ইরান-মার্কিন আলোচনার আগে তেহরানে গেলেন সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার তেহরানে পৌঁছেছেন সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন সালমান। মেহের নিউজ এজেন্সি এ খবর জানিয়েছে। কাতারি টেলিভিশন আলারাবি টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে উন্নত সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার জন্যই এই সফর। মেহের নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, প্রিন্স খালিদ তার অবস্থানকালে ইরানের উচ্চপদস্থ সামরিক ও

রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরির সঙ্গে দেখা করবেন। পরবর্তীতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে, তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে পরবর্তী দফার আলোচনা আগামী ১৯ এপ্রিল রোমে অনুষ্ঠিত হবে বলে সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন আমেরিকার অ্যাক্সিওস নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক বারাক রভিদ। এর আগে গত ১২ এপ্রিল ওমানে প্রথম দলায় আলোচনা হয়। অ্যাক্সিওসের মতে, ইরান নীতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন দ্বিধাবিভক্ত। কিছু কর্মকর্তা শান্তি-ভিত্তিক সমাধানের পক্ষে, যার প্রতিনিধিত্ব করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভেন উইটকফ এবং পেন্টাগন প্রধান পিট হেগসেথ। তারা যারা বিশ্বাস করেন, এই চুক্তির জন্য ওয়াশিংটনের সম্ভাব্য ছাড়সহ একটি কূটনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। অন্য গ্রুপে রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়াল্টজ। তারা ওয়াশিংটনের সাথে চুক্তি করলেও তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি হ্রাস করার সম্ভাবনা নিয়ে অত্যন্ত সন্দিহান। তারা মনে করেন, তেহরান এখন আগের চেয়েও দুর্বল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার জন্য জোর দেওয়া। যদি তারা অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তারা দেশটির ওপর আমেরিকান বা ইসরায়েলি হামলাকে সমর্থন করে।

বিনোদন

গৌরী খানের রেস্তোরাঁয় নকল পনির পাওয়ার অভিযোগ!

বিনোদন ডেস্ক : গত বছরই ভারতের মুম্বাইয়ে নিজের নতুন রেস্তোরাঁ উদ্বোধন করেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খান। রেস্তোরাঁটির নাম রেখেছেন 'তোরি'। রেস্তোরাঁটির ভেতরে ঢুকলে তার বিলাসবহুল অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় মুগ্ধ হতে বাধ্য হবেন যে কেউ! এই রেস্তোরাঁয় প্রায়ই বলিউডের খ্যাতনামা তারকাদের আনাগোনা চোখে পড়ে। তবে অতি সম্প্রতি নেতিবাচক খবরের কারণে শিরোনামে গৌরী খানের 'তোরি'। ভারতের একজন প্রভাবশালী সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দাবি করেছেন, গৌরীর রেস্তোরাঁয় নাকি 'নকল' পনির পরিবেশন করা হচ্ছে। আর তার এমন অভিযোগের কারণেই সমালোচনার মুখে পড়েছে 'তৌরি'। হিন্দুস্তান টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রভাবশালী ওই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এবং ইউটিউবার সার্থক সচদেব গৌরী খানের 'তোরি' সহ একাধিক তারকার রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবার খেয়েছেন। আর সমস্ত রেস্তোরাঁতে গিয়েই তিনি চেক করেছেন, সেখানকার পনির আসল নাকি নকল। সেই সব ভিডিও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। ওই ইউটিউবারের অভিযোগ, 'তোরি'-তে স্টার্চযুক্ত পনির পরিবেশন করা হয়েছিল, যা তার করা পরীক্ষা অনুসারে ভেজালের একটি চিহ্ন। ভিডিওতে, সার্থক রেস্তোরাঁয় পরিবেশিত পনিরের একটি টুকরোতে আয়োডিন ড্রপ দিয়ে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা, যা সাধারণত স্টার্চের উপস্থিতি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। সেখানে দেখা যায় আয়োডিনের স্পর্শে পনির কালো এবং নীল হয়ে যায়। রঙ পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সার্থক ঘোষণা করেন, 'শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খানের রেস্তোরাঁয় পনির নাকলি থা। ইয়ে দেখ কে মেরে তো হোশ উদ গয়ে থে।'

ওই ভিডিওতে সার্থক সচদেব-কে মুম্বাইয়ের বেশ কয়েকজন সেলিব্রিটির মালিকানাধীন রেস্তোরাঁ পরিদর্শন করতে দেখা যায়। যার মধ্যে ছিল বিরাট কোহলির ওয়ান-৮ কমিউন, শিল্পা শেঠির 'বাস্তিয়ান' এবং ববি দেওলের 'সামপ্লেস এলস'।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালের মঞ্চে গাইবে লিনকিন পার্ক

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় রক ব্যান্ড লিনকিন পার্ক। দুনিয়াজুড়ে রয়েছে যাদের ভক্ত-শ্রোতা। যাদের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কনসার্ট করে দলটি। এবার তাদের দেখা যাবে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল মঞ্চে। রক সাউন্ডের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, আগামী ৩১ মে জার্মানির মিউনিখে অবস্থিত আলিয়ানৎস আরেনায় অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে লিনকিন পার্ক একটি এক্সক্লুসিভ নতুন রিমিক্স গান পরিবেশন করবে, যা তারা বিশেষভাবে এই ইভেন্টের জন্য তৈরি ও রেকর্ড করেছে। এই রিমিক্সে তাদের চেনা গিটার রিফের সঙ্গে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আবহের একটি দুর্দান্ত মিশ্রণ থাকবে। এটি তারা মঞ্চে প্রথমবারের মতো পরিবেশন করবে, যা সারা বিশ্বের টিভি দর্শকদের সামনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। তাই বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বসিত গোটা ব্যান্ড। যা নিয়ে ব্যান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'নতুন অ্যালবাম ও চলমান ট্যুরের সঙ্গে আমরা ভক্তদের যে ভালোবাসা, উদ্দীপনা পাচ্ছি, তাতে আমরা অভিভূত। সেই অনুভূতিগুলোই আমরা উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের কিক-অফ শোতে, পেপসির উপস্থাপনায়, পুরো দুনিয়ার সঙ্গে ভাগ করে নিতে মুখিয়ে আছি। এই শো আমাদের ব্যান্ডের জন্য একেবারে নতুন এক অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। আমরা রোমাঞ্চিত যে, আমাদের প্রিয় কিছু পুরোনো ও নতুন গান হাজারো দর্শকের সামনে, আর বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি দর্শকের উদ্দেশে পরিবেশন করতে পারব।' লিনকিন পার্ক তাদের সর্বশেষ অ্যালবাম 'ফ্রম জিরো'-এর ডিলাক্স এডিশন ১৬ মে প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আর ২৮ জুন তারা লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে একটি বিশাল কনসার্টের হেডলাইনার হিসেবে মঞ্চে উঠবে, যেখানে তাদের সঙ্গে থাকবে জনপ্রিয় ব্যান্ড স্প্রিটবক্স ও শিল্পী জেপিইজিমাফিয়া।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে অক্ষয়ের 'কেশারি টু'

বিনোদন ডেস্ক : ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে জড়ো হন ১৫-২০ হাজার ভারতীয়। তাদের অধিকাংশই ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের। তারা সেখানে একত্র হয়েছিলেন পাঞ্জাবি নববর্ষ উদযাপন করতে। নবান্ন উৎসব পালনের পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্য ছিল দমন-নিপীড়নমূলক রাওলাত আইনের বিপক্ষে প্রতিবাদ জানানো। এই আইনের ফলে খর্ব হয়েছিল গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। শুরু হয়েছিল বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার এবং অনির্দিষ্ট সাজার অন্যায্য সুযোগ। ফলে সাধারণ মানুষ এক হয়ে? নির্বিচারে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বৈশাখী উৎসব পালন করতে আসা জনতা তখনও জানে না কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। হঠাৎ সেই বাগানে ঢুকে পড়েন ৫০ জন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাসদস্য। কর্নেল রেজিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে সাধারণ নাগরিকদের বাগান থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে

দেওয়া হয়। তাঁর আদেশেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে সৈনিকেরা। টানা ১০ মিনিটে প্রায় ১৬৫০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে সৈনিকেরা।

১৬ দিনে কত টাকা আয় করল 'জংলি'?

বিনোদন ডেস্ক : এবারের ঈদে প্রেক্ষাগৃহে যে ৬টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সিয়াম আহমেদের 'জংলি'। এম রাহিমের পরিচালনায় এই সিনেমায় উঠে এসেছে বাবা-মেয়ের গল্প, যা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের চোখে কান্না ঝরিয়েছে।

ঈদের দিন থেকেই সিনেপ্লেক্সের বিভিন্ন শাখায় 'জংলি'র শো হাউজফুল যাচ্ছে। যদিও বরবাদ ও দাগির কারণে জংলির শো-এর পরিমাণ কম ছিল। তবুও দর্শকের কাছ থেকে সিনেমাটি ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। যে কারণে ঈদের তৃতীয় সপ্তাহে এসেও প্রেক্ষাগৃহে এখনও জংলি দেখতে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। এমন অবস্থায় মুক্তির ১৬ দিনে জংলি কত আয় করেছে, সেই তথ্য দিয়েছেন সিনেমার পরিচালক এম রাহিম। গত বুধবার রাতে এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এই নির্মাতা জানিয়েছেন, জংলির গ্রস কালেকশন (টিকিট বিক্রি মূল্য) ২ কোটি ৬ লাখ টাকা। রহিম তার স্ট্যাটাসে জানান, পরিবারের সবাই একসাথে হাসছে, একসাথে কাঁদছে বাংলা সিনেমা দেখে, জংলি দেখে।

আইএমডিবির টপ ১০০তে জায়গা করে নিলো 'বরবাদ'

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় অনলাইন ভিত্তিক ডাটাবেজ আইএমডিবির (ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ) তালিকায় উঠে এসেছে শাকিব খানের 'বরবাদ' সিনেমা। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই সিনেমা আইএমডিবির সেরা ১০০ জনপ্রিয় সিনেমার তালিকায় ৪৪তম স্থানে রয়েছে। আইএমডিবির চার্টে দেখা গেছে, প্রথমেই রয়েছে হলিউড সিনেমা 'আ মাইনক্রাফট মুভি'। এছাড়াও স্নো হোয়াইট, অ্যানোরা, সুপারম্যান, মিশন ইম্পসিবল: ফাইনাল রেকনিং, সিকান্দার, ক্যাপ্টেন আমেরিকা: ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড এর পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে ঢাকাই সিনেমা 'বরবাদ'। আইএমডিবিতে সিনেমাটি ৭.৪ রেটিং পেয়েছে। যে হিসেবে বরবাদ ইতিবাচক রিভিউ'ই পেয়েছে চলচ্চিত্র সমালোচকদের কাছ থেকে। হলিউড, বলিউডের সঙ্গে আইএমডিবি চার্টে বাংলাদেশি সিনেমার স্থান পাওয়াকে গর্ব হিসেবে দেখেছেন 'বরবাদ' নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়। এই পরিচালক বলেন, 'আইএমডিবি চার্টে আমাদের সিনেমা ৪৪তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে, তাও জনপ্রিয় সিনেমা ক্যাটাগরিতে; এটা তো আমাদের জন্য অনেক আনন্দের, গর্বের।

ফেসবুকে পরীমণির রহস্যময় স্ট্যাটাস

বিনোদন ডেস্ক : নানা কারণেই সংবাদের শিরোনাম হন ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা পরীমণি। প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদ নিয়ে হরহামেশাই আলোচনার সৃষ্টি করেন তিনি। বাদ যায় না তার ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডও। সম্প্রতি গৃহকর্মীকে মারধরের অভিযোগে বিতর্কের মুখে পড়েন এই অভিনেত্রী। এই ঘটনায় পরীমণির নামে মারধরের অভিযোগে থানায় জিডি (সাধারণ ডায়েরি) দায়ের হয়। যেখানে পিংকি আক্তার নামের সেই গৃহকর্মী দাবি করেন, নায়িকার এক বছরের কন্যাসন্তানকে খাবার খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে তাকে মারধর করেন পরী। এরপর গণমাধ্যমেও পরীমণির ব্যক্তিজীবন নিয়ে বিভিন্ন আপত্তিকর মন্তব্য করে সেই তরুণী। যেখানে উঠে আসে সংগীতশিল্পী শেখ সাদীর নাম। বহুদিন ধরেই এই গায়কের সঙ্গে নায়িকার প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে শোবিজপাড়ায়। পরীমণির ফেসবুকেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সময় এই গায়কের সঙ্গে ছবি কিংবা সাদীকে উদ্দেশ্য করে নানা ধরণের স্ট্যাটাসের দেখা মিলেছে। যেখানে তাদের সম্পর্কের মধুর রসায়ন ভক্তদের চোখে পড়েছে। তবে সম্প্রতি সময়ে সময়ে সাদীর প্রসঙ্গে যেন পুরোপুরি নীরব পরীমণি। বোঝাই যাচ্ছে, অভিনেত্রীকে জড়িয়ে বিভিন্ন সংবাদ দুজনকেই বিব্রতির মুখে ফেলেছে। ভক্তরাও মনে করছেন, সাদী-পরীমণির মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। সাদী-পরীর সম্পর্কের বর্তমান সমীকরণ যেটাই হোক না কেন, সম্প্রতি এই নায়িকার দুইটি ফেসবুক পোস্ট আবারও আলোচনার ঝড় তুলেছে। দুইটি স্ট্যাটাসই রহস্যময় বার্তা দিতে চেয়েছেন পরীমণি। যেখানে কোনো কিছুই স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে নেটিজেনরা সেই স্ট্যাটাসেও শেখ সাদী প্রসঙ্গই টেনে এনেছেন। এর মধ্যে গত মঙ্গলবার এক স্ট্যাটাসে পরী লিখেছেন, তোমার মা-মা, আর বাকি সব...... । এরপর গত বুধবার এক শব্দের এক স্ট্যাটাসে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'ব্লাকমেইলার'। যদিও এই দুই স্ট্যাটাসের রহস্য খোলাসা করেননি পরীমণি। তবে নেটিজেনদের মন্তব্য তো আর বন্ধ করতে পারেননি।

দুই স্ট্যাটাসই ঝড়ের গতিতে শেয়ার হয়েছে ফেসবুকে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট, গ্রুপে। যেখানে কেউ কেউ বলেছেন, হয়তো কাউকে উদ্দেশ্য করেই এই বার্তা দিয়েছেন পরী। কেউ লিখেছেন, 'নায়িকা তাহলে ব্লাকমেইলের শিকার হচ্ছেন।' কারো আবার মন্তব্য, 'হয়তো পরবর্তী কোনো সিনেমা কিংবা ওয়েব সিরিজের প্রচারণায় এই প্রন্থা বেছে নিয়েছেন পরী।' তবে নায়িকার শুভাকাঙ্খীদের প্রশ্ন, আবার কী হয়েছে পরীমণির? ব্যক্তিজীবনে নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেন তিনি? সেই উত্তরটা হয়তো সময়ই বলে দেবে।

রোজা রাখা নিয়ে প্রশ্নের মুখে সোহা

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ ১০ বছর সুখে শান্তিতে সংসার করছেন বলিউড তারকা সোহা আলি খান ও কুণাল খেমু। তারা কন্যা সন্তানেরও জনক-জননী। তবে একসময় এ সম্পর্ক তৈরি করতে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। ভিন্নধর্মে বিয়ের জন্য এখনো কটাক্ষ ধেয়ে আসে সোহা ও কুণালের দিকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি দীপাবলি ও হোলি উদযাপনে কুণালের সঙ্গে যোগ দেন সোহা। এ ছবিও তিনি সোশ্যাল অনুরাগীদের সঙ্গে মিডিয়ায় ভাগ করে নেন। এসব ছবির জন্যই সোহাকে কটাক্ষের শিকার হতে হয়। মুসলিম হিসেবে তিনি কতটা ভালো এবং রমজানের সময় তিনি রোজা রাখেন কি না, এসব প্রশ্ন ধেয়ে আসে তার দিকে। তবে এই ধরনের মন্তব্য কোনো প্রভাব ফেলে না সোহার উপরে। সোহা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গেছে। আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি কিছু পোস্ট করলেই লোকজন আমার ধর্ম নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দেন। তার কারণ আমি একজন হিন্দুকে বিয়ে করেছি। আমার মায়েরও হিন্দু পদবি। তিনি একজন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন।' ধর্ম নিয়ে কটাক্ষের বিষয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'দীপাবলিতে আমি কিছু পোস্ট করলেই তারা প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেমন মুসলিম? রমজানে কয়টা রোজা রাখেন?' তবে এসবে আমার কিছু যায় আসে না।

সকাল সকাল বাড়ির উঠানে ধান সেদ্ধ করছেন গৃহবধূ নাসিমা বেগম। সেই ধান রোদে শুকিয়ে মিল থেকে ভাঙিয়ে চাল করা হবে। বউঘাটা, গেরদা, ফরিদপুর।

দূর-দূরান্তের মানুষ সাড়ে ৪০০ বছরের মসজিদে নিয়ে আসে মানত

চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধ : প্রাচীন এবং ক্ষুদ্র আয়তনের মসজিদের মধ্যে এটি হলো কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার মসজিদেরপাড় এলাকার দুই কাতার/তিন গম্বুজ মসজিদ। প্রাচীনকালের সাক্ষী ওই মসজিদের নামানুসারে গ্রামের নাম রাখা হয়েছে মসজিদেরপাড় গ্রাম। মসজিদটির বিভিন্ন জায়গায় মোগল আমলের স্থাপত্যশিল্পের ছাপ অঙ্কিত ছিল। এটি কত সালে নির্মিত, সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এটির স্থাপত্যশৈলীসহ বিভিন্ন দিক থেকে ধারণা করা হয় এটি সাড়ে ৪০০ বছর পূর্বের মোগল আমলের একটি স্থাপনা। গতকাল বৃহস্পতিবার সরেজমিন উপজেলা শহর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তরে মসজিদেরপাড় গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, ধূসর বর্ণের পাথরে অসাধারণ নির্মাণশৈলীর তিন গম্বুজের এই মসজিদটি। উত্তর-দক্ষিণে ৪০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ২০ ফুট আয়তনের তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদের সামনে তিনটি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণমুখো দুটি জানালা আছে। দরজা ও জানালা থেকে বোঝা যায় এটির দেয়ালগুলো প্রায় ৫ ফুট চওড়া। দেয়ালের গাঁথুনিতে ব্যবহার করা হয়েছে পাতলা ধরনের ইট ও টালির সঙ্গে চুন-সুরকি। চুন-সুরকির সঙ্গে এক ধরনের ডালও মেশানো হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। ভেতরের দেওয়ালে আঁকা ছিল নানা ধরনের লতাপাতা ও ফুলের কারুকাজ যা প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে। মসজিদের সামনে ছিল বিশালাকৃতির একটি কূপ। কূপের গাঁথুনিও ছিল পাতলা আকৃতির ইট ও টালি যা চুন-সুরকি দিয়ে আটকানো। বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলে ওজু করতেন নামাজের জন্য আসা মুসল্লিরা। মসজিদটির ভেতরে দুই কাতারে ৪০জন একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। এলাকায় মুসল্লির সংখ্যা বাড়তে থাকায় মসজিদে জায়গা সংকুলান হচ্ছিল না। এজন্য ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে এলাকাবাসী উদ্যোগ নিয়ে পুরাতন মসজিদের সঙ্গে মিল রেখে সামনে প্রায় ৩০ ফুট বৃদ্ধি করেন। প্রাচীন এই মসজিদটিতে জিনের অবস্থান ছিল বলেও অনেকের ধারণা। আজান দিতে আসা দুই মুয়াজ্জিনকে থাপ্পড় মেরে অজ্ঞান করার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে অনেকে জানান। প্রাচীন মসজিদ এবং মসজিদকে ঘিরে নানা অলৌকিক ঘটনা কথিত থাকায় জটিল রোগ থেকে মুক্তি ও কাজে সফলতার জন্য এ মসজিদে মানতের প্রচলন অনেক দিনের। আর সে কারণে মানতে বিশ্বাসীরা অনেক দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রকার মানত সামগ্রী নিয়ে প্রতি শুক্রবার এখানে আসেন। মসজিদেরপাড় মসজিদ সংলগ্ন বাসিন্দা মোঃ মোন্তাজ আলী (৮৫), চা-বিস্কুট বিক্রেতা জানান, মসজিদটি পুরাতন হওয়ায় এখানে শুক্রবারের নামাজ পড়তে অনেক মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন। এর মধ্যেই অনেকের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার মানতের সামগ্রী দেখতে পাওয়া যায়। বাবার মুখে শুনেছি, মসজিদটির বয়স প্রায় সাড়ে ৪০০ বছর। মোঃ সাহেব আলী (৫৫) জানান, এই এলাকার প্রবীণ মানুষ আমার জ্যাঠা ইমাম উদ্দিন। বর্তমানে তার বয়স ১০৬ বছর। তার নিকট মসজিদ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, আমাদের দাদার নিকট মসজিদের জন্ম কথা জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনিও এর সম্পর্কে কিছু জানতেন না। তবে কারুকাজ এবং বিভিন্ন দিক বিবেচনায় এটি সাড়ে ৪০০ বছর আগের মোগল আমলের হতে পারে বলে তারা জানান।

বীরগঞ্জে ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বীরগঞ্জ থানার আয়োজনে ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণের অংশগ্রহণে কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে থানা ক্যাম্পাস চত্বরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার মো: মারুফাত হুসাইন। বীরগঞ্জ থানার ওসি (প্রশাসন) মো.আব্দুল গফুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম (রিজু), ওসি (তদন্ত) শিহাব উদ্দিন। আরও বক্তব্য রাখেন রামপুর-ষোল মাইল মাদক নির্মূল কমিটির সভাপতি নুর আলম, এসআই জাহাঙ্গীর বাদশা রনি, সুমন দেবনাথ, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধান অতিথি জেলা পুলিশ সুপার মো: মারুফাত হুসাইন তার বক্তব্য বলেন, দেশ পরিবর্তন হয়েছে। পিছনের দিকে তাকানোর সুযোগ নেই। আপনারা সহযোগিতা চাইবেন, আমরা আপনাদের পাশে থাকবো। বীরগঞ্জ উপজেলাকে মাদক ও জুয়া মুক্ত করতে সকলের সহযোগিতা চাই। তিনি আরও বলেন, বীরগঞ্জ থানাকে মডেল থানা তৈরির প্রচেষ্টায় সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করছি।

বকশীগঞ্জের সীমান্তপথে ভারতে অনুপ্রবেশকালে আটক ২

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জের ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের মাজার টিলা এলাকা থেকে তাদের আটক করেন ৩৫ বিজিবির সাতানী পাড়া সীমান্ত ফাঁড়ির সদস্যরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জামালপুর ৩৫ বিজিবির পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবির হাতে আটককৃতরা হলেন–ভোলা জেলার সদর থানার বেদুরিয়া গ্রামের লিটন গাজীর ছেলে খোকন গাজী (৩১) ও ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার এলংজানী গ্রামের আব্দুল জব্বারের ছেলে সোহেল রানা (৩২)। প্রেস বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা যায়, কাজের উদ্দেশ্যে ওই দুই বাংলাদেশি গত বুধবার রাতে বকশীগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী ১০৮৬ পিলারের কাছে মাজার টিলা এলাকা দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় জামালপুর ৩৫ বিজিবির সাতানী পাড়া বিওপির টহলরত সদস্যদের সন্দেহ হলে তাদের আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে কাজের উদ্দেশ্যে ভারতে যাচ্ছিলেন বলে স্বীকার করেন ওই দুই বাংলাদেশি। আটকের সময় তাদের কাছ থেকে ভারতীয় ২ আধার কার্ড, ৩টি মোবাইল, ৫টি সিম কার্ড, দুটি চার্জার ও কিছু নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়।

ঝেড়ে কলাই ডালের ময়লা পরিষ্কার করছেন গ্রামের এক নারী। পাইকাররা এসে প্রতি মণ ডাল দুই হাজার টাকা দরে কিনে নিয়ে যান। আইচা, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।

দেবহাটার মালিকের ট্রাকসহ ৯কোটি টাকার ভারতীয় পন্য আটক

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরায় ট্রাক ভর্তি ভারতীয় উন্নত মানের শাড়ি, থানকাপড়, সিরামিক পাউডার ও পোস্তদানা ভর্তি দেবহাটার মালিকের ট্রাকসহ ৯কোটি টাকার বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন মালামাল আটক হয়েছে। সাতক্ষীরার লাবসা এলাকা থেকে ট্রাক ভর্তি ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা উন্নত মানের শাড়ি, থানকাপড়, জীপসাম পাউডার, সিরামিক পাউডার ও পোস্তদানাসহ বিভিন্ন মালামাল জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি)। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার লাবসা মোড় এলাকা থেকে বিজিবি সদস্যরা ট্রাকভর্তি উক্ত মালামাল জব্দ করেন। তবে এ ঘটনায় বিজিবি কোন চোরালানীকে আটক করতে সক্ষম হয়নি। জব্দকৃত ট্রাকসহ মালামালের মূল্য প্রায় ৯ কোটি টাকা বলে জানায় বিজিবি। বিজিবি জানায়, একটি চোরাচালানী চক্র ভারত থেকে অবৈধভাবে বিপুল পরিমান ট্রাকভর্তি মালামাল নিয়ে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার লাবসা মোড় সংলগ্ন লস্কর ফিলিং স্টেশনের সামনে বিজিবি ৩৩ ব্যাটেলিয়নের একটি চৌকস দল অভিযান চালায়। এসময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে ট্রাক ফেলে এর চালকসহ চোরাচালানীরা পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি সদস্যরা ট্রাকটি জব্দ করে সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবি ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তরে আনেন। যার ট্রাক নং-সাতক্ষীরা-ট-১১-০৬৯৬। পরে উক্ত ট্রাক থেকে ২২৬১ পিস ভারতীয় উন্নত মানের শাড়ি, ৮৯৯১ গজ জর্জেট টিস্যু থান কাপড়, ২১০০ কেজি পোস্তদানা, ৮০০ কেজি জীপসাম পাউডার ও ৮৬৩৭ কেজি সিরামিক পাউডার জব্দ করেন। জব্দকৃত ট্রাকসহ উক্ত মামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৯ কোটি টাকা বলে বিজিবি জানায়। সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মোঃ আশরাফুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শুল্ককর ফাঁকি দিয়ে চোরাকারবারীরা উক্ত মালামাল অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের পর ট্রাক ভর্তি করে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার সময় তা জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ভারতীয় মালামাল সাতক্ষীরা কাস্টমস এ জমা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র মতে জানা গেছে, আটক ট্রাকটির মালিক দেবহাটা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম। শরিফুল গত ৪ মাস আগেও পোল্ট্রি মুরগির ব্যবসা করতো। অথচ এলাকাবাসী জানায়, শরিফুল কিছুদিন পূর্ব থেকে আলাদিনের চেরাগ পেয়েছে। যার কারনে সে তার কোমরপুরে ৩ তলা বাড়ি বানাচ্ছে। এছাড়া গত ৪/৫ দিন আগে সে একটি দামী মোটর সাইকেল ও ২টি ট্রাক কিনে নিয়ে এসে বাড়ির সামনে রেখে এলাকাবাসীকে দেখায়। রাতারাতি এত টাকা সে কোথা থেকে পেলো এটাই প্রশ্ন এলাকাবাসীর। আটককৃত মালামালগুলো শুল্ক ফাকি দিয়ে ভূয়া এলসির মাধ্যমে এনে ঢাকায় পাচার করা হচ্ছিলো বলে জানা গেছে।

সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দিলো গাভী

বরিশাল প্রতিবেদক : প্রসূতি নারীর সিজারের কথা অহরহ সকলেই জেনে আসলেও এবার গাভীর সিজার করে বাচ্চা প্রসব করানো হয়েছে। ঘটনাটি জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া ইউনিয়নের বাঘার গ্রামের। ঘটনাটি লোকমুখে এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গাভি ও বাচ্চা একনজর দেখার জন্য উৎসুক জনতার ভির জমেছে। এনিয়ে পুরো এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ওই গ্রামের শংকর হালদারের স্ত্রী পারুল হালদার বলেন, গত রোববার তার একটি গাভীর প্রসব বেদনা শুরু হলে এআই টেকনিশিয়ান হেলাল উদ্দিনকে খবর দেওয়া হয়। অনেক চেষ্টা করেও স্বাভাবিকভাবে বাচ্চা প্রসব করানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে উপজেলা প্রানী সম্পদ হাসপাতালের ডাক্তারদের খবর দেওয়া হয়। ওইদিনই তারা এসে আমার বাড়িতে বসেই সিজারের মাধ্যমে গাভীর বাচ্চা প্রসব করাতে সক্ষম হয়েছেন। সিজারসহ ওষুধ খরচ মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে গাভী ও বাছুর দুটোই ভাল আছে।

ঝিনাইদহ সীমান্তে বিপুল মাদকসহ ২৪ বাংলাদেশি আটক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযানে ২৪ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা অবৈধ ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া সীমান্তে পৃথক অভিযানে ২০৬ বোতল ভারতীয় মদ ও ২৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি। মহেশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আটককৃতরা হলেন, মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার আমগ্রামের অবিনাশ চন্দ্র বাড়ৈর ছেলে সুনিল কুমার বাড়ৈ (৫৫), চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার জগন্নাথপুর গ্রামের সুবার আলীর ছেলে সবুর আলীর (৪৫), পিরোজপুর জেলার কাউখালি থানার ফলইবুনিয়া গ্রামের নাসির খানের ছেলে মিজানুর রহমান (২৯), বাগেরহাট জেলার মোরলগঞ্জ থানার বড়পরী গ্রামের মহিউদ্দিন হাওলাদারের ছেলে ইমরান হোসেন (২৪), মাগুরা সদর থানার সত্যজিৎপুর গ্রামের হাজারি লাল বিশ্বাসের ছেলে নিতাই বিশ্বাস (৪২), নড়াইল সদর থানার মহিষখোলা গ্রামের মুরশেদ শেখের ছেলে রনি শেখ (৩৬), গোপালগঞ্জ সদর থানার ঘোষালকান্দি গ্রামের অমূল্য কর্ওনিয়ার ছেলে ত্রিনাথ কর্ওনিয়া (৪১), যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার জগদান্দকাঠী গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে ইব্রাহিম হোসেন (২১)। আটককৃদের মধ্যে ১৩ জন নারী ও ৩ শিশু রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শ্যামকুড়, নিমতলা, মাধবখালী, বেনীপুর, খোশালপুর, কুসুমপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক ও ২৪ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি। আটককৃতদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

পিরোজপুরে দুদকের মামলায় গ্রেফতার ৫

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুর এলজিইডিতে দুর্নীতির অভিযোগে জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের চার কর্মকর্তা ও এলজিইডি অফিসের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করেছে দুদক। তাদেরকে গ্রেফতার করে পিরোজপুর সদর থানায় পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো পিরোজপুর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাকাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার মোঃ মোহ-াসীন, এসএএস সুপার মোঃ মাসুম হাওলাদার ও নজরুল ইসলাম, সাবেক ডিস্ট্রিক্ট এ্যাকাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার মোঃ আলমগীর হাসান এবং পিরোজপুর এলজিইডি অফিসের হিসাবরক্ষক একেএম মোজাম্মেল হক খান। গত মঙ্গলবার দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পিরোজপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর (ডি) মোঃ আমিনুল ইসলাম ২৩ জনকে অভিযুক্ত করে ৮টি মামলা দায়ের করেন। এদের মধ্য থেকে গত বুধবার রাতে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ডিডি মোঃ আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সীমাহীন দুর্নীতির কারণে দেশব্যাপী আলোচনায় আসে পিরোজপুর এলজিইডি অফিস। এরপর স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডির প্রধান কার্যালয় থেকে বেশ কয়েকটি তদন্ত টিম পিরোজপুর এলজিইডি অফিসে ব্যাপক দুর্নীতির প্রমান পায়। কাজ শেষ না করেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি বিল পরিশোধ করা এবং এক হাজার ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ে গরমিল পায় তদন্ত কমিটি। সর্বশেষ দুদক বিষয়টি তদন্ত করে পিরোজপুর এলজিইডি অফিস ও জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের কর্মকর্তাদের যোগসাজসেই সীমাহীন ওই দুর্নীতির সত্যতা পেয়ে এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

ধনাগোদা নদীর গ্রাসে রাস্তা বিলীন!

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মতলবের ধনাগোদা নদীর ওপর নির্মিত বেইলি ব্রিজটি এখন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। ধনাগোদা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে জনবহুল গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। একসময় বিষ্ণুপুর থেকে মতলব দক্ষিণের আড়ংবাজারসহ নানা স্থানে এ সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতো অসংখ্য মানুষ ও বিভিন্ন পরিবহন। এখন নদীর গভীরতা ও স্রোত আর ঢেউয়ের মাঝে সংযোগ রাস্তা ভেঙ্গে বিলীন হওয়ায় অথৈ পানির ওপর রাস্তাবিহীন বেইলি ব্রিজটি দেখা যায়। স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে নদী ভাঙ্গনে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি হারিয়ে যেতে থাকে। অনেকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হলেও স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে এক পর্যায়ে সড়কটি নদীতে বিলীন হয়ে দুই এলাকার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড কালাচাঁন গাজী বাড়ি এলাকায় ব্রিজটি অবস্থিত। এখানে নদীর পাড় রাস্তার সাথে সংযোগ বেইলি ব্রিজটি চাঁদপুর সদরের বিষ্ণুপুরের কানুদী ও মতলব দক্ষিণের আড়ং বাজার মধ্যকার সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। বিষ্ণুপুরের সালামত উল্লাহ বলেন, এই সড়ক ছিলো আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। স্কুল, কলেজ, বাজারসহ সব কিছুর জন্যেই সড়কটি ব্যবহার করতাম। এখন নৌকা বা বহু দূর ঘুরে ভিন্ন সড়ক দিয়ে যাতায়াত করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এলাকাবাসী বলছে, ব্রিজ আছে রাস্তা নেই। নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। জরুরী ভিত্তিতে নদী ভাঙ্গন ঠেকাতে হবে। তা না হলে এখানকার গ্রামের অস্তিত্ব থাকবে না। নদীর পানি কিছুটা সরে গেলে কিংবা বাঁধ নির্মাণ হলে সেখানে নতুন করে ব্রিজের দুপাশে সংযোগ সড়ক তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। অন্যথায় এই ব্রিজটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবি তাদের।

এ বিষয়ে বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য মো. শরীফ চৌধুরী জানান, সড়কটি ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি আমরা একাধিকবার উপজেলা প্রশাসন ও সড়ক বিভাগকে অবগত করেছি। তারা আমাদেরকে আশ্বস্তও করেছে। কিন্তু বছরের পর বছর চলে গেলেও আদৌ সড়কটি করা হবে কিনা তারাই ভালো বলতে পারেন।

কোম্পানীগঞ্জে ৮ ইউনিয়নে লটারীর মাধ্যমে খাদ্য বান্ধব ১৬জন ডিলার নিয়োগ

কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কায্যালয়ের অধীনে নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় উপজেলার হলরুম খাদ্য বান্ধব ডিলার নিয়োগের বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার তানভীর ফরহাদ শামীম এর সভাপতিত্বে লটারীর মাধ্যমে খাদ্য বান্ধব ডিলার নিয়োগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক রাজিব চন্দ্র রায় ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, সাংবাদিক, খাদ্য বান্ধব ডিলার আগ্রহী প্রার্থীগণ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। খাদ্য বান্ধব ডিলারের জন্য আবেদন করেছেন, কোম্পানীগঞ্জের ৮টি ইউনিয়নের ৯৭টি প্রতিষ্ঠানের মালিক। এরই মাঝে ৭ জনের আবেদন বিভিন্ন ক্রুটি থাকার কারণে বাতিল হয়ে যায়। স্বচ্ছ লটারীর মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হলেন, এরা হলেন- ১নং সিরাজপুর ইউনিয়নের- কালী বাড়ীর আবুল কালাম, পিতা- অজ্ঞাত, লোহার পুলের লুৎফুর রহমান, পিতা- ওবায়দুল হক, ২নং চরপার্বতী ইউনিয়নের- চৌধুরী হাট- নেজাম উদ্দিন, পিতা- আব্দুল মালেক, কদম তলা- মোঃ ইলিয়াছ, পিতা- ইউসুফ, ৩নং চরহাজারী ইউনিয়নের হাজারী হাট- ইমাম হোসেন, পিতা- খুরশিদ আলম, শান্তির হাট- মোঃ আরিফুর রহমান, পিতা- রিয়াজুল হক, ৪নং চরকাঁকড়া ইউনিয়নের নতুন বাজার- আবু নাছের, পিতা- ছায়দল হক, পেশকার হাট- এ, এস, এম নাসির উদ্দিন, পিতা- শেখ আব্দুল মালেক মিয়া, ৫নং চরফকিরা ইউনিয়নের বটতলী বাজার- দেলোয়ার হোসেন, পিতা- মনির আহাম্মেদ, চাপরাশিরহাট- আবদুল আজিজ নোবেল, পিতা- আমির হোসেন, ৬নং রামপুর ইউনিয়নের বামনী পশ্চিম বাজার- কামরুল ইসলাম, পিতা- মোঃ নূরুল ইসলাম, বামনী পূর্ব বাজার- মোহাম্মদ আবুল হাসনাত জুয়েল, পিতা- আবু তাহের, ০৭নং মুছাপুর ইউনিয়নের চৌধুরী বাজার- মাইন উদ্দিন, পিতা- তোফাজ্জল হোসেন, বাংলা বাজার-সৈয়দ মোনাঈম বিল্লাহ, পিতা- সৈয়দ মোঃ ইউসুফ, ০৮নং চরএলাহী ইউনিয়নের গাংচিল বাজার- নূর নবী, পিতা- আবুল কালাম, এলাহীবাজার- মোঃ নূরুল হুদা, পিতা- শেখ আহম্মদ। কালীবাড়ী কেন্দ্রের আবেদনকারী ওবায়দুল হক ও কামরুল হোসেন আবেদন প্রত্যাহার করায় একক আবেদনকারী হিসেবে আবুল কালাম নির্বাচিত হয়েছেন। সবাই স্বচ্ছ লটারীর মাধ্যমে খাদ্য বান্ধব ডিলার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। এবিষয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তানভীর ফরহাদ শামীম জানান, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে স্বচ্ছ লটারীর মাধ্যমে ৮টি ইউনিয়নের ১৬জন ডিলার নির্বাচিত করা হয়েছে।

খাবারের খোঁজে ডোবার ধারে বালিহাঁসের ঝাঁক। কাঁঠালতলি, রাঙামাটি।

ভোগাই নদীতে অভিযান, ২০ ড্রেজার মেশিন ধ্বংস

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের ভোগাই নদীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অবৈধভাবে বালু পরিবহনের অভিযোগে সাজিত (২৬) নামে এক ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। একইসাথে ২০টি ড্রেজার মেশিন ধ্বংস ও ১৮টি বাঁশের মাচাসহ বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জামাদি অপসারণ করা হয়। যৌথভাবে ওই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার ববি ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনিসুর রহমান। সূত্র জানায়, বাংলা ১৪৩১ সনে উপজেলার ভোগাই ও চেল্লাখালী নদীর কয়েকটি মৌজার ইজারার মেয়াদ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। এদিকে, মূল নদীতে বালু না থাকায় চলতি বাংলা ১৪৩২ সনের জন্য নতুন করে নদী দুটি ইজারা প্রদান করা হয়নি। এ সম্পর্কে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে সতর্কতা ও নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রচারনা করা হয়। এরপরও কতিপয় অসাধু বালু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও পরিবহন করে আসছিল। এরই প্রেক্ষিতে ভোগাই নদীর গোবিন্দনগর, ছয় আনী পাড়া, রাবারড্যাম, চারআনী পাড়া, বালুয়াকান্দা বাজার ও শিমুলতলা এলাকায় দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান এবং বিশেষ টহল অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন। এসময় অবৈধ বালু পরিবহনের দায়ে ময়মনসিংহ জেলার চুরখাই এলাকার সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে সাজিতকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড, ২০টি ড্রেজার মেশিন ধ্বংস ও ১৮টি বাঁশের মাচাসহ বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জামাদি অপসারণ করা হয়। একইসাথে ওই নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে সচেতনতামূলক ব্যানার স্থাপন করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার ববি বলেন, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা সংশোধিত আইন ২০২৩ অনুসারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভোগাই ও চেল্লাখালী নদী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলতি বাংলা সনের জন্য ইজারা দেওয়া হয়নি। তাই কোনোভাবেই এই দুই নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তি আইন অমান্য করে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এই অভিযানে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: সোহেল রানা ও ছাত্রদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ভলানটিয়ার টিম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অভিযানে সহায়তায় ছিলেন পুলিশ বাহিনী, ব্যাটালিয়ন আনসার ও এলাকাবাসী।

চট্টগ্রামে বাসে কিশোরীকে গণধর্ষণ চালক-হেলপার গ্রেফতার

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : এবার চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানার বাস টার্মিনাল এলাকায় বাসের ভেতর ১৪ বছরের এক কিশোরী যাত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন চালক, হেলপার এবং সুপারভাইজার। ওই কিশোরীর অভিযোগের ভিত্তিতে চালক ও হেলপারকে গ্রেফতার করেছেন পুলিশ। ভিকটিম কিশোরী বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে চিকিৎসাধীন আছেন। ঘটনাটি গত মঙ্গলবার রাতে ঘটেছে। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই আসামিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। আটককৃতরা হলেন- বাসের চালক লোকমান তারেক (২৬), হেলপার হানিফ (৩৬)। কক্সবাজার থেকে যাত্রীবাহী বাসটিতে যোগে চট্টগ্রামে আসছিল। অন্যান্য যাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় নেমে গেলেও ভিক্টিমকে শহরের নির্দিষ্ট গন্তব্যে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলে বাস টার্মিনাল এলাকায় নিয়ে আসে। এরপর সেখানে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত পালাক্রমে ধর্ষণ করে তিনজন। এদিকে অভিযুক্ত সুপার ভাইজার মোবারক হোসেন পলাতক। তাকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলমান আছে। পুলিশ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা স্বীকার করেছেন যে, সুপার ভাইজার মোবারক হোসেনসহ তারা তিনজন মিলে ভিক্টিমকে রাতভর গণধর্ষণ করেছেন। চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আফতাব উদ্দিন বলেছেন, পলাতক আসামি মোবারককে গ্রেফতার করতে অভিযান অব্যাহত আছে।

পাটকেলেশ্বরী শিশু বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটায় পাটকেলেশ্বরী শিশু বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। একই সাথে পাটকেলেশ্বরী তীর্থ ক্ষেত্রের দাতা, আজীবন ও মরণোত্তর সদস্য বৃন্দের সম্মাননা প্রদান ও শিশু বিদ্যাপীঠ ২০২৪ এর কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। পাটকেলঘাটার কালিবাড়িতে এক আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ডা. প্রতাপ কুমার কাশ্যপীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী চিত্ত রঞ্জন মজুমদার, । বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সহকারী পুলিশ সুপার হাসানুর রহমান, তালা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা গাজী সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ পরমাণু কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অশোক কুমার পাল অধ্যাপক ডক্টর সুতাপা ঘোষ, খুলনা মেডিকেল কলেজের সহোযোগী অধ্যাপক ডা: প্রবীর কুমার দাশ। আরো বক্তব্য রাখেন, তালা উপজেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, ডা. মধুসূদন মন্ডল, ডা. বিপুল হালদার, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী গোবিন্দ সাধু, সুকুমার ঘোষ দেবদাস কর্মকার, অলিক পাল প্রমুখ। উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথি বলেন, আমি সর্বমোট ৮ থেকে ১০টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছি, কিন্তু আমার এলাকায় পাটকেলেশ্বরী শিশু বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ভবন এর শুভ উদ্বোধন করতে পেরে আমি অনেক খুশি।

শেরপুরে বাসচাপায় ব্যবসায়ী নিহত

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ও ঝগরারচর বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী মাওলানা হামিদুর রহমান (৩০) মারা গেছেন। শেরপুর নতুন বাসটার্মিনাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মাওলানা হামিদুর রহমান শেরপুর সদর উপজেলার সন্যাসীরচর ডালপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে ও পার্শ্ববর্তী ঝগড়ার চর বাজারে মুরগি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, হামিদুর রহমান মোটরসাইকেলে করে খোয়ারপাড় যাচ্ছিলেন।

সীমান্ত এলাকায় নেমে এসেছে বুনো হাতির পাল। মায়াঘাসি গ্রাম, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

রিয়ালকে হারিয়ে সেমিতে আর্সেনাল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যাচের আগের দিনই আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা রিয়াল মাদ্রিদকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন প্রত্যাবর্তনের গল্প ভুলে যেতে। মাঠের খেলায় বাকি কাজও সেরে নিলেন তিনি। রিয়াল তো প্রত্যাবর্তন করতে পারলোই না, উল্টো হেরেই বসেছে গানাররদের কাছে। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে রিয়ালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল আর্সেনাল। ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা ছিল রিয়াল সমর্থকদের। কিন্তু আর্সেনাল যে খেলা দেখিয়েছে, তাতে সমর্থকরা নির্বাক। দ্বিতীয় লেগে রিয়ালকে তাদেরই ডেরায় ২-১ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ব্যবধানে জিতে ১৬ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে গেছে আর্সেনাল। সর্বশেষ ২০০৯ সালে সেরা চারে উঠেছিল গানাররা। অন্যদিকে ২০২০ সালের কোভিডের পর এই প্রথম ইউরোপের সর্বোচ্চ লিগ প্রতিযোগিতার সেমিতে উঠতে ব্যর্থ হলো রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন ও বর্তমান শিরোপাধারী রিয়াল। গত বুধবার রাতে খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে বার্নাব্যু স্টেডিয়াম। রিয়ালের হাজার হাজার দর্শক ইতিহাস গড়ার প্রত্যাশায় উজ্জীবিত ছিলেন। ৩-০ গোলে পিছিয়ে থাকা রিয়ালের দ্রুত গোলের দরকার ছিল। ম্যাচের শুরুতেই কিলিয়ান এমবাপে বল জালে পাঠান। তবে ভিনিসিয়ুসের ক্রস থেকে চেস্ট দিয়ে বল নেওয়ার সময় অফসাইডে ধরা পড়েন ফরাসি তারকা। আর্সেনালও পিছিয়ে যাওয়ার জন্য মাঠে নামেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে আক্রমণে আসেন বুকায়ো সাকা। তবে ইংলিশ ফরোয়ার্ডকে প্রতিরোধ করেন রিয়াল গোলরক্ষক থুবো কোর্তোয়া। ১২ মিনিটে আর্সেনালের মিকেল মেরিনোকে টেনে ধরায় রাউল আসেনসিওর ফাউল ধরেন রেফারি। ভিএআর চেক করে রিয়ালের বিপক্ষে পেনাল্টির নির্দেশ দেন তিনি। সাকা পেনাল্টি কিকে বল চিপ করে মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোর্তোয়া বলটি দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন। পেনাল্টি সেভকে মনে হচ্ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। পরে ডেকলান রাইস এমবাপেকে ফাউল করে রিয়ালের পক্ষে পেনাল্টি দেন রেফারি। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে সেটি বাতিল করেন। এই অস্বস্তির মুহূর্ত ছাড়া পুরো ম্যাচে রিয়ালের আক্রমণভাগকে সহজেই সামাল দেয় আর্সেনাল। গোলরক্ষক ডেভিড রায়াকে প্রথমার্ধে কোনো সেভই করতে হয়নি। কারণ রিয়াল বারবার নির্বিষ ক্রস করে গিয়ে ব্যর্থ হয়। এমবাপে কার্যত কোনো সুযোগই পাননি। বরং সাকা দ্বিতীয়ার্ধে (৬৫ মিনিট) গোল করে নিজের প্রথমার্ধের পেনাল্টি মিসের প্রতিশোধ নেন। ২ মিনিট পর রিয়ালের হয়ে গোল করে আশা জাগান ভিনিসিয়ুস। উইলিয়াম সালিবার এক ভুলে গোল করেন রিয়াল ফরোয়ার্ড। ৯৩ মিনিটে আবারও গোল করে আর্সেনাল। গাব্রিয়েল মার্টিনেলি আর্সেনাল সমর্থকদের উল্লাসে ভাসিয়ে দেন। ব্রাজিলিয়ান তারকার গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে আর্সেনাল।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জয় পেলো দিল্লি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : শেষ ওভারে জয়ের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের দরকার ছিল ৯ রান। হাতে ৭ উইকেট। মিচেল স্টার্কের করা শেষ ওভারে এসে হলো রুদ্ধশ্বাস এক টাই। সিমরন হেটমায়ার আর ধ্রুব জুরেল মিলে ৮ রানের বেশি তুলতে পারলেন না। স্টার্ক শেষ বলটা ইয়র্কার দিলে ডিপ মিডউইকেটে ঠেলে দুই রান নিতে যান জুরেল। কিন্তু এক নেয়ার পর আরেকটি রান সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ফলে ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সুপার ওভারে দিল্লির হয়ে ফের বল হাতে নেন স্টার্ক। সিমরন হেটমায়ার আর রিয়ান পরাগ নামেন ব্যাটিংয়ে। হেটমায়ার আর পরাগ একটি করে বাউন্ডারি হাঁকান। তবে ৫ বলেই ২ উইকেট হারায় রাজস্থান, করে ১১। ফলে দিল্লি ক্যাপিটালসের দরকার পড়ে ১২ রান। রাজস্থান সুপার ওভারে বল দেয় সন্দিপ শর্মাকে। ব্যাটিংয়ে নামেন ত্রিস্তান স্টাবস আর লোকেশ রাহুল। কোনো নাটক হয়নি। রাহুলের বাউন্ডারি আর স্টাবসের ছক্কায় চার বলেই জয় তুলে নেয় দিল্লি। এর আগে দিল্লির ৫ উইকেটে ১৮৮ রানের জবাবে ৪ উইকেটে সমান রান করেই থামে রাজস্থান। অথচ জসস্বী জয়সওয়াল আর নিতিশ রানার জোড়া হাফসেঞ্চুরিতে ভর করে সহজ জয়ের পথেই ছিল রাজস্থান। কিন্তু শেষ ওভারে এসে ম্যাচ বের করতে পারেনি। জয়সওয়াল ৩৭ বলে ৩ চার আর ৪ ছক্কায় করেন ৫১ রান। নিতিশ রানা ২৮ বলে ৬ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় খেলেন ৫১ রানের ইনিংস। এছাড়া সঞ্জু স্যামসন ১৯ বলে ৩১ আর রান তাড়ায় শেষ বলে আউট হওয়া জুরেল করেন ১৭ বলে ২৬ রান। তার আগে ১৫ ওভার শেষে দিল্লি ক্যাপিটালসের বোর্ডে ছিল ৪ উইকেটে ১১১ রান। শেষ ৫ ওভারে আর এক উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান তুলেছে স্বাগতিকরা। সবমিলিয়ে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১৮৮ রানের। ঘরের মাঠে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে অভিষেক পোরেলের ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পায় দিল্লি। তবে ১৪ বলে ৩৪ রান ওঠার পর আর কোনো রান যোগ না হতেই ২ উইকেট হারিয়ে বসে স্বাগতিকরা। জ্যাক-ফ্রেসার ম্যাকার্গ ৬ বলে ৯ আর করুণ নায়ার ৩ বলে ০ করে সাজঘরে ফেরেন। তৃতীয় উইকেটে ৫৭ বলে ৬৩ রান যোগ করেন লোকেশ রাহুল আর অভিষেক। লোকেশ ৩২ বলে দুটি করে চার-ছক্কায় ৩৮ করে আউট হন। হাফসেঞ্চুরির দোরগোড়ায় ছিলেন অভিষেক পোরেল। কিন্তু ৩৭ বলে ৪৯ করে হাসারাঙ্গার শিকার হতে হয় তাকে।

আবারও ইনজুরির মুখে নেইমার

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়ামে উদযাপন করতে নেমেছিলেন শততম ম্যাচ। কিন্তু নেইমারের উদযাপনের আনন্দে কিছুক্ষণ পরই রূপ নিলো বিষাদে। ইনজুরি তো নেইমারের নিত্যদিনের সঙ্গী। তবে বিশেষ দিনে, বিশেষ উপলক্ষে অন্তত এই তিক্ত সঙ্গীকে ত্যাগ করতে চাইবেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। কিন্তু এমনদিনেও নেইমারের পিছু ছাড়েনি ইনজুরি। গত বুধবার রাতে ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা ব্রাজিলিয়ান সিরিআতে খেলতে নেমেছিলেন সান্তোসের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল আতলেতিকো-মিনেইরো। ম্যাচের মাত্র ৩৪ মিনিট পরই বাঁ পায়ের উরুতে চোট পান নেইমার। চোট এতটাই তীব্র ছিল যে, মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন ব্রাজিলিয়ান তারকা। নেইমার বেঞ্চে ফেরার আগেই ২-০ তে এগিয়ে গিয়েছিল সান্তোস। শেষ পর্যন্ত সেটি লিড ধরে রাখতে সক্ষম হয় ক্লাবটি। ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়ামে নিজের ১০০তম ম্যাচ উদযাপনের জন্য বিশেষ ১০০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামেন নেইমার। তবে ম্যাচ শুরুর সময়ই দেখা যায়, তার দুই পা-ই ব্যান্ডেজে মোড়ানো। খুব বেশি সময় না যেতেই বাঁ উরুতে অস্বস্তি প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। একই স্থানে আগে ক্যাম্পেওনাতো পাওলিস্তা ম্যাচে চোট পেয়ে ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড গলে গত রোববার ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে বদলি হিসেবে মাঠে নামার মাধ্যমে ইনজুরি থেকে ফিরেছিলেন। সান্তোস যখন দ্বিতীয় গোল করে লিড বাড়ায়, ঠিক তারপরই নেইমার সাইডলাইনে ইশারা করে বদলির অনুরোধ জানান। এরপর মাঠেই বসে পড়েন এবং মাঠ ছাড়ার জন্য তাকে অন্যের সহায়তা নিতে হয়। পিচ থেকে উঠে যাওয়ার সময় স্পষ্টতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন নেইমার। তাকে সান্তোসের ও প্রতিপক্ষ আতলেতিকো-মিনেইরোর খেলোয়াড়রা সান্ত্বনা দেন। যাদের মধ্যে ছিলেন তার সাবেক ব্রাজিল জাতীয় দলের সতীর্থ হাল্কও। বেঞ্চে ফেরার পরপরই ইনজুরির জায়গায় বরফের প্যাক লাগিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়। এই বাঁ উরুর চোটের কারণেই গত মাসে ব্রাজিলের

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেননি নেইমার। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন নেইমার। তখনই বাঁ হাঁটুতে এসিএল ও মিনিসকাস ছিঁড়ে যায় তাঁর। চোট থেকে সেরে উঠার পর জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলাল ছেড়ে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে আসেন নেইমার। মার্চ মাসে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দলে নামও আসে তার। তবে খেলা হয়নি।

রিয়াল বিদায় নিতেই অনিশ্চিত আনচেলত্তির ভবিষ্যৎ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : প্রত্যাবর্তনের আরও একটি ঐতিহাসিক গল্প লেখা হলো না রিয়াল মাদ্রিদের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ৩-০ গোলে হারের পর আর্সেনালের কাছে ফিরতি লেগেও লস বাঙ্কসরা হেরেছে ২-১ ব্যবধানে। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ব্যবধানে জিতে ৬ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে গেছে আর্সেনাল। গত বুধবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে কোচ কার্লো আনচেলত্তির ভবিষ্যৎ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়ালের ডাগআউটে এটিই তার শেষ ম্যাচ কি না জানতে চাইলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিছুই বলতে পারেননি আনচেলত্তি। আনচেলত্তির সঙ্গে রিয়ালের চুক্তি ২০২৬ সাল পর্যন্ত থাকলেও এই মৌসুমে পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বার্সেলোনার বিপক্ষে দুটি বড় হারের কারণে। যদিও রিয়াল এখনো লা লিগার শিরোপা লড়াইয়ে আছে এবং ২৬ এপ্রিল কোপা দেল রে ফাইনালে বার্সার মুখোমুখি হবে। ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বার্নাব্যুতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আনচেলত্তি বলেন, 'আমি জানি না। হতে পারে ক্লাব পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেবে। এটা হতে পারে এই বছর বা পরের বছর যখন আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। আমি যখনই এখান থেকে যাব, কেবল ধন্যবাদ জানাব ক্লাবটিকে – সেটা আগামীকাল হোক, এক মাস পরে হোক বা এক বছর পর হোক।' আনচেলত্তি জানান, তিনি এই গ্রীষ্মে নিজ থেকে পদত্যাগ করার বিষয়ে এখনো চিন্তা করেননি। এমনকি যদি মনে করেন যে, দলটিকে এগিয়ে নিতে পারছেন না, তবুও পদত্যাগ করবেন না। তবে আনচেলত্তি স্বীকার করেন, প্রথম লেগে এমিরেটসে ৩-০ গোলে পরাজয়ের পর এই হার (ফিরতি লেগ) যৌক্তিক এবং আর্সেনাল জয়ের যোগ্য দল ছিল। যদিও প্রথমার্ধে কিলিয়ান এমবাপের ওপর ডেকলান রাইসের ট্যাকলে পাওয়া একটি পেনাল্টি, যা পরে ভিএআরের মাধ্যমে বাতিল করা হয়, সেটি ম্যাচের গতি পরিবর্তন করতে পারত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আনচেলত্তি বলেন, 'আর্সেনাল আমাদের চেয়ে ভালো ছিল। আমাদের একটি মুহূর্ত দরকার ছিল, যেমন সেই পেনাল্টি – যেটা আমাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেটা ম্যাচের গতি বদলে দিতে পারত। ... মানসিকতার দিক থেকে আজ দল তাদের সর্বোচ্চ দিয়েছে। তবে আমরা এটা সব সময় করতে পারিনি। গত বছরের তুলনায় আমাদের কিছু দলগত মনোভাবের ঘাটতি হয়েছে।' যদিও রিয়াল গোলরক্ষক থুবো কর্তোয়া জানান, খেলোয়াড়দের মধ্যে কোচ আনচেলত্তিকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এবং কোনো সন্দেহ নেই। হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুভিস্টারকে কর্তোয়া বলেন, 'আমাদের মাঝে মাঝে আত্মসমালোচনাও করা উচিত।

খেলা চলাকালীন সময় মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন আম্পায়ার

স্পোসর্ট ডেস্ক : হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে প্রসাদ মালগাঁওকর নামের এক ভারতীয় আম্পায়ারের মৃত্যু হয়েছে। খেলা চলাকালীন সময় মাঠেই পড়ে গিয়েছিলেন মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এ আম্পায়ার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। গত বুধবার ক্রস ময়দানে সুন্দর ক্রিকেট ক্লাবে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ ভামা কাপ ম্যাচে দায়িত্ব পালন করছিলেন মালগাঁওকর। কেআরপি একাদশ ও ক্রেসেন্ট সিসির মধ্যকার ম্যাচের দশম ওভারের পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। প্রথম জানান, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরপর সঙ্গে সঙ্গে মালগাঁওকরকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মালগাঁওকরকে মৃত ঘোষণা করেন। সহ-আম্পায়ার প্রতমেশ আঙ্গানে জানান, খেলা শুরুর আগে মালগাঁওকর অম্লতার (অ্যাসিডিটি) কথা জানিয়েছিলেন। এরপর তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। তবে মালগাঁওকর তা প্রত্যাখ্যান করে ম্যাচ পরিচালনা চালিয়ে যান। প্রতমেশ বলেন, 'তিনি

(মালগাঁওকর) ভালো বোধ করছিলেন না। টসের আগেই অ্যাসিডিটির কথা বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম, তুমি যদি ভালো না বোধ করো, বিশ্রাম নাও। কিন্তু সে বলল, ঠিক আছে। খেলার প্রথম ১০ ওভার পর্যন্ত ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ১০.২ ওভারের পর হঠাৎ পড়ে গেল এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এরপর আমাদের এমসিএ কো-অর্ডিনেটর দত্ত মিঠবাভকর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।' মিঠবাভকর স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা যথাসাধ্য দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইব্রাহিম স্যার এবং সালমান খান, বারুন সাও, প্রবীণ ভাইয়ের মতো খেলোয়াড়দের সহায়তায় আমরা তাকে সুন্দর সিসির মাঠ থেকে একটি চরপাইতে করে কাছের ন্যাশনাল সিসিতে নিয়ে যাই। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে বোম্বে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে সম্ভবত তার আগেই তার মৃত্যু হয়।' বোম্বে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে নিবন্ধিত মালগাঁওকরকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরপর ৩ জুমা না আদায় করলে যা হয়

ধর্ম ডেস্ক : জুমার দিনের মর্যাদা ও গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। এই দিনকে আল্লাহ তাআলা সপ্তাহের অন্য সব দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কোরআন ও হাদিসে জুমার দিনের ফজিলত ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'হে মুমিনগণ, জুমার দিন যখন নামাজের আহ্বান জানানো হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে (মসজিদে) এগিয়ে যাও এবং যাবতীয় কাজকর্ম ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।' (সুরা জুমা) হাদিসে রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মুমিনের জন্য জুমার দিন হলো সাপ্তাহিক ঈদের দিন।' (ইবনে মাজাহ ১০৯৮) হজরত আউস ইবনে আউস (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করাবে এবং নিজেও ভালোভাবে গোসল করবে, ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে হেঁটে আসবে, ইমামের কাছাকাছি বসবে, খুতবা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং কোনো অনর্থক কাজ করবে না, সে মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপে এক বছর নফল রোজা ও নামাজের সওয়াব পাবে।' (আবু দাউদ ৩৪৫) তবে ফজিলতের পাশাপাশি জুমার নামাজ আদায় না করলে রয়েছে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি। রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পরপর তিনটি জুমা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে মোহর এঁটে দেন।' (বুখারি ১০৫২; তিরমিজি ৫০২, মুসলিম ১৯৯৯) একটি হাদিসে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি পরপর

তিনটি জুমা পরিত্যাগ করে, সে ইসলামকে পেছনের দিকে নিক্ষেপ করল।' (মুসলিম) তবে কিছু শ্রেণির লোক জুমার নামাজে উপস্থিত না হলে তারা দোষী নয়। হাদিসে বলা হয়েছে, 'চার শ্রেণির লোক ব্যতীত জুমার নামাজ ত্যাগ করা কবিরা গোনাহ: ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুসাফির ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি।' (আবু দাউদ) নামাজ প্রসঙ্গে হজরত উমর (রা.) বলতেন, 'নামাজ ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফের।' (বায়হাকি ১৫৫৯, ৬২৯১)। হজরত আলি (রা.) বলেন, 'যে নামাজ পড়ে না, সে কাফের।' (বায়হাকি ৬২৯১) কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন দলিল থেকে বোঝা যায়, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করা বড় কুফরি এবং ইসলাম নষ্টকারী কাজ। তাই জুমা ও প্রতিদিনের ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য।

নবীদের সুন্নত হিসেবে পরিচিত চারটি কাজ

ধর্ম ডেস্ক : মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রতি যুগেই নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তারা সবাই মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। হজরত আদম, নূহ, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকেই তার উম্মতকে তাগুত ও শিরক থেকে সাবধান করে গেছেন। তারা মানুষকেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাসক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের কেউই নিজেকে বা অপর কোনো সৃষ্টিকে ইলাহ বলে ঘোষণা দেননি। সবাই মানুষকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর শেখানো পথে চলতে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যে বিশ্বাস, কর্ম বা আচরণ মানুষের অকল্যাণ করে বা আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। সব নবী-রাসূলের মূল দাওয়াত বা আহ্বান ছিল এক, সবাই মানুষকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন, তবে তাদের শরীয়াত বা বিধানাবলী ছিল যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহর পথে নবীদের আহ্বানের এই অভিন্নতা নিয়ে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে- আর আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করি। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও শুধরে নিয়েছে, তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা চি??ন্তিত হবে না। (সূরা আনআম, (৬), আয়াত : ৪৮) আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।'

বজ্রপাত ও বৃষ্টির সময় যে দোয়াটি পড়া উত্তম

ধর্ম ডেস্ক : বৃষ্টি মহান আল্লাহর অনন্য দান। অগণন নিয়ামতের একটি। বৃষ্টিহীন মানুষেরাই বৃষ্টির কদর বুঝে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির পানি গায়ে লাগাতেন। আনন্দচিত্তে বৃষ্টির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতেন। আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। তিনি তার উম্মতদেরকেও বৃষ্টির পানি গায়ে লাগানোর জন্য বলেছেন। **বৃষ্টির দোয়া** (উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দিন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফ আলু মা-ইউরিদ, আল্লা-হুম্মা আনতাল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা-আনতাল গনিয়্যু ওয়া নাহ নুল ফুকারা, আনযিল আলাইনাল গয়সা ওয়াজআল মা-আনযালতা লানা-ক্যুওয়াতান ওয়া বালাগান ইলা-হিন।) অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা, মেহেরবান ও ক্ষমাকারী। প্রতিদান দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি যা চান তা-ই করেন। হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তুমি অমুখাপেক্ষী। আর আমরা কাঙাল–তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের ওপর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করো। আর যে জিনিস (বৃষ্টি) তুমি অবতীর্ণ করবে তা আমাদের শক্তির উপায় ও দীর্ঘকালের পাথেয় করো। এ দোয়া পাঠের অনেক ফজিলত রয়েছে। আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. বলেন, লোকজন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনাবৃষ্টির কষ্টের কথা নিবেদন করলে রসুলুল্লাহ সা. ঈদগাহে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই দোয়া করেন। আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। আর বৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষের ছোটাছুটি দেখে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেলেন। (আবু দাউদ ১১৭৩) **বজ্রপাত থেকে বাঁচার দোয়া** বৃষ্টিতে অনেক সময় বজ্রপাত হয়। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বজ্রপাত থেকে বাঁচার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন। এ দোয়া পাঠ করা হলে ইনশাল্লাহ বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বজ্রের আওয়াজ শুনতেন তখন এ দোয়া পড়তেন, (উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা-তাক্বতুলনা বিগাজাবিকা, ওয়া লা-তুহলিকনা বিআজা-বিকা; ওয়া আ-ফিনা-ক্বাবলা জা-লিকা।) অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার গজব দিয়ে হত্যা করে দেবেন না এবং আপনার আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন না।

হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ

ধর্ম ডেস্ক : হজ প্রেমময় ইবাদত। প্রতি বছর লাখ লাখ মুসল্লি মক্কায় যান প্রভুর দরবারে লাব্বাইক বলতে। কালো গিলাফে জড়ানো কাবাকে এক নজর দেখতে। যেখানে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন, তওয়াফ ও সায়ি করেছিলেন; আরাফাতের ময়দানে ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন, দোয়া কবুলের জায়গাগুলোতে দোয়া করেছিলেন। সেই স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলোতে গিয়ে হজ করতে চান রসুলপ্রেমী ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। ইসলামের বিধানে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও মক্কায় গিয়ে হজের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসার সামর্থ্য রাখে, এমন প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। তবে নারীদের জন্য স্বামী বা মাহরাম পুরুষ সঙ্গে থাকা শর্ত। (ফাতাওয়া শামি ২/৪৫৫) শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সামর্থ্যবান মুসলমানদের ওপর হজ ফরজ। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, অর্থ: মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ করা ফরজ। (সুরা আলে ইমরান: ৯৭) হজের মৌসুমে হজে যাওয়া-আসার খরচ থাকতে হবে এবং একই সঙ্গে সফরের দিনগুলোতে নিজের ও পরিবারের লোকদের স্বাভাবিক খরচের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারও যদি মক্কায় যাওয়া-আসার সামর্থ্য থাকে কিন্তু হজের সফরের সময় পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তার ওপর হজ ফরজ নয়। দৈহিকভাবে হজ করার সক্ষমতা না থাকলেও হজ ফরজ হয় না। স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় করে কেউ যদি হজ আদায় করতে সক্ষম হয় এবং হজ থেকে ফিরে এসে বাকি সম্পত্তি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তাহলেও তার ওপর হজ ফরজ। (ইমদাদুল আহকাম: ২/১৫২; আহসানুল ফতোয়া: ৪/৫১৬) একইভাবে ব্যবসায়ীর দোকানে যে পরিমাণ পণ্য আছে, তার কিছু অংশ বিক্রয় করলে যদি হজ করা সম্ভব হয় এবং ফিরে এসে যদি বাকি পণ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা যায়, তাহলে তার ওপরও হজ ফরজ। (ইমদাদুল আহকাম: ২/১৫৩) নারীদের হজ ফরজ হওয়ার জন্য সফরে স্বামী বা মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা শর্ত। মাহরাম না থাকলে সামর্থ্য থাকার পরও নারীদের ওপর হজ ফরজ হবে না। আবার মাহরামের খরচ বহনের সামর্থ্য না থাকলেও নারীদের ওপর হজ ফরজ নয়। তবে, মাহরাম যদি ফরজ হজ করতে যায়, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে গেলে খরচ দেয়ার প্রয়োজন হবে না। (বাহরুর রায়েক: ২/৩৩৯)কবুল হজের বিনিময়ে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। আর মাবরুর হজের বিনিময় হলো জান্নাত। মাবরুর হজ বলতে হজের কাজ ও বিধি-বিধানগুলো যথাযথ আদায় করাকে বুঝায়। (বুখারি: ১৭৭৩; মুসলিম: ১৩৪৯) অনেকের ওপর হজ ফরজ। তা সত্ত্বেও আদায় করেন না। এদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাফসিরে এসেছে, তারা ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করল কি খ্রিষ্টান হয়ে, তার কোনো পরোয়া মহান আল্লাহর নেই।' (ইবনে কাসির: ১/৫৭৮) হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 'যে বান্দাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দিয়েছি এবং আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অতঃপর (গড়িমসি করে) তার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ আমার দিকে (হজব্রত পালন করতে) আগমন করে না, সে অবশ্যই বঞ্চিত।'

জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার আমল ও দোয়া

ধর্ম ডেস্ক : জাহান্নামও আরবি শব্দ। এর অর্থ গভীর গর্ত। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহ আখিরাতে অবিশ্বাসী ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে অগ্নিময় আবাস তৈরি করে রেখেছেন, তাকে জাহান্নাম বলা হয়। এটাকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে 'নার' বলা হয়েছে। জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল ও দোয়া তুলে ধরা হলো: **তওবা** জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় খাঁটি তওবা। তিনি আরও বলেন, 'এরপরও কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না? অথচ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' (সুরা মায়িদা: ৭৪)। **শিরকমুক্ত ইবাদত** জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার আরেকটি মাধ্যম শিরকমুক্ত ইবাদত। এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না। নামাজ কায়েম করবে।

জাকাত দেবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।' সে ব্যক্তি চলে গেলে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তাকে যে আমলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে পালন করলে সে জান্নাতে যাবে। (সহিহ মুসলিম: ১৪) **দোয়া** হজরত মুসলিম ইবনে হারেস তামিমি রা. বলেন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কানে কানে বললেন, যখন মাগরিবের নামাজের সালাম ফেরাবে, তখন কারো সঙ্গে কথা বলার আগে এই দোয়াটি সাতবার পড়বে। (উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার।) অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। যদি তুমি পড় আর ওই রাতেই তুমি মারা যাও তাহলে তোমার জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফায়সালা লিখে দেয়া হবে। ফজরের নামাজের পরও এ দোয়াটি একই নিয়মে সাতবার পড়বে। যদি তুমি পড়ে থাক আর ওই দিনেই তুমি মারা যাও তাহলে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফায়সালা লিখে দেয়া হবে।